চালু হল
'দুরন্ত বার্তা'
অ্যাপ
ডাউনলোড করুন
প্লে–স্টোর থেকে

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 29, Issue No.: 147 Saturday, 27 April, 2024 ✱ ২৯ বর্ষ, ১৪৭ সংখ্যা ✱ ১৪ বৈশাখ, ১৪৩১, শনিবার, ২৭ এপ্রিল, ২০২৪ ✱ আজ ৮ পাতা ✱ মূল্য– ৩ টাকা

হাওড়ার ডুমুরজলায় মাঠে জনসভার অনুমতি না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে মোদির নির্বাচনী জনসভা হাওড়ার অন্যত্র সরতে পারে। ...বিস্তারিত পাতা ৩

বীরভূম লোকসভার বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধরের মনোনয়ন বাতিল করল নির্বাচন কমিশন। হাইকোর্টে পিটিশন দাখিল করেছেন তিনি। ...বিস্তারিত পাতা ৫

ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গুণ্ডাবাহিনীর তাণ্ডব। ভোটার পরিচয় পত্র সঙ্গে না আনার জন্য ভোট প্রদানে বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন ভোটাররা। ঘটনাটি শিলচরের। ...বিস্তারিত পাতা ৬

স্পোর্টসটক-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুভমন গিল বলেছেন, ''যদি আমি বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ না পাই, ঘরে বসে ভারতীয় টিমকে সমর্থন করব।'' ...বিস্তারিত পাতা ৮

সন্দেশখালিতে অস্ত্রভাণ্ডার

দুরন্ত বার্তা, সন্দেশখালি, ২৬ এপ্রিলঃ সন্দেশখালিতে উদ্ধার অস্ত্রভাণ্ডার। সিবিআই ও এনএসজি (ন্যাশনাল সিকিউরিটি গার্ড)-এর অভিযানে শাহজাহান শেখ-ঘনিষ্ঠের আত্মীয়ের বাড়ি থেকে মিলল বিদেশি বন্দুক, গুলি, বোমা ও বিস্ফোরক! অন্তত তেমনটাই দাবি কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে। ভোটের মধ্যে এই ঘটনায় রাজনৈতিক চাপানউতর তৈরি হয়েছে রাজ্যে। বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র বলে দাবি করে শাসকদল তৃণমূল মন্তব্য, 'রোবট ডেকে নাটক' করা হচ্ছে! সংবাদমাধ্যম 'ইন্ডিয়া টুডে'র প্রতিবেদন অনুযায়ী, সন্দেশখালি মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবারই সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছে রাজ্য সরকার। তার প্রসঙ্গ টেনে পাল্টা বিজেপি প্রশ্ন তোলে, কেন দুষ্কৃতীদের আড়াল করার চেষ্টা করছে রাজ্যের তৃণমূল শাসিত সরকার? শুক্রবার সন্দেশখালিতে বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারের ঘটনা নিয়ে সরব হয়েছে বিজেপি। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর কটাক্ষ, সন্দেশখালিতে ইডি, সিবিআই, এনআইএ-র পর এনএসজিও এল! আর কী? সেনা নামাতে হবে? এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলের পোস্ট শুভেন্দুর বক্তব্য, ''মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আমলে যে ভাবে বেড়ে উঠেছে শাহজাহান শেখেরা, তাতে মুখ্যমন্ত্রী পদে থাকার নৈতিক অধিকার হারিয়ে ফেলেছেন উনি।'' বিজেপির আইটি সেলের প্রধান অমিত মালবীয়ও এক্স হ্যান্ডলে লেখেন, 'এনএসজি মোতায়েন করা হয়েছে। কিন্তু রাজ্য সরকার সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছে ওই মামলা থেকে সিবিআইকে সরাতে।' তাঁর প্রশ্ন, 'যে জঙ্গির বাড়িতে এত বিপুল পরিমাণে আগ্নেয়াস্ত্র মজুত করে রাখা, তাকে কেন আড়াল করার চেষ্টা করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়?' পাল্টা তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে লেখেন, 'সন্দেশখালি ইস্যু জিইয়ে রাখার জন্য পরিকল্পিত চক্রান্তে অতিনাটকীয় কাজকর্ম করে ভোট প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে দিল্লির তরফ থেকে। আগাম সাজানো নাটক মঞ্চস্থ হচ্ছে। খবর ছড়িয়ে, যন্ত্র নামিয়ে বাজার গরম করছে। পুলিশের আরও সতর্ক থাকা দরকার।' শুক্রবার সন্দেশখালির সরবেড়িয়ার মল্লিকপুরে শাহজাহান-ঘনিষ্ঠ হাফিজুল খাঁয়ের ভগ্নিপতির বাড়িতে তল্লাশি অভিযানে যান তদন্তকারীরা। মূল রাস্তা থেকে প্রায় ২০০ মিটার ভিতরে মাছের ভেড়িবেষ্টিত বাড়িটি। সেখানে যাওয়ার একটিই সরু ইট পাতা রাস্তা রয়েছে। সকাল থেকেই সেই রাস্তা আটকে দেয় কেন্দ্রীয় বাহিনী। সিবিআই সূত্রে দাবি, গোপন সূত্রে অস্ত্র-বোমা মজুতের খবর পাওয়া মাত্রই অভিযান চালানো হয়। হাফিজুলের আত্মীয় আবু তালেব মোল্লার বাড়িতে মাটি খুঁড়ে উদ্ধার হয় প্রচুর বোমা, আগ্নেয়াস্ত্র। এর পরেই ডাকা এনএসজি-কে। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, এখনও পর্যন্ত তালেবের বাড়ি থেকে ৩৪৮ রাউন্ড গুলি, সাতটি অত্যাধুনিক বিদেশি আগ্নেয়াস্ত্র, বেশ কয়েকটি দেশি বন্দুক, বোমা তৈরির মশলা-সহ বেশ কিছু বোমা উদ্ধার হয়েছে। যেখানে সেখানে বিস্ফোরক মজুত থাকতে পারে, এমন অনুমান করে বাড়ির আশপাশে অটোমেটিক রোবট স্ক্যানার দিয়ে তল্লাশি করা হয়। প্রস্তুত রাখা হয় অত্যাধুনিক অ্যাম্বুল্যান্সও। এখন দেখার এর শিকড় কতদূর পর্যন্ত বিস্তৃত।

সন্দেশখালিকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশকে চ্যালেঞ্জ, সুপ্রিম কোর্টে গেল রাজ্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিলঃ ২০২৪-এর মার্চের পাঁচ তারিখে সন্দেশখালির ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। পরবর্তী সময়ে সন্দেশখালির সব মামলায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। এর মধ্যে রয়েছে জোর করে টাকা আদায়, জমি দখল এবং যৌন নির্যাতনের মতো অভিযোগও। হাইকোর্টের সেই নির্দেশের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করেছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার। প্রসঙ্গত, এমন একটা দিনে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের সন্দেশখালি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে আবেদনের কথা জানা গেল, সেই দিনে সন্দেশখালির সরবেরিয়ার একটি বাড়ি থেকে বিপুল পরিমাণ বিদেশি অস্ত্র ও বিস্ফোরকের খোঁজ পায় সিবিআই। পরে সেখানে এনএসজি কমান্ডোদের নিয়ে যাওয়া হয়। গত পাঁচ জানুয়ারি সন্দেশখালিতে তৎকালীন তৃণমূল নেতা শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ইডি হানা দেয়। কিন্তু শাহজাহানের সমর্থকদের তাড়ায় ইডি সেদিনের

জন্য সেখান থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। পরবর্তী সময়ে শেখ শাহাজাহান, শিবু হাজরাদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে উত্তাল হয়ে ওঠে সন্দেশখালি। এরপর একে একে শিবু হাজরা এবং শেখ শাহজাহানদের গ্রেফতার করে ইডি-সিবিআই-রাজ্য পুলিশ। সন্দেশখালিতে গিয়ে ইডির আক্রান্ত হওয়ার পরেই সিবিআই তদন্ত চেয়ে আর্জি জানানো হয়েছিল কলকাতা হাইকোর্টে। এক্ষেত্রে রাজ্যের পাল্টা দাবি ছিল তদন্ত পুলিশের হাতেই থাকুক। দুইপক্ষের বক্তব্য শোনার পরে জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ এই মামলার তদন্তের জন্য সিট গঠনের নির্দেশ দেয়। তারপর প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম ও বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ সিঙ্গল বেঞ্চের নির্দেশের ওপরে স্থগিতাদেশ দেন। শুনানির সময় রাজ্যের আইনজীবীকে ছত্রে ছত্রে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয় আদালতে। অভিযুক্ত রাজনৈতিকভাবে অত্যন্ত প্রভাবশালী। সন্দেশখালি ঘটনার সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিয়ে বলে কলকাতা হাইকোর্ট। পরবর্তী সময়ে বিচারপতি জয় সেনগুপ্তের বেঞ্চ জমি দখল, ধর্ষণ, চাষের জমিকে ভেড়িতে পরিবর্তন করা সহ সমস্ত অভিযোগের তদন্ত সিবিআই-এর হাতে তুলে দেন। নির্দেশে তিনি বলেন, এব্যাপারে রাজ্যকে সব রকম সাহায্য করতে হবে। সেখানকার মানুষ তাদের অভিযোগ সরাসরি সিবিআইকে জানাতে পারবে। এজন্য সিবিআইকে আলাদা পোর্টাল তৈরি করতে হবে। আদালত পুরো বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবে বলেও জানানো হয় নির্দেশে। সেই মতো কাজও শুরু করে সিবিআই। অভিযোগ মতো এলাকায় গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চালান সিবিআই আধিকারিকরা। সিবিআই আধিকারিকরা শেখ শাহজাহানের বাড়ির বাইরে থেকেই পর্যবেক্ষণ করেন। তারপর তাঁরা স্থানীয় মার্কেটেও হানা দেন। শেষ পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট এব্যাপারে কী রায় দেয় এখন সেটাই দেখার।

'আগের জন্মে বাংলায় জন্মেছিলাম, পরের জন্মেও বাংলাতেই জন্মাতে চাই'

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ২৬ এপ্রিলঃ রাজ্যে ভোট প্রচারে এসে ফের তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। মা-মাটি-মানুষের লড়াই করা তৃণমূল সব থেকে বিশ্বাসঘাতকতা রাজ্যের মহিলাদের সঙ্গে করেছে। ভোটের আবেগকে হাতিয়ার করে বলেন, ''আজ আপনাদের উৎসাহ দেখে মনে হচ্ছে আমি আগের জন্মে বাংলাতেই জন্মেছিলাম। আর পরের জন্মে বাংলাতেই জন্মাতে চাই।'' শুক্রবার মালদহ উত্তর কেন্দ্রে এক বিরাট জনসভায় তিনি সাম্প্রতিক শিক্ষক ও শিক্ষাকর্মী নিয়োগ নিয়ে শূলে বেঁধেন তৃণমূল কংগ্রেস সরকারকে। এছাড়াও বিভিন্ন দুর্নীতির কারিগর হিসেবে তৃণমূলকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান মোদি। এই বাংলা রবীন্দ্রনাথ সহ বিভিন্ন মনীষীর জন্মভূমি এই বলে মোদি বলেন, ''এই রাজ্যকে একসময় সাংস্কৃতিক, শিক্ষার পীঠস্থান বলে মনে করা হতো। কিন্তু আজ তৃণমূল সমাজের সর্বস্তরে দুর্নীতি ছেয়ে রেখেছে।'' লোকসভা ভোটের দ্বিতীয় দফা চলাকালীনই প্রচারে এসে প্রধানমন্ত্রী বাংলার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার কত টাকা দিয়েছে তা উল্লেখ করেন। একইসঙ্গে বলেন, কিন্তু সেই টাকা খেয়ে ফেলেছে তৃণমূলের তোলাবাজরা। মালদহ উত্তর ও দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের ভোটপ্রচার একই মঞ্চ থেকে সারেন মোদি। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও তৃণমূলের সর্বভারতীয় সভাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম না করে তিনি আরও বলেন, ''তৃণমূলের শাসনে বাংলায় শুধু একটাই কাজ হয়েছে, সেটা হল হাজার হাজার কোটি টাকার দুর্নীতি।'' জয় মা কালী ও জয় মা দুর্গা শরণ করে এদিন ভাষণ শুরু করেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর কথায়, তৃণমূল যে দুর্নীতি করেছে, তার মাশুল চোকাতে হচ্ছে বাংলার মানুষকে। উপর থেকে দেখে মনে হচ্ছে কংগ্রেস এবং তৃণমূল পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে, কিন্তু ওদের উদ্দেশ্য এক। তা হল মুসলিম তোষণ। কংগ্রেস এবং তৃণমূলের নেতারা বলে বেড়াচ্ছেন তাঁরা ক্ষমতায় এলে সিএএ বাতিল করে দেবেন। কিন্তু, তাঁরা জানেন না

যে, সিএএ একটা আইন, তা বাতিল করা যায় না। তৃণমূল অনবরত মিথ্যা বলে চলেছে। মালদহের মতো মুসলিম অধ্যুষিত জেলায় মোদি আরও বলেন, ''তিন তালাক আমাদের সরকার এসেই বাতিল করেছে। কংগ্রেস এবং তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের মদতদাতা। একটা সময় ছিল যখন বাংলা পুরো দেশকে নেতৃত্ব দিত। কিন্তু, প্রথমে বামেরা, পরে তৃণমূল বাংলার সম্মান ধুলোয় লুটিয়ে দিয়েছে। এমন কোনও কাজ নেই, যা এই রাজ্যে কাটমানি না দিয়ে হয়। এখানে চাকরির সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে তৃণমূল।'' এমনকী এদের দুর্নীতিতেই আজ ২৬ হাজার পরিবারের রুটিরুজি বন্ধ হতে বসেছে, তোপ দাগেন মোদি। মোদি বলেন, ''তৃণমূল এখানকার যুব সমাজের সঙ্গেও দুর্নীতি করেছে। শিক্ষায় দুর্নীতি করেছে। ২৬ হাজার পরিবারের জীবিকা শেষ হয়ে গেল। আর যারা ধার করে টাকা নিয়ে তৃণমূলকে দিয়েছিল তাদেরও অবস্থা এখন খারাপ।'' সঙ্গে কেন্দ্রের একাধিক প্রকল্প নিয়েও মুখ খোলেন তিনি। বলেন, ''যুব সমাজকে চাকরি দিচ্ছে। আমাদের একাধিক প্রকল্প আছে। যেখানে যুব সমাজের উন্নতির জন্য কাজ করা হয়েছে। বিজেপি সরকারের নীতির জন্য দেশে নতুন নতুন সেক্টর তৈরি হচ্ছে।'' রাজ্য সরকারকে দুষে বলেন, ''কিন্তু বাংলায় তৃণমূল যুব সমাজের উন্নতির সব রাস্তা বন্ধ করে দিয়েছে।'' একই সঙ্গে তাঁর অভিযোগ, কেন্দ্রীয় প্রকল্পের টাকা বাংলা ঢুকতে দিচ্ছে না রাজ্য সরকার। বললেন, ''আয়ুষ্মান যোজনা বন্ধ রেখেছে। এই পার্টিটা আপনাদের কথা ভাবে না।'' প্রসঙ্গত, কোর্টের রায়ে চাকরি চলে যাওয়ার পর থেকেই উত্তাল রাজ্য-রাজনীতি।

শুভেন্দুর সঙ্গে ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। কুণাল ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিলঃ কথায় কথায় আক্রমণ করেন। প্রতিদিন ঝাঁঝালো আক্রমণ শানান। তবে এবার কুণাল ঘোষ জানিয়ে দিলেন, শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। যা আক্রমণ করেন, পুরোটাই রাজনৈতিক কারণে। সম্প্রতি বিজেপির তারকা নেতা মিঠুন চক্রবর্তীর প্রতি তৃণমূলের তারকা প্রার্থী দেবের সৌজন্য ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। শুক্রবার এই নিয়েই দেবের তুমুল সমালোচনা করেন তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক। তখনই তিনি শুভেন্দুর প্রসঙ্গও টেনে আনেন। বললেন, ''শুভেন্দু অধিকারীর সঙ্গেও আমার ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। আমার নেত্রীকে, নেতাকে, আমার দলকে আক্রমণ করেন, তাই তাঁদের আক্রমণ করি।'' উল্লেখ্য, বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীকে প্রায়শই রাজনৈতিক আক্রমণ শানাতে দেখা যায় তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষকে। মিঠুন চক্রবর্তীকেও বিভিন্ন সময়ে আক্রমণ শানিয়েছেন তিনি। প্রজাপতি সিনেমার বিতর্কে হোক, কিংবা মিঠুনের 'জাত গোখরো' ডায়লগ বিতর্কে হোক বিভিন্ন সময়ে মিঠুনের উদ্দেশে তির্যক মন্তব্য করেছেন কুণাল। তবে আজ মিঠুন প্রসঙ্গেও তৃণমূলের রাজ্য সম্পাদক বলে দিলেন, ''আমার সঙ্গে মিঠুনদার দাদা-ভাইয়ের সম্পর্ক ছিল, কোনও ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই।'' তবে মিঠুনের প্রতি দেবের যে সৌজন্য, তা নিয়ে কটাক্ষ করতে ছাড়েননি কুণাল। বলেছেন, ''ব্যক্তিগতভাবে ভাল সাজব, চৈতন্যদেবের মতো প্রেম বিলিয়ে বেড়াব আর নিজের ইমেজ বানাব এই পলিটিক্স হতে পারে না।'' প্রসঙ্গত, অতি সম্প্রতি বিজেপি নেতা মিঠুনকে নিশানা করে 'গদ্দার' বলে আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

'বিজেপি পার্টি চাকরিখেকো!'

চাকরিহারাদের প্রশ্নে বিজেপি-সিপিএমকে আক্রমণ মমতার

দুরন্ত বার্তা, পিংলা, ২৬ এপ্রিলঃ কলকাতা হাইকোর্টের বিশেষ ডিভিশন বেঞ্চ এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতির রায় দেওয়ার পর থেকেই রোজ নির্বাচনী জনসভা থেকে নিয়ম করে বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণ করছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ব্যতিক্রম হল না শুক্রবারও। এদিন পশ্চিম মেদিনীপুরের পিংলায় তৃণমূলের জনসভা থেকে বিচারব্যবস্থাকে আক্রমণ করার পাশাপাশি বিজেপিসহ বিরোধী দলগুলিকে চাকরিখেকো বলে উল্লেখ করেন তিনি। এদিন প্রখর দাবদাহের মধ্যে মমতা উপস্থিত জনতাকে উদ্দেশ করে বলেন, ''আপনারা অনেকে মানুষখেকো বাঘের কথা শুনেছেন। চাকরিখেকো মানুষ দেখেছেন? চাকরিখেকো বিজেপি পার্টি দেখেছেন? চাকরিখেকো সিপিএম পার্টি দেখেছেন? চাকরিখেকো রাম-বাম-শ্যাম দেখেছেন? ২৬ হাজার ছেলে মেয়ের চাকরি খেয়ে নিয়ে বলছে ৪ সপ্তাহের মধ্যে

ফেরত দেও ১২ পারসেন্ট সুদে। যে রায় দিচ্ছেন তাকে যদি আমি যদি বলি আপনার চাকরির সব টাকা ফেরত দিন। আপনি নিজে ফেরত দিতে পারবেন তো? যখন ইচ্ছা হলো সবার চাকরি খেয়ে নেওয়া? মগের মুলুক?'' পাশাপাশি মমতা দাবি করেন, ''চাকরির অধিকার কাড়তে দেব না। ১০ লক্ষ চাকরি আমি প্রস্তুত করে রেখেছি, বিজেপির জন্য দিতে পারছি না।'' ১০০ দিনের কাজের টাকা বন্ধ করে দেওয়ায় বিজেপিকে আক্রমণ করে মমতা বলেন, ''১০০ দিনের কাজ। টাকা দিয়েছিল? কাদের টাকা দেওয়ার কথা? এখান থেকে ট্যাক্স তুলে নিয়ে যায়, কেন্দ্রীয় সরকারের টাকা দেওয়ার কথা। ১০০ দিনের কাজের টাকা দিয়েছিল ৩ বছর? ১০০ দিনের কাজের টাকা আমরা দিয়েছি। কেন্দ্রের কাছে আমরা ক্ষমা চাইব না, মাথা নত করব না। কোনও দুর্নীতি নেই। মিথ্যে কথা। এটা বিজেপির প্ল্যান।'' মমতা আরও বলেন, ''ওরা জগতবিখ্যাত চোর। তৃণমূল করলে এনআইএ, বিজেপি করলে ওয়াশিং মেশিন।'' বিজেপি দেশ, ধর্ম, জাতি বিক্রি করে দিচ্ছে। এমনই বক্তব্য তৃণমূল নেত্রীর। কংগ্রেস সিপিএমকেও এদিন সমান ভাবে আক্রমণ করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বাংলায় বিজেপির দুটি চোখ। একটা সিপিএম, অন্যটা কংগ্রেস। বাংলায় সিপিএম, কংগ্রেস, বিজেপি কাউকে ভোট দেবেন না। সাধারণ মানুষকে নিষেধ করলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইন্ডিয়া জোট তিনি তৈরি করেছেন। জোটের নাম তাঁর দেওয়া। এই দাবি করেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

নরেন্দ্র মোদি ভীত, মঞ্চেই চোখের জল ফেলবেন! রাহুল

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিলঃ নরেন্দ্র মোদিকে এবার তীব্র কটাক্ষে বিঁধলেন রাহুল গান্ধি। তাঁর দাবি, দেশের প্রধানমন্ত্রী নার্ভাস। জনসভায় তিনি চোখের জল ফেলবেন, এমন পরিস্থিতিও তৈরি হয়েছে। দেশের মানুষকে মোদি লুঠ করে একাংশকে বিপুল সম্পত্তির অধিকারী করে তুলেছেন বলেও মন্তব্য করেন রাহুল। রাহুল আজ বলেন, ''প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্য শুনলেই বোঝা যাচ্ছে তিনি ভীত। জনসভার মঞ্চে তিনি কেঁদে ফেলবেন, এমন পরিস্থিতিও অস্বাভাবিক নয়। নরেন্দ্র মোদি দেশের জনসাধারণের দৃষ্টি ঘোরানোর চেষ্টা করছেন। কখনও চিন আর পাকিস্তানের কথা বলে, কখনও বাসন বাজাতে বলে, কখনও আবার মোবাইলের টর্চ জ্বালাতে বলে।'' রাহুলের দাবি, নরেন্দ্র মোদি দেশের গরিব মানুষের টাকা লুঠ করেছেন। তিনি কিছু মানুষকে ধনকুবের বানিয়েছেন। দেশের ৭০ শতাংশ মানুষের যা সম্পত্তি তার সমপরিমাণ রয়েছে ২২ জনের কাছে। দেশের সম্পদের ৪০ শতাংশ নিয়ন্ত্রণ করছে দেশের জনসংখ্যার মাত্র ১ শতাংশ। অগ্নিবীর প্রকল্পের মাধ্যমে মোদি সেনাবাহিনীর কাজের সুযোগ থেকে দেশবাসীকে বঞ্চিত করছেন বলেও অভিযোগ রাহুলের। তিনি বলেন, ''নরেন্দ্র মোদি দেশের যুবদের কাছ থেকে সেনাবাহিনীতে কাজের সুযোগ ছিনিয়ে নিয়েছেন। অগ্নিবীর প্রকল্প এনেছেন, যা ভারতীয় সেনাবাহিনী ও সৈনিকদের অপমান।'' ক্ষমতায় এলে অগ্নিবীর প্রকল্প তুলে নেওয়ার আশ্বাস দেন রাহুল। আজ মালদহ ও বিহারের আরারিয়ার সভা থেকে কংগ্রেসকে নিশানা করেন মোদি। বিহারে তিনি রাহুলের নাম না করে বলেন, ''কংগ্রেসের শেহজাদা দেশের প্রতি পরিবারের সম্পত্তির সমীক্ষা করিয়ে উত্তরাধিকার কর বসানোর কথা বলছেন। কংগ্রেসের কু-দৃষ্টি পড়েছে দেশবাসীর সম্পত্তির উপর।'' মানুষের সম্পত্তি ভোটব্যাঙ্কের মধ্যে বিতরণের চেষ্টা কংগ্রেস করছে বলে তোপ দাগেন মোদি। তারই পাল্টা দিয়ে রাহুল দাবি করেন, বর্তমানের যাবতীয় পরিকল্পনায় দলিত, ওবিসি, আদিবাসী, সংখ্যালঘু, গরিবদের জন্য কোনও সুযোগ-সুবিধা নেই। রাহুলের কথায়, একটা কথা স্পষ্ট করে বলে দিতে চাই। যে সম্পদ মোদি ধনকুবেরদের দিয়েছেন, সেই অর্থ আমরা দেশের গরিব মানুষের মধ্যে বিতরণ করব। জিএসটি কাঠামোতেও বদলের আশ্বাস উঠে এসেছে রাহুলের কথায়। তিনি বলেন, ''এবারের নির্বাচন আগের নির্বাচনগুলির মতো নয়। কারণ, দেশের ইতিহাসে এই প্রথম একটি দল ও এক ব্যক্তি দেশের সংবিধান ও গণতন্ত্রকে ধ্বংস করে দিতে চাইছেন।''

সবেতেই মুসলিমদের সুবিধা দিতে চায় কংগ্রেস, কমিশনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে তোপ বিজেপির

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিলঃ নির্বাচন কমিশনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে মুসলিমদের সম্পদ বণ্টন নিয়ে কংগ্রেসকে ফের আক্রমণ শানাল বিজেপি। শুক্রবার সোশ্যাল মিডিয়ায় প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিংয়ের একটি ভিডিয়ো (সত্যতা যাচাই করেনি দুরন্ত বার্তা) পোস্ট করে বিজেপির তরফে দাবি করা হয়, সবক্ষেত্রেই কংগ্রেস যে মুসলিমদের বাড়তি সুবিধা পাইয়ে দিতে চায়, তা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর ভিডিয়ো দেখেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে শুধু ভিডিয়ো দেখিয়েই আক্রমণের ধার কমিয়ে দেয়নি বিজেপি। শুক্রবারই বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জেপি নড্ডা অভিযোগ করেন, কংগ্রেস এবং ইন্ডিয়া জোটের আসল উদ্দেশ্য হল যে তফসিলি জাতি, তফসিলি উপজাতি ও অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়ে মুসলিমদের হাতে তুলে দিতে হবে। কংগ্রেসের তরফে বলা হয় যে দেশের সম্পদের উপর প্রথম অধিকার আছে মুসলিমদের। সেখানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেন যে দেশের সম্পদের উপর সবথেকে বেশি অধিকার আছে গরিব মানুষদের। শুক্রবার সকালে বিজেপির ভিডিয়ো পোস্ট করে বলা হয়, '২০০৯ সালের এপ্রিলে লোকসভা নির্বাচনের আগে নিজের বক্তব্যের উপর জোর দিয়ে মনমোহন সিং বলেছিলেন যে দেশের সম্পদ পাওয়ার ক্ষেত্রে সংখ্যালঘু বিশেষত গরিব মুসলিমদের অগ্রাধিকার দেওয়া

উচিত। (দেশের) সম্পদের ক্ষেত্রে মুসলিমদের প্রথম অধিকার থাকা উচিত বলে উনি আগে যে মন্তব্য করেছিলেন, সেই অবস্থানে যে অনড় আছেন, সেটা স্পষ্টভাবে বলে দিলেন।' সেইসঙ্গে বিজেপির তরফে বলা হয়, 'মনমোহন সিংয়ের এই দ্ব্যর্থহীন কথাটার মধ্যে দিয়ে তাঁর বক্তব্য নিয়ে কংগ্রেসের মিথ্যাটা ফাঁস হয়ে গেল। কংগ্রেস যে মুসলিমদের অগ্রাধিকার দিতে চায় বলে আমরা মনে করছিলাম, সেটা প্রমাণিত হল। এটা থেকেই ফের প্রমাণিত হয় যে সংরক্ষণ থেকে সম্পদ-সবকিছুতে মুসলিমদের বাড়তি সুবিধা প্রদান করাই হল কংগ্রেসের মানসিকতা।' রাজস্থানের জনসভা থেকে মুসলিমদের নিয়ে মোদির 'বিদ্বেষপূর্ণ' মন্তব্য নিয়ে একদিন আগেই নড্ডার জবাব তলব করেছে কমিশন। কংগ্রেস, সিপিআই, সিপিআই (এমএল)-দের অভিযোগের ভিত্তিতে নড্ডাকে সোমবারের মধ্যে জবাব দিতে বলা হয়েছে। যে মন্তব্য নিয়ে লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে দেশজুড়ে তুমুল বিতর্ক শুরু হয়েছে। উল্লেখ্য, গত রবিবার মোদি বলেছিলেন, 'যখন ওদের (কংগ্রেস) সরকার ছিল, তখন ওরা বলেছিল যে সবার আগে দেশের সম্পত্তির উপর অধিকার আছে মুসলমানদের। এটার অর্থ হল যে এসব সম্পত্তি একত্রিত করে কাদের মধ্যে বণ্টন করবে? যাঁদের বেশি সংখ্যক সন্তান আছে, তাঁদের দেবে। অনুপ্রবেশকারীদের দেবে। পরিশ্রম করে আপনার কামানো টাকা কি অনুপ্রবেশকারীদের দেওয়া উচিত?' সেইসঙ্গে তিনি বলেছিলেন, 'এটা কংগ্রেসের ইস্তাহারে বলা হচ্ছে। ওরা মা-বোনেদের সোনার হিসাব করবে, সেটা নিয়ে তথ্য সংগ্রহ করবে, তারপর ওই সম্পত্তি বণ্টন করে দেবে। আর তাঁদের দেবে, যাঁদের (নিয়ে) মনমোহন সিংয়ের সরকার বলেছিল যে সম্পত্তির উপর সবার প্রথম মুসলিমদের অধিকার আছে। আমার মা-বোনেরা, আপনার মঙ্গলসূত্রকেও ছাড়বে না শহুরে নকশালদের ভাবনা। ওরা অতদূর চলে যাবে। আমি বলছি।'

দ্বিতীয় দফার ভোটও শান্তিপূর্ণ, জানাল সিইও

দুরন্ত বার্তা, ২৬ এপ্রিলঃ মোটের ওপর শান্তিতেই মিটল দ্বিতীয় দফার ভোটও। হাতে গোনা কয়েকটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া তেমন কোনও বড় ঘটনা ঘটেনি বলেই জানাল নির্বাচন কমিশন। শুক্রবার সন্ধেয় এ ব্যাপারে সাংবাদিক বৈঠক থেকে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক আরিজ আফতাব বলেন, ''ভোটকে ঘিরে কিছু অভিযোগ জমা পড়েছে। তবে সামগ্রিকভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট হয়েছে। বড় ধরনের কোনও ঘটনা বা অভিযোগ নেই।'' শুক্রবার দ্বিতীয় দফায় দেশের ১২টি রাজ্য এবং ১টি কেন্দ্র শাসিত অঞ্চলের মোট ৮৮টি লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। যার মধ্যে ছিল বাংলার দার্জিলিং, বালুরঘাট এবং রায়গঞ্জ। সকাল ৭টা থেকে শুরু হয় ভোট। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত নির্বাচন কমিশনের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, তিনটি কেন্দ্রে গড় ভোটের হার ৭১.৮৪ শতাংশ। সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে বালুরঘাটে, ৭২.৩০ শতাংশ। দার্জিলিঙে ৭১.৪১ শতাংশ এবং রায়গঞ্জে ৭১.৮৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। সর্বশেষ প্রদত্ত ভোটের হার আরও কিছুটা বাড়তে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। কমিশন সূত্রে জানা গেছে, গত লোকসভা ভোটে দার্জিলিঙে ৭৮.৯৩ শতাংশ, রায়গঞ্জে ৭৯.৫৪ এবং বালুরঘাটে ৮৩.৬০ শতাংশ ভোট পড়েছিল। এদিন ভোটকে কেন্দ্র করে কমিশনের কাছে মোট ৪৫৬টি অভিযোগ দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে সবেচেয়ে বেশি অভিযোগ জমা পড়েছে রায়গঞ্জে। এই লোকসভা কেন্দ্রে মোট ২২৫টি অভিযোগ জমা পড়েছে কমিশনের কাছে। একইভাবে দার্জিলিঙে ৮২টি এবং বালুরঘাটে ১৪৯টি অভিযোগ জমা পড়েছে।

বালুরঘাটে ভোট উৎসবে সামিল তৃতীয় লিঙ্গের ৭৯ জন

দক্ষিণ দিনাজপুর, ২৬ এপ্রিল ঃ শুক্রবার এ রাজ্যের তিন কেন্দ্র দার্জিলিং, রায়গঞ্জ ও বালুরঘাটে চলছে ভোটপর্ব। সকাল থেকেই ভোটাররা লাইনে দাঁড়িয়েছেন গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে। মহিলা অথবা পুরুষের মতোই তৃতীয় লিঙ্গের ভোটও গণতন্ত্রে ততটাই জরুরি। দক্ষিণ দিনাজপুরের বালুরঘাট কেন্দ্রে শুক্রবার সকালে ভোটার কার্ড নিয়ে দাঁড়ালেন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটাররা।বালুরঘাটের ২১ নম্বর ওয়ার্ডের কমিউনিটি হলে চলছে ভোটগ্রহণ। এখানে সকাল সকাল ভোট দিতে যেমন মহিলারা এলেন তেমনি পুরুষরাও এলেন। পাশাপাশি বৃদ্ধদের লাইনে দাঁড়ানোর পাশাপাশি ভোট দিতে এলেন তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার চম্পা। তিনি জানালেন, ভালো লাগছে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে। নিরিবিলি ও সুষ্ঠু পরিবেশের মধ্যেই তাঁরা ভোট দিতে পারছেন। তাঁদের জন্য এই আলাদা ব্যবস্থাতে নির্বাচন কমিশনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।তিনি জানান, এর আগে তাঁদের কোনও ভোটার কার্ড ছিল না। বিগত ১০ বছর হল তাঁদের কার্ড হয়েছে। এবার দেশের গণতন্ত্রের অধিকার প্রয়োগ করতে পারছে। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে ৭৩ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। এবছর বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে মহিলা পরিচালিত ৩৬টি বুথ হয়েছে। নিরাপত্তার দায়িত্বেও রয়েছেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর মহিলা নিরাপত্তা কর্মীরাও।উল্লেখ্য, বালুরঘাট, কুমারগঞ্জ, তপন, গঙ্গারামপুর, কুশমাণ্ডি, হরিরামপুর ও ইটাহার এই ৭ টি বিধানসভা নিয়ে বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্র। বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রে মোট ভোটার ১৫ লক্ষ ৫৬ হাজার ৯০৭ জন। তার মধ্যে মহিলা ভোটারের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৬১ হাজার ৫২ জন। পুরুষ ভোটারের সংখ্যা ৭ লক্ষ ৯৫ হাজার ৭৭৬ জন এবং তৃতীয়

'গরমের কথা ভেবে ভোটারদের জন্য সমস্ত প্রস্তুতি সারা', অধিক সংখ্যায় ভোটদানের আহ্বান রাজীবের

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ দেশজুড়ে চলতি লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শুক্রবার । ১২টি রাজ্যের সঙ্গে একটিমাত্র কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল আজ সামিল ভোট উৎসবে । দেশজুড়ে ৮৮টি আসনের মধ্যে এমন কিছু নির্বাচনী কেন্দ্রে আজ ভোটগ্রহণ, যেদিকে নজর থাকবে সকলের । প্রথম দফায় দেশজুড়ে শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের পরেও নির্বাচন কমিশনের ভাবনায় দেশজুড়ে চলা প্রখর গরমের দাপট । তাপপ্রবাহের বিষয়টি মাথায় রেখে দ্বিতীয় দফায় প্রায় ১৬ কোটি ভোটারের জন্য সমস্ত বন্দোবস্ত সেরে রেখেছে নির্বাচন কমিশন । জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার রাজীব কুমার ।পাশাপাশি সাধারণ মানুষের নিরাপত্তার প্রশ্নেও কোনওরকম আপসে রাজি নন তারা, তাই নিরাপত্তার প্রশ্নেও সবকিছু প্রস্তুত বলে জানালেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার । সংবাদসংস্থা এএনআই'কে রাজীব কুমার বলেন, আজকের নির্বাচনের জন্য আমাদের গত দু'বছর ধরে প্রস্তুতি চলছে । সকল বুথ সেজে উঠেছে । গরমের কথা মাথায় রেখে ভোটারদের জন্য সকল সুযোগ-সুবিধা রাখা হয়েছে । সেখানে পানীয় জল যেমন থাকছে, তেমনই শৌচালয়, শামিয়ানা কিংবা পাখার ব্যবস্থাও থাকছে ।স্রাজীব কুমারের কথায়, সবকিছু তৈরি এবার বেশি বেশি সংখ্যায় এসে ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগের পালা । নিরাপত্তার প্রশ্নে তিনি বলেন, নিরাপত্তায় খামতি কোনওভাবেই চোখে পড়বে না । সকল জেলাশাসক, এসপি, আধাসামরিক বাহিনীর সঙ্গে কমিশনের আধিকারিকদের দফায় দফায় বৈঠক হয়েছে । মানুষও সজাগ রয়েছে । তারপরেও কোথাও যদি অশান্তির আঁচ পাওয়া যায়, তাহলে প্রস্তুত রয়েছে নিরাপত্তাবাহিনী । জানান রাজীব কুমার । দ্বিতীয় দফায় উত্তরপ্রদেশের ৮টি, অসমের ৫টি, বিহার ৫টি, ছত্তিশগড়ের ৩টি, কর্ণাটকের ১৪টি, কেরলের সবক'টি (২০টি), মধ্যপ্রদেশের ৭টি, মহারাষ্ট্রের ৮টি, মণিপুরের ১টি, রাজস্থানের ১৩টি, পশ্চিমবঙ্গের ৩টি, ত্রিপুরার ১টি, জম্মু-কাশ্মীরের জম্মুতে ভোট । শুক্রবার তারকা প্রার্থীদের মধ্যে রয়েছেন বিজেপি প্রার্থী হেমা মালিনী, কংগ্রেসের রাহুল গান্ধি, শশী থারুর, কেসি বেণুগোপাল, বিজেপির অরুণ গোভিল, গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত প্রমুখ

সপা-কংগ্রেসের ইন্ডি জোটের জন্য নিজেদের ভোটব্যাঙ্কই বিশেষঃপ্রধানমন্ত্রী

আগ্রা, ২৬ এপ্রিল ঃ বিরোধীদের ইন্ডি জোটের তীব্র সমালোচনা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রী আক্রমণ করেছেন কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টিকেও। বৃহস্পতিবার উত্তর প্রদেশের আগ্রায় আয়োজিত এক নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেছেন, মোদীর গ্যারান্টি সবকা সাথ, সবকা বিশ্বাস। কিন্তু সপা-কংগ্রেসের ইন্ডি জোটের জন্য নিজেদের ভোটব্যাঙ্কই বিশেষ।আগ্রার নির্বাচনী জনসভায় প্রধানমন্ত্রী মোদী এদিন বলেছেন, বিজেপি গ্রামীণ দরিদ্রদের জন্য একটি বড় দৃষ্টিভঙ্গি এবং বড় লক্ষ্য নিয়ে এগিয়ে চলেছে। মোদীর কথায়, কিছু শক্তি ভারতের শক্তি বৃদ্ধিকে পছন্দ করছে না। এখন যেমন এখানে প্রতিরক্ষা করিডর তৈরি হওয়ায় দেশের সেনাবাহিনীকে স্বাবলম্বী করে, বিশ্বে রফতানির জন্য প্রাণঘাতী অস্ত্র তৈরি করা হবে।প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, কিন্তু, সমগ্র বিশ্বে অস্ত্রের যে দালাল আছে, যারা পুরনো সরকারে ঘুষ দিয়ে নিজেদের কাজ হাসিল করতে পারদর্শী হয়ে উঠেছিল এবং পুরনো সরকারে বসে থাকা লোকজনও এই ক্রিম খেত। এই ধরনের সমস্ত মানুষ এখন বিরক্ত এবং খুব রাগান্বিত। তাঁরা চায় না ভারতের সেনাবাহিনী স্বাবলম্বী হোক। তাই তারা মোদীর বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়েছে। এই শক্তিগুলিকে থামাতে, দেশের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের জন্য, দেশের নিরাপত্তার জন্য, বিজেপি এবং এনডিএ সরকারকে আরও একবার আনা খুব প্রয়োজন।যদিও মুদ্রা লিস্টিং এবং ট্রেডিং এক্সচেঞ্জগুলি স্বচ্ছতা ও বিশ্বাসযোগ্যতা বৃদ্ধি করতে এবং এর যাতে বেআইনী ব্যবহার না হয় তারজন্য নিজ নিজ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কঠোর করছে, কিন্তু সংশ্লিষ্ট চেনে ক্রিপ্টো টোকেন এবং এরসঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন লেনদেনের অপব্যবহার হওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা আছে। কিছু টোকেন আরও বেশি গোপনীয়তা রক্ষা ও নাম না জানানোর সুবিধা দেয়। এই কারণে এই ধরনের টোকেন স্বাভাবিকভাবেই অপরাধীদের আকৃষ্ট করে। রাষ্ট্রসংঘের একটি রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় ২০ শতাংশ মারাত্মক অপরাধমূলক হামলা এখন ক্রিপ্টো কারেন্সির ফান্ডিংয়ের সঙ্গে যুক্ত।সাধারণ ইন্টারনেট ব্যবহার কারীদের থেকে সংবেদনশীল সংবাদ গোপন করতে একটি গোপন নেটওয়ার্ক তৈরি করার প্রয়াস যা একসময় শুরু হয়েছিল সেগুলি এখন এক সম্পূর্ণ ডার্কনেটের রূপ নিয়েছে। এটা মোটামুটি অন্তর্নিহিত প্রযুক্তি ওই গোপন নেটওয়ার্ককে দিয়ে দেয় যেখানে সাধারণ ব্রাউজারের মাধ্যমে পৌঁছোনো যায় না এবং এর সূচিকরণ সার্চ ইঞ্জিনের দ্বারা করা যায়না। এরজন্য বিভিন্ন প্রকারের ফোরাম, চ্যাটরুম, ফাইল এবং পিকচার হোস্টের মাধ্যমে সংযোগ করা হয়। এটা এমন একটি বাণিজ্যিক সুবিধার সৃষ্টি করে যাতে বেআইনী কাজকারবারের জন্য নতুন নতুন বাজার তৈরি হয়। ক্রিপ্টো কারেন্সি এবং ডার্কনেটের মাধ্যমে যোগসাজস থাকার পরিণামস্বরূপ এই সন্দেহজনক লেনদেন এক নতুন স্তরে পৌঁছে যায়। বিশাল পরিমাণে ক্রিপ্টো কারেন্সি চুরি বা ক্রিপ্টো কারেন্সির অর্থ দিয়ে অন্য কাজ করার প্রয়াসের জন্য সাইবার অপরাধীরা দ্রুততার সঙ্গে ডার্কওয়েবকে আরও ভালোভাবে ব্যবহার করে থাকে। এইরকম পরিস্থিতিতে অপরাধের অনুসন্ধান করা অত্যন্ত কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।এই ডার্কনেট সাম্রাজ্যে ওয়েবহোস্টিংপ্রদাতাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়তে, ক্ষেত্রিয় এবং রাষ্ট্রীয় প্রাধিকরণগুলির মাধ্যমে কাজ করতে, আদালতের নির্দেশ পালন করতে এবং এর অনুশাসনগুলি সুনিশ্চিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দূরীকরণের আদেশের মতো অবশ্য পালনীয় কর্তব্য করা হয়না। ইউএনওডিসি-র ডার্কনেট আশঙ্কা সমীক্ষার রিপোর্ট ২০২০ অনুযায়ী অবৈধ ডার্কনেট বাজারে সাইবার স্পেস এবং ক্রিপ্টো কারেন্সি ব্যবহার করা মোটামুটি আইনকানুন মেনে চলার রাস্তায় একটা বড় সংকট। এই রিপোর্ট অনুযায়ী টোর নেটওয়ার্কে বাজারের সংখ্যা ২০১১-র মাত্র ১-এর তুলনায় ২০১৯-এ ১১৮ হয়ে গেছে। এই সংখ্যা বৃদ্ধি এবং অন্যের বৈচিত্র্য অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য। উদাহরণস্বরূপ, ওয়ালহল্লা, যা একটি ডার্কওয়েব বাজার, ২০১৫-র ৫০০০ থেকে বেড়ে ২০১৮-তে ১৩০০০ হয়ে গেছে। মাদকদ্রব্য (টোকেন, হেরোইন এবং ব্যথা কমানোর ওষুধ) আগ্নেয়াস্ত্র এবং গোলাবারুদ, হ্যাকিংয়ের উপকরণ এবং পরিষেবা এবং আরও অন্যান্য বস্তু বিক্রি হয় ওখানে। কয়েকটি অনলাইন বাজারে তো এমনকি ক্রেডিট কার্ডের তথ্য এবং নকল নথিপত্রও কেনাবেচা হয়। এরজন্য পছন্দের আর্থিক বিকল্প ক্রিপ্টো কারেন্সি ছাড়া আর কিছু নেই। এমনিতে বিট কয়েনই এখনও পর্যন্ত এদের জন্য প্রধান মুদ্রা কিন্তু আরও অধিক গোপনীয়তা এবং নাম গোপন রাখা সুনিশ্চিত করতে উপযোগী যেসব টোকেনের চলন আছে তা তার জনপ্রিয়তা এখন দ্রুত গতিতে বাড়ছে। কোভিডের প্রকোপ বাড়ার পর টোর ব্যবহারকারীর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে গেছে।প্রধান প্রধান ডার্কনেটে প্রায়শই ডেটাগুলিকে বেশ কয়েকটি ভাগে ভাগ করে সেগুলিকে এনক্রিপ্ট করতে এবং আবার সমভাবাপন্ন নোডস-এর মধ্যে সেগুলিকে বিতরণ করবার বিকেন্দ্রীকৃত বিতরণবিধির ব্যবহার করা হয়। কেবল ইচ্ছুক ব্যবহারকারীই তা ব্যবহার করতে পারে তাকেই শুধুমাত্র দেওয়া গোপন চাবির মাধ্যমে। এদের মধ্যে যে এগিয়ে যেতে পারে সে একতরফা টানেলের ওপর নির্ভর করে যেকিনা কোনও গন্তব্যে ট্রাফিক পাঠানোর জন্য প্রকাশ করে এবং অগ্রসর হতে পারে বা ট্রাফিক স্বীকার করার জন্য ভেতরের দিকে আরও অগ্রসর হতে পারে। অন্যদিকে টোর ব্রাউজার টোর সার্কিট নামে নেটওয়ার্ক চালায় যেখানে ওয়েবসাইট ব্রাউজিংয়ের সময় ব্যবহারকারীদের নাম গোপন রাখা যায়। এই বিতরিত নেটওয়ার্ক রিলের মাধ্যমে ব্যবহারকারী ট্রাফিক পাঠায় যার ব্যবস্থা করে স্বেচ্ছাপরিসেবাদানকারীরা নিজেই যাদের টোর নেটওয়ার্ক নামেও জানা যায়। ডিস্ক ফরেন্সিক, মেমোরি ফরেন্সিক এবং নেটওয়ার্ক ফরেন্সিকে যখন ডার্কওয়েবের মনিটোরিংয়ে যুক্ত করা হয় তখন ওই সমস্ত কার্যকলাপকে নিষ্কাষণ, এমবেডেড অ্যান্টিফরেন্সিক তত্ত্বের খোঁজে টোর ব্রাউজারের রাস্তা জানতে সম্বন্ধিত ট্রাফিকে অবরোধ তৈরি করতে ফাইল সিস্টেমের ম্যাপিং করতে এবং প্রাপ্ত তথ্য বিশ্লেষণ করতে যথেষ্ট উপকারী বলে প্রমাণিত হয়েছে।আইন প্রবর্তনকারী সংস্থাগুলি এই সমস্যার মোকাবিলা করার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা তৈরি করছে।

প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে আক্রমণ কল্যাণের, বার কাউন্সিলকে কল্যাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ কবীর শঙ্কর বসুর

হুগলি, ২৬ এপ্রিল ঃ প্রাক্তন বিচারপতি তথা তমলুক কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়কে ব্যক্তিগত স্তরে আক্রমণ শ্রীরামপুরের তৃনমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জির। এমনই অভিযোগ করেছেন শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বসু।পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষক নিয়োগ কেলেঙ্কারির ঘটনায় কলকাতা হাইকোর্ট ২৩ হাজার ৭৫৩ জনের চাকরি বাতিল করেছে। এই নিয়ে বরিষ্ঠ আইনজীবী তথা শ্রীরামপুর লোকসভা আসনের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি বলেন যে, আদালতের এই সিদ্ধান্ত সুপ্রিম কোর্টে স্থগিত হয়ে যাবে। আমি ৪৩ বছর ধরে ওকালতি করছি, আমি জানি যে হাইকোর্টের এই সিদ্ধান্তের উপর স্থগিতাদেশ দেবে সুপ্রিম কোর্ট। তিনি এও বলেন, অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় আগে ব্রিফকেস নিয়ে পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়াতেন। অভিজি বাবুর যখন ৫৬, ৫৭ বছর বয়স, তখন বৃদ্ধ বয়সে হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন। যে আইনজীবীর ভালো পসার তিনি ৫০ বছর বয়সে বিচারপতি হন না। এই বয়সে শুধুমাত্র সেই আইনজীবীরাই বিচারপতি হন, যারা কিছুই জানেন না, করতে পারেন না। অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের মতো লোকেরা বৃদ্ধ বয়সে তাঁবেদারি করে বিচারপতি হয়ে যান, যাতে সারাজীবন পেনশন পেয়ে কাটাতে পারেন।প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের এমন আপত্তিকর মন্তব্যের প্রেক্ষিতে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন সুপ্রিম কোর্টের বরিষ্ঠ আইনজীবী তথা শ্রীরামপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী কবীর শঙ্কর বসু। মঙ্গলবার তিনি হিন্দুস্থান সমাচার-কে দেওয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন যে, তিনি বার কাউন্সিলের কাছে কল্যাণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার অনুরোধ করছেন। কবীর বলেন, একজন প্রাক্তন বিচারপতি সম্পর্কে আরেকজন প্রবীণ আইনজীবীর কাছ থেকে এমন মন্তব্য প্রত্যাশিত নয়। কল্যাণ ধারাবাহিকভাবে অভিজি বাবুকে নিয়ে আপত্তিকর মন্তব্য করে যাচ্ছেন। কল্যাণ অনেকের সঙ্গেই দুর্ব্যবহার করেছেন এবং এখনও করছেন। বার কাউন্সিল অফ ইন্ডিয়ার উচিত বিষয়টি দেখা এবং কল্যাণ ব্যানার্জির এমন আচরণের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া।

বালুরঘাটে সুকান্তকে দেখে 'গো ব্যাক' স্লোগান,পুলিশের সঙ্গে বচসা, রিপোর্ট তলব

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃ তপনের পতিরামপুরে বিজেপির যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদককে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ। আক্রান্ত নেতার নাম জ্যোতিষ রায়। তাঁকে বুথের বাইরেই মারধরের অভিযোগ উঠেছে। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ওই বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে ক্যাম্প বসানোর অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। খবর পেয়ে সেই বুথে যান বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। তারপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে।স্বালুরঘাটের একটি বুথে বিজেপি কর্মীদের থেকে অভিযোগ পান সুকান্ত মজুমদার। সেখানে বিজেপি বুথ কর্মীদের হেনস্থা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ পান তিনি। এরপরেই সেই বুথে যান বিজেপি প্রার্থী। তিনি বুথে যেতেই তাঁকে লখ্য করে ' গো ব্যাক স্লোগান দেওয়ার অভিযোগ ওঠে। অভিযোগের তির তৃণমূলের দিকে। তৃণমূল কর্মীদের দিকে তো যেতে দেখা যায় সুকান্ত মজুমদারকে।স্থানীয় সূত্রে খবর, বালুরঘাটের পতিরাম গার্লস স্কুলের ১০০ নম্বর বুথে সুকান্ত মজুমদারকে ঘিরে গো ব্যাক স্লোগান তৃণমূল কর্মীদের। এই বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে তৃণমূল ভোটারদের প্রভাবিত করছিল বলে অভিযোগ। তাতে বিজেপি যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিষ রায় বাধা দিলে তাকে ধরে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই খবর পেয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ ও গো ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে তৃণমূলের কর্মীরা। তৃণমূলের তরফে অভিযোগ করা হয়েছে, শান্তিপূর্ণ এলাকায় অশান্তি তৈরির চেষ্টা করছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। অন্যদিকে, সুকান্ত মজুমদারের অভিযোগ, তৃণমূল কর্মীরা ভোট কেন্দ্রের সামনে ' বাংলা স্লোগান দিচ্ছে। এটা দেওয়া যায় না। বিজেপি মহিলা কর্মীদের সঙ্গে অশালীন আচরণ করছে। দুই পক্ষের বচসায় কিছুক্ষণের মধ্যেই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। ধস্তাধস্তি শুরু হয় ভোট কেন্দ্রের সামনে। তৃণমূল কর্মীদের দিকে আঙুল উঁচিয়ে তেড়ে যেতে দেখা যায় সুকান্ত মজুমারকে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হলে নিরাপত্তারক্ষীরা বিষয়টি সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন।স্তুথে কর্মরত পুলিশ আধিকারিকের সঙ্গেও বচসায় জায়ে পানে তিনি। সুকান্ত মজুমদার জানান, পুলিশ নিরপেক্ষভাবে কাজ করছে না। বালুরঘাটের আইসির বিরুদ্ধে অভিযোগের আঙুল তোলেন তিনি। সুকান্ত বলেন, ' আইসিকে সরাতে হবে. না, হলে এ রাজ্যে কোনওভাবেই নিরপেক্ষভাবে ভোট করা যাবে না। সুকান্ত বলেন, ' পরিষ্কার বলছি, হয় ব্যবস্থা নিন , না হয় আপনার চাকরি যাবে।' অন্যদিকে, বালুরঘাট পুরসভার ৯ নম্বর ওয়ার্ডের ৩০ নম্বর বুথ নিয়ে সকাল থেকেই অভিযোগ জানিয়ে আসছে তৃণমূল কংগ্রেস।ভোটারদের অহেতুক হয়রানি এবং মারধর করা হচ্ছে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানেরা মারধর করছে বলে অভিযোগ। পরিস্থিতি সামাল দিতে ঘটনাস্থলে যান বালুরঘাট থানার আইসি। বিশাল পুলিশ বাহিনীও পাঠানো হয় ওই কেন্দ্রে। তৃণমূলের তোলা অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে প্রশাসন সূত্রে খবর।তৃণমূলের এক্স হ্যান্ডেল থেকে বলা হয়, ' মজুমদারের নেতৃত্বে বিজেপির গুন্ডাবাহিনীর তাণ্ডবে অশান্তির পরিবেশ বালুরঘাটে। আমাদের কর্মী-সমর্থকদের উপর চড়াও হয়েই ক্ষান্ত হননি তিনি, উল্টে পুলিশের আইসিকে চাকরি হারানোর হুমকিও দিয়েছেন তিনি। ইতিমধ্যেই দু'জন আইসিকে বরখাস্ত করা হয়েছে বলে, পরে আবার তিনি জানিয়েছেন।'

কলকাতা বিমানবন্দরে সে এক কাণ্ড!এক ব্যক্তিকে ঘিরে তোলপাড়, যা করলেন, সকলে থ!

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্কঃমদ খেয়ে কলকাতা বিমানবন্দরে শোরগোল ফেলে দিলেন এক যাত্রী। বিমান আকাশে ওড়ার আগেই ওই যাত্রীকে নিয়ে তোলপাড় পড়ে যায় এয়ারপোর্টে। এরপরই কর্তৃপক্ষ জানিয়ে দেয়, এই যাত্রী ' ফিট ফর ফ্লাই'। অর্থা তিনি বিমানে যাত্রা করার জন্য ফিট নয়। কলকাতা আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সূত্রে খবর, ৪৯ বছর বয়সি ওই যাত্রী জোরহাট থেকে ইন্ডিগোর বিমানে কলকাতায় এসে পৌঁছন। ইন্ডিগোর বিমান ৬ই ৩২৬তে কলকাতা বিমানবন্দরে নামেন। সেখান থেকে দিল্লি যাওয়ার কথা ছিল।স্কলকাতা বিমানবন্দর থেকে বিকাল ৪টা ৪৫ মিনিটের ভিস্তারার বিমান ইউ কে৭৩৮য়ে উড়ান নেওয়ার কথা ছিল ওই যাত্রীর। তার আগেই তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করেন বলে খবর। নিজেকে সামলাতে পারছিলেন না বলে খবর। এই অবস্থান তাঁর বিমানে সফর করা মোটেই উপযুক্ত নয় বলে মনে করে কর্তৃপক্ষ। স্বাস্থ্য পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য এমআই রুমে নিয়ে যাওয়া হয়। চিকিৎসকরা ওই যাত্রীকে ' ফিট টু ফ্লাই' ঘোষণা করেন। এরপর তাঁকে বিমানবন্দর টার্মিনাল থেকে বের করে নিয়ে যাওয়া হয়।মদ খেয়ে বিমানে ওঠার ক্ষেত্রে কড়াকড়ি করে সমস্ত বিমানসংস্থাই। একে তো মাঝ আকাশের সফর, তার উপর সহযাত্রীদের নিরাপত্তার বিষয়টিও বিমান সংস্থার নজরে রাখতে হয়। আগাম নিয়ম থাকলেও অনেক সময়ই সবটা জেনেবুঝে নিয়ম ভাঙেন কোনও কোনও যাত্রী। উড়ানের জন্য অযোগ্য বলেই ঘোষণা করতে হয় সেই যাত্রীদের।

লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার বিজ্ঞপ্তি জারি

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের পঞ্চম দফার বিজ্ঞপ্তিও জারি হয়ে গেল। শুক্রবার বিজ্ঞপ্তি জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়েছে মনোনয়ন পত্র দাখিলের কাজও। এই দফায় আগামী ২০ মে দেশের ৪৯টি সংসদীয় আসনে ভোটগ্রহণ হবে, যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিমবঙ্গের ৭টি কেন্দ্র। এই সংসদীয় আসনগুলি হল - শ্রীরামপুর, ব্যারাকপুর, হুগলী, বনগাঁ, হাওড়া, উলুবেড়িয়া ও আরামবাগ।৩ মে পর্যন্ত প্রার্থীপদ দাখিল করা যাবে। পরের দিন ৪ মে জমা পড়া মনোনয়নগুলি পরীক্ষা করে দেখা হবে। নাম প্রত্যাহারের শেষ দিন ৬ মে। অন্যদিকে, চতুর্থ দফার জন্য জমাপড়া মনোনয়নপত্রগুলি শুক্রবার পরীক্ষা করে দেখা হয়। প্রার্থী পদ প্রত্যাহারের শেষ দিন সোমবার, ২৯ এপ্রিল। এই দফায় ১৩ মে ভোট নেওয়া হবে এ রাজ্যের বহরমপুর, কৃষ্ণনগর, রানাঘাট, বর্ধমান পূর্ব, বর্ধমান দুর্গাপুর, আসানসোল, বোলপুর ও বীরভূম - এই আটটি আসনে।

পেট্রোল-ডিজেলের দাম স্থিতিশীল

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল ঃ আন্তর্জাতিক বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ওঠানামা অব্যাহত রয়েছে। ব্রেন্ট ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৯০ ডলারে পৌঁছেছে এবং ডব্লিউটিআই ক্রুড ব্যারেল প্রতি ৮৪ ডলারের কাছাকাছি পৌঁছেছে। যদিও সরকারি খাতের তেল ও গ্যাস বিপণন সংস্থাগুলি পেট্রোল ও ডিজেলের দামে কোনও পরিবর্তন করেনি।ইন্ডিয়ান অয়েলের ওয়েবসাইট অনুসারে, শুক্রবার রাজধানী দিল্লিতে পেট্রোলের দাম প্রতি লিটার দাঁড়িয়েছে ৯৪.৭২ টাকা এবং ডিজেলের দাম ৮৭.৬২ টাকা মুম্বইতে পেট্রোল ১০৪.২১ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.১৫ টাকায় পাওয়া যাচ্ছে। একই সময়ে, কলকাতায় পেট্রোল বিক্রি হচ্ছে ১০৩.৯৪ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯০.৭৬ টাকা, চেন্নাইতে পেট্রোল ১০০.৭৫ টাকা এবং ডিজেল প্রতি লিটার ৯২.৩৪ টাকায় বিক্রি হচ্ছে।আন্তর্জাতিক বাজারে, সপ্তাহের পঞ্চম দিনের প্রথম দিকে,

প্রতি বুথে ভিভিপ্যাট ও ইভিএমের হিসাব মেলানো হবে না, সমস্ত আর্জি খারিজ করল সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিল ঃ প্রতিটি বুথে ইভিএমের ফলের সঙ্গে ভিভিপ্যাটের কাগজ মিলিয়ে দেখার আবেদন খারিজ করে দিল সুপ্রিম কোর্ট। ইলেক্ট্রনিক ভোটিং মেশিন (ইভিএম)-এ ভোটের ১০০ শতাংশ যাচাইয়ের জন্য ভোটার ভেরিফাইয়েবল পেপার অডিট ট্রেল (ভিভিপিএটি) স্লিপগুলির সঙ্গে যাচাই করার জন্য সমস্ত আবেদন শুক্রবার খারিজ করে দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট।ভিভিপ্যাট পদ্ধতির মাধ্যমে কাগজের স্লিপ-সহ বৈদ্যুতিন ভোটযন্ত্রে (ইভিএম) পাওয়া ভোটের ফলাফল পুনর্মূল্যায়নের (ক্রস-ভেরিফিকেশন) দাবিতে ওই আর্জির শুনানির পরে শুক্রবার এই নির্দেশ দিয়েছে বিচারপতি সঞ্জীব খান্না এবং বিচারপতি দীপঙ্কর দত্তের বেঞ্চ। তবে বেঞ্চ জানিয়েছে, ভোটের ফল ঘোষণার সাত দিন পরে নির্দিষ্ট অঙ্কের ' জমা দিয়ে ভিভিপ্যাট স্লিপ গণনার আবেদন জানানো যেতে পারে।

ভোট দিলেন কে সি বেণুগোপাল, নিজের জয় নিয়ে প্রবল আশাবাদী কংগ্রেস নেতা

আলাপ্পুঝা, ২৬ এপ্রিল ঃভোট দিয়ে নিজের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করলেন কংগ্রেস নেতা কে সি বেণুগোপাল। শুক্রবার সকাল সকাল ভোট দিয়েছেন তিনি, ভোট দেওয়ার পর নিজের জয় নিয়ে আশা ব্যক্ত করেছেন বেণুগোপাল। তিনি বলেছেন, আমি আত্মবিশ্বাসী, আলেপ্পির জনগণ আমার পাশে থাকবেন।আলাপ্পুঝা সংসদীয় আসনের প্রার্থী কে সি বেণুগোপাল। এই আসনে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী হলেন সিপিআই (এম)-এর এ এম আরিফ এবং বিজেপি শোভা সুরেন্দ্রন। কে সি বেণুগোপাল এদিন বলেছেন, লোকসভা নির্বাচনের প্রথম দফার পরে, প্রধানমন্ত্রী আতঙ্কিত। আমি প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানাই কংগ্রেসের ইস্তেহারকে ব্যাপকভাবে জনসাধারণের মধ্যে আনার জন্য। কেরলে ইউডিএফ ২০টি আসনেই জয়লাভ করবে, ওয়ানাডের জনতা দেখাবেন যে তাঁরা রাহুল গান্ধীর সাথে আছেন।

ভোট দিলেন নির্মলা সীতারমন, জনসাধারণকে গণতন্ত্রের উৎসবে সামিল হওয়ার আহ্বান

বেঙ্গালুরু, ২৬ এপ্রিল ঃসাধারণ মানুষের সঙ্গে ভোট দেওয়ার লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী তথা বিজেপি নেত্রী নির্মলা সীতারমন। শুক্রবার সকালে বেঙ্গালুরুর বিইএস পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন নির্মলা সীতারমন। ভোট দেওয়ার পর এদিন প্রথমবারের ভোটারদের সঙ্গেও কথা বলেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারমন।নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর নির্মলা সীতারমন বলেছেন, আমি চাই আরও বেশি সংখ্যক মানুষ বাড়ির বাইরে বেরিয়ে ভোট দিক, আমি মনে করি এটা স্পষ্ট যে জনগণ একটি স্থিতিশীল সরকার চায়, তারা ভালো নীতি, অগ্রগতি ও উন্নয়ন চায় এবং সেজন্যই তারা বেরিয়ে আসছে। তারা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোদীজিকেই দেখতে চায়।

এই ভোট সংসদে ভয়ডরহীন প্রতিনিধি পাঠানোর নির্বাচনঃমেহবুবা মুফতি

শ্রীনগর, ২৬ এপ্রিল ঃ লোকসভা ভোটের প্রচারে বেরিয়া নাম না করেই বিজেপিকে কটাক্ষ করলেন পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি। জম্মু ও কাশ্মীরের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই নির্বাচন শুধু খাবার, জল কিংবা বিদ্যুতের জন্য নয়। সংসদে গিয়ে যিনি আপনার হয়ে ভয়ডরহীনভাবে প্রতিনিধিত্ব করতে পারবেন, তাঁকে নির্বাচনের জন্যই এই ভোট বলে মন্তব্য করেন পিডিপি নেত্রী মেহবুবা মুফতি।উল্লেখ্য, অনন্তনাগ-রাজৌরি কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন মেহবুবা মুফতি। সংসদে জম্মু ও কাশ্মীরের জন্য শক্তিশালী কন্ঠের প্রয়োজন বলে এর আগেও আওয়াজ তুলেছিলেন মুফতি। তিনি বলেছিলেন, লোকসভা নির্বাচনে এই প্রতিদ্বন্দ্বিতা পিপল্‌স ডেমোক্র্যাটিক পার্টি (পিডিপি) অথবা ন্যাশনাল কনফারেন্স (এনসি)-র মধ্যে সীমাবদ্ধ লড়াই নয়, বরং

এযাব ১৬ লক্ষ পুণ্যার্থীর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন, চারধাম যাত্রা নিয়ে প্রস্তুতি তুঙ্গে

দেহরাদূন, ২৬ এপ্রিল ঃ আগামী ১০ মে শুরু হচ্ছে এই বছরের চারধাম যাত্রা, ইতিমধ্যেই চারধাম যাত্রার প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে উত্তরাখণ্ড সরকার। এযাব ১৬ লক্ষ পুণ্যার্থীর রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন হয়েছে। উত্তরাখণ্ডের মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি শুক্রবার বলেছেন, আমরা সমস্ত ব্যবস্থার মূল্যায়ন ও বিশ্লেষণ করেছি এবং যা কিছু প্রস্তুতির প্রয়োজন ছিল, সব প্রস্তুতি সম্পন্ন করা হযেছে।তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে বলে মন্তব্য করে মুখ্যমন্ত্রী ধামি বলেছেন, যেখানেই উন্নতির প্রযোজন ছিল, যেমন রাস্তা, পরিবহন ব্যবস্থা, পার্কিং, হোটেল, ধাবা, রেস্তোরাঁ এবং পুলিশ ট্র্যাফিক ব্যবস্থা নিয়ে আলোচনা করা হযেছে। প্রতি বছর যাত্রায় তীর্থযাত্রীদের সংখ্যা বাড়ছে, এখনও পর্যন্ত প্রায় ১৬ লক্ষ মানুষ যাত্রার জন্য রেজিস্ট্রেশন করেছেন।উল্লেখ্য, এবারের চারধাম যাত্রা শুরু হচ্ছে আগামী ১০ মে। ওই দিনই ভক্তদের জন্য উন্মুক্ত হবে যমুনোত্রী, গঙ্গোত্রী ও কেদারনাথ মন্দির। বদ্রীনাথ মন্দির উন্মুক্ত হবে ১২ মে। এবারের চারধাম যাত্রায় বিপুল সংখ্যক ভক্তদের আগমণের প্রত্যাশায় রয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ধামি, সেই লক্ষ্যে প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গিয়েছে।

রাঁচিতে চলন্ত গাড়িতে আগুন, আহত চালক

রাঁচি, ২৬ এপ্রিল ঃ রাঁচিতে একটি চলন্ত গাড়িতে আগুন লেগে চালক গুরুতর আহত হন। রাঁচির বিমানবন্দর থানা এলাকায় শুক্রবার হঠা একটি চলন্ত গাড়িতে আগুন ধরে যায়। তার ফলে গুরুতর জখম হন গাড়ির চালক। দ্রুত তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। জানা গিয়েছে, চলন্ত গাড়িতে হঠা আগুন লাগায় গাড়ি চালক ভয় পেয়ে রাস্তার পাশে গাড়ি পার্ক করার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হন, গাড়িটি দ্রুতগতিতে পাশের

পূর্ণাঙ্গ পঞ্জিকা

কলকাতা,২৭এপ্রিল মার্ট ঃ শনি বার, ১৪ বৈশাখ মাস ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, ইংরেজীঃ ২৬এপ্রিল ঃ ২০২৩, ৫৩৬ চৈত৪নাব্দ, কলিঃ৫১২৩, সৌরঃ ১৪ বৈশাখ মাস, চান্দ্র ৭ মধুসুধন মাস, ১৯৪৪ শকাব্দ ২০৭৯ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৫ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ২৭এপ্রিল মাস ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১৪ বৈশাখ মাস ১৯৪৪, মৈতৈঃ ১৪ শজিবু, আসামঃ২৬ চ'ত, মুসলিমঃ৬-ইদ-১৪৪৩ হিজরী শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণাপুজার গতস্থাপন (সপ্তমী)সূর্য উদয়ঃ সকাল ০৫ঃ২৪ঃ২৫ এবং অস্তঃবিকাল ০ঃ৫ঃ০০। চন্দ্র উদয়ঃসকাল ১০ঃ১ঃ২২(৮) এবং অস্তঃরাত্রি ১২ঃ১৬ঃ৫০(৮)।শুক্ল পক্ষ ।তিথিঃসপ্তমী (ভদ্রা) রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত নক্ষত্রঃআর্দ্রা রাত্রিঃ১১ঃ২৮ঃ০১ দং ৪৫৮৪৫ পর্যন্ত পরে পুনর্বসুকরণঃবণিজ রাত্রিঃ০৮ঃ২৮ঃ০১ দং ৩৭৩৮৪৫ পর্যন্ত পরে বিষ্টিযোগঃঅতিগণ্ড অমৃতযোগঃদিন ০৫ঃ২৪ঃ৩১ থেকে - ০৭ঃ০৪ঃ১২ পর্যন্ত, তারপর ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ১০ঃ২৩ঃ৩৩ পর্যন্ত, তারপর ১২ঃ৫৩ঃ০৪ থেকে - ০২ঃ৩২ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৪ঃ১২ঃ২৫ থেকে - ০৫ঃ৫২ঃ০৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ৫৬ঃ৪৫ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ০৬ঃ০২ থেকে - ০৩ঃ৫২ঃ১২ পর্যন্ত। মহেন্দ্রযোগ রাত্রি ১০ঃ২৯ঃ০৪ থেকে - ১১ঃ১৫ঃ১৪ পর্যন্ত, তারপর ০৩ঃ৫২ঃ১২ থেকে - ০৫ঃ২৪ঃ৩১ পর্যন্ত। কুলিক বেলাঃ দিন ০৭ঃ৫৪ঃ০২ থেকে - ০৮ঃ৪৩ঃ৫২ পর্যন্ত। কুলিক রাত্রিঃ০৭ঃ২৪ঃ২৫ থেকে - ০৮ঃ১০ঃ৩৫ পর্যন্ত। বারবেলাঃ দিন ০৮ঃ৩১ঃ২৫ থেকে - ১০ঃ০৪ঃ৫২ পর্যন্ত। কালবেলাঃদিন ১০ঃ০৪ঃ৫২ থেকে - ১১ঃ৩৮ঃ১৮ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৮ঃ৪৫ঃ১২ থেকে - ১০ঃ১১ঃ৪৫ পর্যন্ত। গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ১১২৪৪৬১৯ (২৭) ৩ পদচন্দ্রঃ ২২১৫২৫০ (৭) ১ পদমঙ্গলঃ ৯২৭৫৩৫৯ (২৩) ২ পদবুধঃ ০২২২৫ (১) ১ পদবৃহস্পতিঃ ১০২৯৪২২৩ (২৫) ৩ পদশুক্রঃ ১০৮১৭৩ (২৪) ১ পদশনিঃ ৯২৫৪৩০ (২৩) ১ পদরাহুঃ ১২২৭৫৩ (৩) ২ পদকেতুঃ

আবহাওয়া

বৃষ্টির হতে পারে নাও হতে পারে। তাপমাত্রা সর্বোচ্চ ৩৯.৩ডিগ্রী সেলসিয়াস ও (২) সর্বনিম্ন ২৬.০২ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড ও (১) দিনের বেলায়। আপেক্ষিক আর্দ্রতা হবে ৯০শতকরা এবং ৫৫শতকরা। বৃষ্টি হয়নি শুক্রবার । জোয়ার-সকাল ৫টা ২১ মিনিট এবং রাত৭টা ২০মিনিট হবে। ভাটা-সকাল-৮টা ২০মিনিট। রাত-৮টে ২১ মিনিট। সূর্য উদয় আজঃ ৫ টা ১০মিনিটে এবং সূর্য অস্ত যাবে ঃ ৬ টা ০৫ মিনিটে।

রাশিফল

মেষরাশিঃআজ আপনি শক্তিপূর্ণ হয়ে থাকবেন- আপনি যাই করুন না কেন- সাধারণত আপনি যে সময় নেন তার অর্ধেক সময়েই এটি করতে পারবেন। শুভ দিন। **বৃষভ রাশিঃ**আপনার রসালো বোধ কাউকে এই দক্ষতা বৃদ্ধি করতে উসাহিত করবে কারণ আপনি তাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন যে সুখ দখল করার জিনিস নয় এটি আমাদের ভেতরে থাকে। **মিথুন রাশিঃ**শারীরিকভাবে সুস্থ থাকার জন্য ব্যায়াম করুন। **কর্কট রাশিঃ**ঘৃণার অনুভূতি ব্যয়সাপেক্ষ প্রমাণিত হতে পারে। **সিংহ রাশিঃ**আপনার ইচ্ছা শক্তির অভাব আপনাকে আবেগগত ও মানসিক মনোভাবের শিকার করতে পারে। আপনি দ্রুত অর্থ উপার্জন করার আকাঙ্ক্ষার অধিকারী হবেন। শুভদিন হবে **কন্যারাশিঃ**আপনার বেপরোয়া আচরণে আপনার একজন বন্ধুর কিছু সমস্যা হতে পারে। আজ কোনও পাওনাদার আপনার দরজায় এসে আপনাকে ঋণ নেওয়ার জন্য বলতে পারে। **তুলারাশিঃ**গর্ভবতী মায়েদের জন্য খুব একটা ভালো দিন নয়। হাঁটার সময় আপনার আরো সতর্ক থাকা উচিত। সন্তান হতে পারে আজ **বৃশ্চিক রাশিঃ** আপনার অকপট এবং নির্ভীক মতামত আপনার বন্ধুর অহংকারে আঘাত করতে পারে। বিদেশ যাত্রার শুভ দিন। **ধনু রাশিঃ** আপনার আবেগগুলি নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করুন, বিশেষ করে রাগ। আপনার নিজের অর্থ সংগ্রহ করতে হবে এবং কখন এবং কোথায় বুদ্ধিমানের জন্য ব্যয় করতে হবে তা জানতে হবে। **মকর রাশিঃ**সংসারে শান্তি। বাড়িতে অতিথি আসতে পারে। **কুম্ভ রাশিঃ**আপনার আশা একটি সুন্দর কোমল সুগন্ধি এবং উজ্জ্বল ফুলের মত প্রস্ফুটিত হবে। **মীন রাশিঃ**বন্ধু বান্ধবদের সাথে সন্ধ্যাযাপন সুখকর হবে কিন্তু অতিরিক্ত খাওয়া এবং মদ সম্পর্কে যত্নশীল হোন। আজ, আপনি বন্ধুদের সাথে একটি পার্টিতে প্রচুর অর্থ ব্যয় হবে।

ডুমুরজলায় সভার জন্য মাঠ না পাওয়া গেলে মোদীর নির্বাচনী সভা হাওড়ার অন্যত্র সরতে পারে

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ এপ্রিল ঃ হাওড়ার ডুমুরজলায় মাঠ পেতে সমস্যা রয়েছে। ওই মাঠে জনসভার অনুমতি না পাওয়া গেলে সেক্ষেত্রে বিকল্প হিসেবে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নির্বাচনী জনসভা হাওড়ার অন্যত্র সরতে পারে। সেক্ষেত্রে পাঁচলা বা সাঁকরাইলে বা অন্য কোনও স্থান বেছে নেওয়া হতে পারে। শুক্রবার দুপুরে এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনই জানালেন বিজেপির হাওড়া সদরের সভাপতি রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও হাওড়ায় প্রচারে আসতে পারেন অমিত শাহ, জে পি নাড্ডা প্রমুখ। মিঠুন চক্রবর্তীও রোড শো করবেন হাওড়ায়। স্থির হয়েছে প্রতি বিধানসভা কেঃন্দ্র ধরে স্টার ক্যাম্পেনিং হবে। তবে প্রধানমন্ত্রী, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা মিঠুন চক্রবর্তীর প্রচারের দিনক্ষণ এখনো আলোচনার পর্যায়ে রয়েছে। আগামী ৩০ এপ্রিল মনোনয়ন জমা দেবেন বিজেপির হাওড়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী ডাঃ রথীন চক্রবর্তী। এরপরেই হাওড়ায় বড়ো প্রচার শুরু হবে। এদিন রমাপ্রসাদ ভট্টাচার্য সাংবাদিকদের বলেন, হাওড়ায় প্রধানমন্ত্রীর জনসভা দরকার। রাজ্য নেতৃত্ব জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রীর একটা জনসভা হবে হাওড়ায়। প্রার্থীর নমিনেশনের পরে তা হবে। কোথায় হবে তা ঠিক হয়নি। মিঠুন চক্রবর্তীর রোড শো

হবে। ঠিক হয়েছে প্রতি বিধানসভা এলাকায় স্টার ক্যাম্পেনিং করা হবে। ওরা ভয় পেয়ে গিয়েছে। ভয় পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবারের মতো যাত্রাপালা করছে। পদে পদে আমাদের অসহযোগিতা করছে। ডুমুরজলার মাঠের ব্যাপারে কথা বলা হয়েছিল। তখন বলা হয়েছিল এই মাঠটি কোনও রাজনৈতিক দলকে দেওয়া যাবেনা। রমাপ্রসাদবাবু আরও বলেন, ২০১১ সালে পরিবর্তনকে সামনে রেখে পশ্চিমবঙ্গে নির্বাচন হয়েছিল। বর্তমান পরিস্থিতিতে গণতন্ত্র দূরের কথা মানুষ যা চিন্তা করে ভোট দিয়েছিল তা ব্যর্থ হয়েছে। এখানে দুর্নীতিতে ছেয়ে গিয়েছে। হাওড়াতেও পকেটে পকেটে সন্দেশখালির মতো পরিস্থিতি আছে। এই পরিস্থিতে নির্বাচন হচ্ছে। হাওড়ায় মাঠ চুরি, প্রকল্প চুরি, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতি ঢুকিয়ে সেখানে চুরি, মিড ডে মিলে চুরি, জলাভূমি বোজানোর মতো অনিয়ম চলছে। মানুষ তা চায়না। রথীনবাবু আগেও হাওড়ার উন্নয়নের চেষ্টা করেছেন। যদি তিনি যেতেন তাহলে হাও।ার প্রকৃত উন্নয়ন হবে। ৩৪ বছরের বামফ্রন্টে র শাসন আর তৃণমূলের শাসনে নতুন প্রজন্মকে তৈরি করার বিরাট সময় ছিল, ছিল বাংলাকে সাজাবার। এখানে শিল্প হয়নি। সেই কারণে উন্নয়নও হয়নি। হাও।ার উন্নয়নে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় লোকসভায় মুখ খোলেননি। সংখ্যালঘু ভোট মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের সম্পত্তি বলে ভেবে রেখেছেন। এবার তা হবেনা। আমাদের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িক তকমা দিয়ে আগে প্রচার করা হত। এখন সংখ্যালঘুরাও আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছেন নিয়মিত। শাসক দল যে তাদের ব্যবহার করেছে তা তাঁরা বুঝছেন। তারাও কয়েকদিন আগে আমাদের সঙ্গে আলাদা করে বৈঠক করেছেন।

প্রাক্তন বিধায়ককে নিয়ে নমিনেশন জমা দিচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ ব্যানার্জি

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৬ এপ্রিল ঃ গ্রামের মহিলারা রিয়্যাক্ট করছেন বলে বৃহস্পতিবার উত্তরপাড়ার তৃণমূল বিধায়ক কাঞ্চন মল্লিককে প্রচারের গাড়ি থেকে নামিয়ে দিয়েছিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার তাঁকে দেখা গেল বর্তমান বিধাযকের বদলে প্রাক্তন বিধায়ককে নিয়ে নমিনেশন জমা দিচ্ছেন। এ দিন, মেগা র‍্যালি করে উত্তরপাড়া থেকে মনোনয়ন জমা দিতে চুঁচুড়া রওনা দিলেন শ্রীরামপুরের তৃণমূলের প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। উত্তরপাড়া বালিখাল থেকে শুরু করেন মেগা র‍্যালি। সেখান থেকে কোন্নগর শকুন্তলা কালী মন্দিরে এসে পুজো দেন বিদায়ী সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। সঙ্গে ছিলেন তাঁর সতীর্থ ও উত্তরপাড়ার প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল। গত কালকের ঘটনার পর শুক্রবার কল্যাণের মনোনয়ন জমা দেওয়ার মিছিলে দেখা যায়নি কাঞ্চন মল্লিককে। তার পরিবর্তে উত্তরপাড়া বিধানসভার প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষালকে দেখা যায় কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে। প্রবীর ঘোষাল যিনি তৃণমূলের টিকিটে বিধায়ক হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি বিজেপি-তে চলে যান। পরে আবারও তিনি তৃণমূলে ফিরে আসেন। বর্তমানে তিনি তৃণমূল ঘনিষ্ঠ। নমিনেশন পত্রটি মা শকুন্তলার কাছে পুজো দিয়ে যাত্রা শুরু করেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এই বিষয়ে প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল বলেন,কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আমার দীর্ঘদিনের বন্ধু। শুধু বন্ধু নন তিনি একজন আদর্শ জন প্রতিনিধি। পার্লামেন্টে ভোটে জিতে অনেক জনপ্রতিনিধিকেই আর ময়দানে দেখা যায় না। তার বিপরীত কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। যিনি দিন নেই রাত নেই সব সময় সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন। সেই কারণেই তাকে আদর্শ জনপ্রতিনিধি।

আসানসোল ডিভিশনে ১০ মে পর্যন্ত ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ঃ আসানসোল ডিভিশনে ট্রাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের জন্য শুক্রবার থেকে দু'সপ্তাহ ট্রেনের নিয়ন্ত্রণ হবে। এই সময়কালে (১০ মে পর্যন্ত, শনিবার ব্যতীত) সীতারামপুর - ঝাঝা সেকশনের সিমুলতলা স্টেশন লিমিটে ডাউন মেইন লাইনে ট্র্যাক রক্ষণাবেক্ষণের কাজের জন্য ৩ ঘঃটা (বেলা সওয়া ১টা থেকে সওয়া চারটা পর্যন্ত) ট্রেন চলাচল ব্যাহত হবে। ট্র্যাফিক এবং পাওয়ার ব্লকের পরিকল্পনার জন্য ট্রেন চলাচলে নিম্নরূপ ব্যবস্থা করা হয়েছে, ০৩৬৭৫ ০৩৬৭৬ আসানসোল-ঝাঝা-আসানসোল মেমু স্পেশাল জাসিডিহ থেকে নির্ধারিত যাত্রাপথের চেয়ে কম দূরত্ব যাবে। নিয়ন্ত্রণ ১৩২০৮ পটনা-জাসিডিহ মেমু এক্সপ্রেস ৪৫ মিনিটের জন্য যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণ করা হবে এবং ১৩২০৭ জাসিডিহ - পাটনা মেমু এক্সপ্রেস (শনিবার ব্যতীত) এর মধ্যে যথাযথভাবে বিলম্বিত হবে।

তৃষ্ণা নিবারণে তৃণমূল যুব কংগ্রেসের জলসত্র নিউবারাকপুরে

দুরন্ত বার্তা, নিউবারাকপুর, ২৬ এপ্রিল ঃ বাড়ছে তাপপ্রবাহ। গ্রীষ্মের প্রখর দাবদাহ থেকে তৃষ্ণা নিবারণে পথচলতি সাধারণ মানুষ সহ যানবাহন চালকদের মধ্যে আমপান্না শীতল পানীয় জল নিয়ে হাজির নববারাকপুর শহর তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীবৃঃদ।শুক্রবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত সাজিরহাট মোড়ে চলে পথচারী, যানবাহন চালকদের পাশে দাঁড়িয়ে গ্লুকোজ শীতল পানীয় জল বিলি। তৃণমূল যুব কংগ্রেসের সভাপতি তথা পুর প্রতিনিধি সুমন কুমার দে জানান শীত গ্রীষ্ম ভরসা তৃণমূল কংগ্রেসই ভরসা।তৃণমূল কংগ্রেস শুধু ঝান্ডা ধরে রাজনীতি করে না। চব্বিশ ঘন্টা মানুষের পাশে থাকে। সাধ্যমতো পরিষেবা দেয়। প্রচন্ড গরমে তৃষ্ণা মেটাতে সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে রাস্তায় নেমে হাজার হাজার সাধারণ মানুষ থেকে যানবাহন চালকদের হাতে আমপান্না এক গ্লাস করে শীতল পানীয় জল বিলি করা হয়। প্রতি বছরই প্রবল গরমের সময় তৃণমূল যুব কংগ্রেসের কর্মীবৃন্দরা এগিয়ে এসে জলসত্র শিবির করে থাকে বিভিন্ন জায়গায়। এবছরও তার ব্যতিক্রম হয় নি। ধারাবাহিক ভাবে গরমের সময় চলবে এই জলসত্র শিবির।

শুক্রবার ২৫ এপ্রিল এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের পক্ষ থেকে হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী যথাক্রমে উত্তম চ্যাটার্জি ও নিখিল বেরা জেলা ইলেকশন অফিসে গিয়ে তাঁদের মনোনয়নপত্র পেশ করেন।

বিশ্ব উষ্ণায়ন থেকে পরিবেশকে বাঁচাতে নয়া উদ্যোগ

দুরন্ত বার্তা,জয়নগর, ২৬ এপ্রিল ঃ বিশ্ব উষ্ণায়ন কাঁপছে বিশ্ব।তাইতো এই বৈশাখে তীব্র তাপদহ প্রতিদিন নিজের রেকর্ড নিজেই ভেঙে চলেছে। গাছ কেটে পরিবেশ ধ্বংস বন্ধ না হলে এই ভাবেই পু।তে হবে আমাদের প্রতিদিন। তবে ঠিক এই সময়ে পরিবেশকে বাঁচাতে এগিয়ে এলো জয়নগর থানার দক্ষিন বারাশতের এক স্কুল শিক্ষক। পরিত্যাক্ত ফেলে দেওযা জলের বোতল যা পরিবেশকে অনেকটাই ক্ষতির সম্মুখীন করে সেই বোতল দিয়ে বিভিন্ন বাহারি গাছের টব বানিয়ে পরিবেশকে একটু হলেও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে তিনি। পরিত্যাক্ত ফেলে দেওয়া জলের বোতল যা পরিবেশকে অনেকটাই ক্ষতি করছে। আর সেই বোতল দিয়ে বিভিন্ন বাহারি গাছের টব বানিয়ে পরিবেশকে একটু হলেও বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই শিক্ষক। চিত্তরঞ্জন নস্কর পেশায় একজন স্কুল শিক্ষক,শিক্ষকতা করেন বারুইপুর মদারাট পপুলার একাডেমী স্কুলে, বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক তিনি। নেহাতই সাদামাটা তাঁর জীবনযাপন, শিক্ষকতার পাশাপাশি তিনি গাছকে ভালোবাসেন তাই তিনি তার বাড়িতে প্রচুর ফুল গাছের বাগান দিয়ে সাজিয়ে রেখেছে।এবার তিনি তার নিজের বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে ফেলে দেওয়া জলের বোতল দিয়ে অন্য এক রূপ দিয়েছেন বিভিন্ন বাহারি ফুল গাছের টব বানিয়ে।শুধু তিনি নিজে নন তাঁর ছাত্র-ছাত্রীদের এই ধরনের ফেলে দেওয়া জলের বোতল দিয়ে গাছ লাগানোর জন্য আহ্বানও জানিয়েছেন। ছাত্র ছাত্রীরা শিক্ষকের এই কাজে মুগ্ধ এবং তাঁরাও শিক্ষকের কাছ থেকে জেনে নিয়েছে কোনো বাদ দেওয়া জিনিস ফেলে না দিয়ে এভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাঁরা জানায়, শিক্ষকের কাছ থেকে আমরা সেই জ্ঞান অর্জন করলাম পড়াশোনার পাশাপাশি পরিবেশকে ও কি ভাবে রক্ষা করা যায়। শুধু তাই নয় গাছ লাগিয়ে পরিবেশকে রক্ষা করার পাশাপাশি তা দিয়ে এই সৌন্দর্যায়ন ও করা যায়। মাটির টবে মাটি দিয়ে বিভিন্ন গাছ লাগাতে দেখা যায় প্রায় জায়গায়। তবে প্লাস্টিকের বোতলে মাটি ভরে টবের বিকল্প অভিনব ভাবনা যা শুধু পরিবেশকে নয় বাড়ির সাজানোর জন্য কাজে আসবে। আর শিক্ষক চিত্তরঞ্জন নস্করের এই উদ্যোগকে সাধুবাদ জানিয়েছেন পরিবেশ প্রেমীরা।

সমস্ত মেট্রো স্টেশনে ঠান্ডা পানীয় জল পাওয়া যাচ্ছে

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ঃ কলকাতা ও এর আশেপাশে পারদ চড়ছে। এই তীব্র গরমে দিনের বেলা বিশেষ করে যাতায়াত করতে কষ্ট হচ্ছে মানুষের। যেহেতু কলকাতা মেট্রো যাত্রীদের জন্য সস্তা, দ্রুত পরিষেবা এবং শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত রেক সরবরাহ করে তাই তারা এই প্রচণ্ড গ্রীষ্মে এই মেট্রো ব্যবস্থাটিকে সুবিধাজনক মনে করছে। তাদের সকলের জন্য আরামদায়ক যাত্রা নিশ্চিত করার জন্য, মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ তাদের ভ্রমণকে আরামদায়ক করার পাশাপাশি আরামদায়ক করতে বেশ কয়েকটি পদক্ষেপ নিয়েছে। এই তীব্র গরমে, স্টেশনগুলিতে যাত্রীদের জন্য নির্ধারিত মানের পানীয় জলের প্রাপ্যতা একটি মৌলিক সুবিধা। মেট্রো রেলওয়ে তার সমস্ত স্টেশনে বিশুদ্ধ পানীয় জলের প্রাপ্যতা নিশ্চিত করেছে যাতে মূল্যবান যাত্রীরা যখন প্রয়োজন তখন তাদের তৃষ্ণা মেটাতে পারে। এই মহ কাজের জন্য বিভিন্ন কর্পোরেট হাউসকে যুক্ত করা হয়েছে যেখানে ঙ.গ. তাপপ্রবাহে মেট্রো যাত্রীদের স্বস্তি দিতে স্টেশনগুলিতে ফিল্টার স্থাপনের পাশাপাশি ঠান্ডা জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে। ব্লু লাইন, গ্রীন লাইন, পার্পল লাইন এবং অরেঞ্জ লাইন স্টেশনে এখন মোট ১১৬টি বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবিধা রয়েছে। এই মেশিনগুলির মাধ্যমে সরবরাহ করা জলের গুণমান উপযুক্ত ডিভাইসগুলির সাহায্যে ঘন ঘন পরীক্ষা করা হচ্ছে। জলের সুবিধাগুলিতে, রিভার্স অসমোসিস (আরও) প্রযুক্তি বা বিকল্প উচ্চতর প্রযুক্তি ব্যবহার করা হচ্ছে। মহাব্যবস্থাপক শ্রী পি. উদয় কুমার রেড্ডির দক্ষ নির্দেশনায়, মেট্রো রেলওয়ের সক্রিয় দৃষ্টিভঙ্গি যাত্রীদের সন্তুষ্টি এবং কল্যাণের প্রতি তার প্রতিশ্রুতির উপর জোর দেয়। পরিষ্কার, পানীয় জল এবং দক্ষ সুবিধার অ্যাক্সেস প্রদান করে, মেট্রো রেলওয়ে নিশ্চিত করে যে যাত্রীরা গ্রীষ্মে হাইড্রেটেড এবং আরামদায়ক থাকতে পারে।

হাঁসফাঁস গরম ঊর্ধ্বমুখী তাপমাত্রা, চাঁদিফাটা রোদে অতিষ্ঠ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ঃ অসহ্য গরম থেকে এখনই রেহাই মিলবে না, আগামী আরও কিছু দিন গরমের দহনজ্বালায় জ্বলতে হবে কলকাতা-সহ সমগ্র দক্ষিণবঙ্গকে। এই তাপপ্রবাহের মধ্যেই, চাঁদিফাটা রোদের দাপট জীবন অতিষ্ঠ করে তুলছে। দুপুরে রাস্তায় বেরোলে শরীরে জ্বালা ধরিয়ে দিচ্ছে রোদের তেজ। গত ৪৪ বছরে এপ্রিল মাসে এত গরম পড়েনি কলকাতায়, এমনটাই বলছেন আবহাওয়াবিদরা। গরমের এই দীর্ঘ ' কলকাতায় বেশ বিরল। আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, হাঁসফাঁস গরম থেকে এখনই মুক্তি মিলবে না, দিনের বেলা আরও বৃদ্ধি পাবে তাপমাত্রা, অস্বস্তি, তাপপ্রবাহ বজায় থাকবে উত্তরেও। শুষ্ক পশ্চিম এবং উত্তর-পশ্চিমা বায়ুর কারণেই বৃদ্ধি পেতে চলেছে তাপমাত্রা। আগামী সোমবার পর্যন্ত তাপপ্রবাহের সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণের সব জেলায়। শুক্রবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৮.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস, যা স্বাভাবিকের থেকে ৩

ডিগ্রি বেশি। তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি উত্তরবঙ্গেও। মালদহ এবং উত্তর দিনাজপুরে তাপপ্রবাহের সতর্কতা জারি রয়েছে। তাপপ্রবাহের পূর্বাভাস রয়েছে দক্ষিণ দিনাজপুরেও। শনি থেকে সোমবার মালদহ এবং দুই দিনাজপুরেই হতে পারে তীব্র তাপপ্রবাহ। জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, আলিপুরদুয়ারেও বাড়বে গরম। আর্দ্রতার কারণে অস্বস্তি থাকবে খুব বেশি।

স্বাভাবিক হয়েছে লামডিং-বদরপুর পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল

হাফলং (অসম), ২৬ এপ্রিল ঃ প্রায় ২৮ ঘণ্টা পর লামডিং-বদরপুর পাহা। লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। আজ শুক্রবার বেলা আ।ইটা নাগাদ উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ থেকে ট্র্যাক সার্টিফিকেট দেওয়ার পর পাহাড় লাইনে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক হয়েছে। নিউহারাঙ্গাজাও ও জাটিঙ্গা লামপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১০৭ কিলোমিটার অংশে রেলওয়ে ট্র্যাক সারাইয়ের কাজ সম্পূর্ণ হওয়ার পর একটি লাইট ইঞ্জিন পরীক্ষামূলক ভাবে চালানো হয়। এর পর যাত্রীবাহী ট্রেন চলাচলের সুবজ সংকেত দেয় উত্তরপূর্ব সীমান্ত রেলের ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। নিউহারাঙ্গাজাও ও জাটিঙ্গা লামপুর স্টেশনের মধ্যবর্তী ১১০৭ কিলোমিটার অংশে রেলওয়ে ট্র্যাকের নীচের মাটি চেপে যাওয়ার দরুন ওই অংশের রেল ট্র্যাক বেঁকে গিয়েছিল। এছাড়া বৃষ্টির দরুন রেলওয়ে ট্র্যাকের পাশের মাটিও ধসে প।ছেিল। তার জেরে গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ বদরপুর থেকে লামডিংগামী একটি খালি পণ্যবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনের চারটি চাকা লাইনচ্যুত হয়েছিল। এর ফলে পাহাড়ে রেল পরিষেবা ব্যাহত হয়ে পড়ে। তবে বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে তিনটা নাগাদ লাইনচ্যুত পণ্যবাহী ট্রেনের ইঞ্জিনের চাকা তুলে শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন ওই দুর্ঘটনাস্থল পার হয়ে যাওয়ার পর ওই অংশে পরীক্ষামূলক একটি লাইট ইঞ্জিন চালানো হয়। কিন্তু পুনরায় ১১০৭ কিলোমিটার অংশে লাইট ইঞ্জিনও লাইনচ্যুত হয়ে যায়। ফলে ফের রেল চলাচল বন্ধ হয়ে পড়ে পাহাড় লাইনে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত হন লামডিং ডিভিশনের ডিআরএম ও রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা।

নির্বাচনের আগে আগ্নেযাস্ত্র সহ এক কুখ্যাত দুষ্কৃতি গ্রেপ্তার

দুরন্ত বাতা, বারুইপুর, ২৬ এপ্রিল ঃ নির্বাচনের আগে আগ্নেযাস্ত্র সহ এক কুখ্যাত দুষ্কৃতিকে গ্রেপ্তার করলো বারুইপুর থানার পুলিশ। বারুইপুরের খিরিশতলা এলাকা থেকে অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে পুলিশ। ধৃতের নাম সইদুল সরদার। তার আসল বাড়ি জয়নগর থানা এলাকার চালতাবেড়িয়ায়। অভিযুক্ত মল্লিকপুর এলাকায় একটি বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকত বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। তল্লাশি চালিয়ে ধৃতের কাছ থেকে একটি পাইপগান এবং ছটি তাজা কার্তুজ উদ্ধার করে বারুইপুর থানার পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে বারুইপুর এবং জয়নগর থানায় মার্ডার, কিডন্যাপ, চুরি ছিনতাই সহ একাধিক মামলা রয়েছে। ধৃত দুস্কৃতি এই এলাকায় বড় ধরনের একটি অপরাধ করার পরিকল্পনা করছিল এর জন্য সে আরো অনেককেই জড়ো করছিল বলে ও জানা গিয়েছে। অভিযুক্তকে আজই বারুইপুর মহকুমা আদালতে পেশ করা হবে। ধৃতকে নিজেদের হেফাজতে নেওয়ার আবেদন জানাবে পুলিশ। ধৃতের বিরুদ্ধে আর্মস অ্যাক্টে মামলা রুজু করেছে পুলিশ।

জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী মনোনয়ন জমা দিয়ে বললেন উলুবেড়িয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী

দুরন্ত বার্তা, হাওড়া, ২৬ এপ্রিল ঃ জয়ের ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী মনোনয়ন জমা দিয়ে বললেন উলুবেড়িয়ার তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ। শুক্রবার ২৬শে এপ্রিল প্রথম নমিনেশন শুরু হলো হাওড়ায়। এদিন হাওড়ায় জেলা শাসকের দপ্তরে মনোনয়নপত্র জমা দেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সাজদা আহমেদ। এছাড়াও মনোনয়ন দেন উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অরুণ উদয় পালচৌধুরী। এসইউসিআই (সি) দলের পক্ষ থেকে হাওড়া সদর ও উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী যথাক্রমে উত্তম চ্যাটার্জি ও নিখিল বেরা তাঁদের মনোনয়নপত্র পেশ করেন। উলুবেড়িয়া লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সাজদা আহমেদ বলেন, সব বিধায়করা আমার সঙ্গে আছেন। যেভাবে উন্নয়ন হয়েছে আমি খুব কনফিডেন্ট আছি। এদিন মনোনয়ন জমা দিয়ে সাজদা আহমেদ আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে যেভাবে রাজ্যে উন্নয়নের কর্মযজ্ঞ চলছে এবং রাজ্যের বিভিন্ন জনমুখী প্রকল্পগুলি থেকে মানুষ উপকৃত হচ্ছেন, বহু মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে তার জেরে উলুবে।িয়ার প্রতিটি মানুষ শান্তিতে বসবাস করছেন। এর থেকে মানুষ আর কিই বা চাইতে পারেন। পুরোটাই সম্ভব হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা

বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য। তাই এবারও উলুবেনিয়ার মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতকে শক্ত করতে আমাকে বিপুল ভোটে জয়ী করবেন। প্রসঙ্গত, এদিন সাজদা আহমেদের সঙ্গে ছিলেন জনস্বাস্থ্য কারিগরি ও পূর্তমন্ত্রী পুলক রায়, তৃণমূলের হাওড়া জেলা (গ্রামীণ) সভাপতি ও বিধায়ক রাজা সেন, বিধায়ক সমীর পাঁজা, সুকান্ত পাল, ডাঃ নির্মল মাঝি, বিদেশ বসু, হাওড়া জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাবেরি দাস, সহ-সভাধিপতি অজয় ভট্টাচার্য সহ দলীয় কর্মীরা। হাওড়া ফ্লাইওভারের নিচে থেকে দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে জেলাশাসকের দফতর পর্যন্ত হেঁটে যান সাজদা আহমেদ। তারপর অতিরিক্ত জেলাশাসকের হাতে তাঁর মনোনয়ন জমা দেন সাজদা আহমেদ। তিনি এও জানান সাধারণ মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে রয়েছেন। তাই তিনি এত আত্মবিশ্বাসী। তিনি জিতবেনই। কেউই তাকে হারাতে পারবেন না।

TRGR Khemka বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে হাওড়া জেলা নির্বাচন আধিকারিক দ্বারা জনস্বার্থে প্রচারিত নাটক 'চলো যাই ভোট দিতে' এর একটি অংশ, উপস্থপনা- কওকথা কলকাতা।

উত্তর পূর্ব রেলের গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেন

গোরখপুর ২৬ এপ্রিল ঃ গ্রীষ্মকালে যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড়ের কথা মাথায় রেখে, রেলওয়ে প্রশাসন ভ্রমণকারী জনসাধারণের সুবিধার্থে নিম্নলিখিত রুটে নিম্নলিখিত অসংরক্ষিত গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনগুলি চালাচ্ছে।- ০৪০৬৬ নিউ দিল্লি-দারভাঙ্গা স্পেশাল ট্রেন ২৬ এপ্রিল, ২০২৪ তারিখে ১৩.২০ টায় নয়াদিল্লি থেকে ছাড়বে (১২৫৬৬ নিউ দিল্লি-দারভাঙ্গা এক্সপ্রেসের রুটে) নতুন দিল্লি-গাজিয়াবাদ-আলিগড়-টুন্ডলা-ইটওয়াহ- কানপুর সেন্ট্রাল- আইশবাগ-বি -গোন্ডা -এটি গোরখপুর- দেওরিয়া সদর-সিওয়ান- ছাপড়া- সমস্তিপুর-দরভাঙ্গা হয়ে চালানো হচ্ছে।- ০৪৪১২ নতুন দিল্লি- সহরসা বিশেষ ট্রেনটি ২০২৪ সালের ২৬ এপ্রিল ২০.১৫ মিনিটে নয়াদিল্লি থেকে ছাড়বে (১২৫৫৪ নিউ দিল্লি-সহরসা এক্সপ্রেসের রুটে) নতুন দিল্লি- গাজিয়াবাদ-আলিগড়-টুন্ডলা- ইটওয়া- কানপুর সেন্ট্রাল - আইশবাগ- বারাবাঙ্কি -গোন্ডা -এটি বস্তি- গোরখপুর- দেওরিয়া সদর-সিওয়ান- ছাপরা-সোনপুর-হাজিপুর-মুজাফ্ফরপুর- বেগুসরাই-খাগরিয়া-সহরসা হয়ে চালানো হচ্ছে। এই ট্রেনের সমস্ত বগি অসংরক্ষিত বিভাগে লাগানো হয়েছে।

'বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়া'র নতুন সাধারণ সম্পাদক

দুরন্ত বার্ত, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ঃ কলকাতার বউবাজার এলাকায় অবস্থিত বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়া। আগে এই সংস্থার নাম ছিল বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা (বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশন)। এই ১৩২ বছরের প্রাচীন এই সংস্থা। কলকাতায়প্রপ্রথম বৌদ্ধ বিহার এটি। এই সংস্থার সঙ্গে জড়িত ছিলেন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী কৃপাশরণ সহ আরও অনেকে। এই সংস্থায় সাধারণ সম্পাদক হয়ে দীর্ঘকাল কাজ করে গিয়েছেন ডক্টর হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী। পরে তিনি সংস্থার সভাপতিও হন। তিনি প্রয়াত হওয়ার দীর্ঘদিন পরে উপযুক্ত সাধারণ সম্পাদক হিসাবে সংস্থার কার্যভারের দায়িত্ব এখন এসে পড়েছে অমলেন্দু চৌধুরীর উপরে। তিনি আগে সংস্থার কোষাধ্যক্ষ ছিলেন। দীর্ঘকাল ধরে তিনি সকলের অন্তরালে থেকে নিরবে সংস্থাকে পরিচালনা করে গিয়েছিলেন। এবারে সংস্থার সদস্য মিলিত হয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন যে অমলেন্দু চৌধুরীকে সাধারণ সম্পাদক হিসাবে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা অব ইণ্ডিয়ার কার্যভার গ্রহণ করতে হবে। তিনি সেই দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। ইতিমধ্যে অমলেন্দু চৌধুরী কবি হিসাবে খ্যাতি অর্জন করেছেন।

পূর্ব রেল গ্রীষ্মকালীন যাত্রীদের সুবিধার জন্য সক্রিয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে

কলকাতা, ২৬ এপ্রিল, ঃ গ্রীষ্মের প্রচণ্ড উত্তাপ আমাদের উপর নেমে আসার সাথে সাথে, পূর্ব রেলওয়ে এই মরসুমে ভ্রমণকারী যাত্রীদের জন্য একটি ঝামেলামুক্ত যাত্রা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। ভিড় ব্যবস্থাপনা এবং প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থার উপর মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে, পূর্ব রেলওয়ে, বিশেষ করে হাওড়া বিভাগ, যাত্রীদের অভিজ্ঞতা বাড়ানোর জন্য বেশ কিছু ব্যবস্থা বাস্তবায়ন করেছে। হাওড়া এবং বর্ধমানের মতো মূল মূল এবং গুরুত্বপূর্ণ স্টেশনগুলিতে, পূর্ব রেল ভিড় ব্যবস্থাপনা প্রোটোকল শুরু করেছে। রেলওয়ে প্রোটেকশন ফোর্স কর্মী এবং টিকিট চেকিং কর্মীদের সমন্বয়ে গঠিত দলগুলি সক্রিয়ভাবে যাত্রীদের সহায়তা করছে, সুশৃঙ্খল বোর্ডিং পদ্ধতি নিশ্চিত করছে। সাধারণ যাত্রীদের

চাহিদা মেটানোর জন্য সাধারণ দ্বিতীয় শ্রেণি এবং স্লিপার ক্লাস কোচের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে। ভিড় সামলানোর পাশাপাশি, ইস্টার্ন রেলওয়ে গ্রীষ্মকালীন ভ্রমণের সময় হাইড্রেশনের অত্যাবশ্যক প্রয়োজনীয়তাও পূরণ করছে। গ্রীষ্মকালীন বিশেষ ট্রেনের পরিচালনার পাশাপাশি, নিয়মিত দূরপাল্লার ট্রেন যেমন ১৩০২১ UP হাওড়া - রাক্সৌল মিথিলা এক্সপ্রেস এবং ১২৩০৩ UP হাওড়া - নতুন দিল্লি পূর্বা এক্সপ্রেস এখন যাত্রীদের পানীয় জলের বোতল বিতরণের ব্যবস্থা দিয়ে সজ্জিত। এই উদ্যোগের লক্ষ্য ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রার মধ্যে ভ্রমণকারী যাত্রীদের স্বস্তি এবং আরাম প্রদান করা। ইস্টার্ন রেলওয়ে, গ্রীষ্মের ভিড়ের সময় যাত্রীদের সন্তুষ্টি নিশ্চিত করতে তাদের প্রতিশ্রুতি প্রকাশ করেছে। সমস্ত যাত্রীদের জন্য একটি নিরাপদ এবং সুবিধাজনক ভ্রমণের অভিজ্ঞতা প্রদানের জন্য সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করে, পূর্ব রেলওয়ে গ্রীষ্মের ঋতু জুড়ে যাত্রী কল্যাণ এবং আরামকে অগ্রাধিকার দিয়ে তার পরিষেবার শ্রেষ্ঠত্বের মান বজায় রাখতে নিবেদিত রয়েছে।

ভোট দিলেন শিবা রাজকুমার

বেঙ্গালুরু, ২৬ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় শুক্রবার নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন দক্ষিণ ভারতের জনপ্রিয় অভিনেতা শিবা রাজকুমার। শুক্রবার বেঙ্গালুরুর একটি পোলিং বুথে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন তিনি। ভোট দেওয়ার পর অভিনেতা বলেছেন, আমি খুশি কারণ, ভোট দেওযা সবার অধিকার। যখন আমরা ভোট দিই, আমাদের প্রশ্ন করার অধিকার আছে... জনগণের প্রতিক্রিয়া খুবই ভালো। আমি মনে করি তারা পরিবর্তন চায়।

সন্দেশখালীর হাফিজুল খাঁ এর বোনাই এর বাড়িতে এসেছে সিবিআই

দুরন্ত বার্ত, কলকাতা, ২৬ এপ্রিল ঃ সন্দেশখালীর আগারহাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের মল্লিকপাড়া এলাকার তৃণমূলের পঞ্চায়েত সদস্য হাফিজুল খাঁ এর বোনাই এর বাড়িতে এসেছে সিবিআই এর ১০ সদস্যের একটি দল। এই বাড়িতেই মজুদ করে রাখা আছে প্রচুর বোমা। এমনটাই গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে সিবিআই এসেছেন। বোমা খোঁজার জন্য বিশেষ স্ক্যানারও নিয়ে আসা হয়েছে।

ত্রিপুরায় ভোট পড়েছে ৬৯.৪৮ শতাংশ

আগরতলা, ২৬ এপ্রিল ঃ কড়া নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত ত্রিপুরা পূর্ব সংসদীয় আসনে বিকাল তিনটা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬৯.৪৮ শতাংশ। আজ শুক্রবার ২৬ এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে সকাল ৭.০০টায়, চলবে সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত। রাজ্য নির্বাচন আধিকারিকের দফতর সূত্রে জানা গেছে, এদিন সকাল ১১টা পর্যন্ত ওই ভোটের হার ছিল ৫৪.৯৮ শতাংশ। তফশিলি জনজাতি সংরক্ষিত ত্রিপুরা পূর্ব সংসদীয় আসনে মহারানি কৃতি সিং দেববর্মাকে প্রার্থী করেছে বিজেপি।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
২৯ বর্ষ, দৈনিক ১৪৭ সংখ্যা, শনিবার, ১৪ বৈশাখ, ১৪৩১

শিক্ষায় দোষ আর নির্দোষ ?

দোষ আর নির্দোষ যদি এক সঙ্গে থাকে তাহলে কে দোষী আর নির্দোষী তা নির্ণয় করা খুবই মুশকিল। নীতি এবং দুর্নীতি এখন এক সঙ্গে মিশে গিয়েছে। দুর্নীতি পরিমাণ যদি বেশি হয় তাহলে তার মধ্যে নীতি কোথায় স্থান রয়েছে তা বোঝা খুবই মুশকিল। পশ্চিমবঙ্গের অবস্থা সেই রকমই হয়েছে। ন্যায় নীতি এখন ক্রমশ উধাও হতে শুরু করে দিয়েছে। রাজনীতি থেকে উধাও হয়েছে ন্যায় নীতি। এবারে দুর্নীতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে বিস্তর ঝামেলা পোহাতে হচ্ছে ন্যায়বাদীদের। আদালত এখন ন্যায় প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে দুর্নীতি পরায়ন একই ফাঁদে পড়ে গিয়েছে। তার ফলে রাজ্য জুড়ে চলছে শোরগোল। এবারে লোকসভার দ্বিতীয় দফার নির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে। সেই নির্বাচন যাতে সুষ্ঠুভাবে হতে পারে তার দিকে খেয়াল রাখতে শুরু করে দিয়েছে রাজনৈতিক দলের নেতারা। তাদের আসন চাই। লোকসভা বিধানসভায় গলা ফাটাানো চাই। সেটা হলেই হলো। আর কারোর দিকে তাকানোর কোনও দরকার নেই। কারা খেলো কারা অভুক্ত থাকলো তা দেখার কোনও প্রয়োজন নেই। রাজনৈতিক নেতাদের পেটটা ভরলে হলো। তাহলেই সব সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। পশ্চিমবঙ্গে এখন চলছে খেলা। সেই খেলায় অনেক ভাগ্য পুড়তে শুরু করে দিয়েছে। আদালত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে পশ্চিমবঙ্গ থেকে দুর্নীতি দূর করবে। যার ফলে যারা দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত ছিল না তাদের মাথা গোলমাল হতে শুরু করেছে। দুর্নীতির সঙ্গে হাত মিলিয়ে চলতে চাইনি এক গোষ্ঠী। তারাও এখন এর পাকে মধ্যে পড়ে গিয়েছে। বাছাই করাটা খুবই মুশকিল হয়েছে কারা ন্যায় আর কারা অন্যায়। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার হালকে একেবারে খারাপ করে দেওয়ার প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল নকশাল আমলেই। তারপরে সেটা গডিয়ে গড়িয়ে এখনও চলেছে। জানতে পারা গিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় আট হাজারের বেশি স্কুল উঠে যাবে। সেখানে কোনও ছাত্র বা শিক্ষক নেই। ফলে পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা ব্যবস্থার অবস্থা বেহালে পরিণত হতে থাকবে। কারা দুর্নীতি সঙ্গে জড়িত ছিল তা নিয়ে তদন্ত চলছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন প্রভাবশালীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। মামলা চলছে আদালতে। এখনও পর্যন্ত কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থা তল্লাশি করতে শুরু করে দিয়েছে। রোজই কোনও না কোনও দুর্নীতি খবর প্রকাশ পাচ্ছে সংবাদপত্রের প্রথম পাতায়। রোজ রোজ সেই সংবাদ প্রকাশ পেতে শুরু করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এখন সেই সংবাদে বিরক্ত প্রকাশ করছে। অনেকেই তো সংবাদপত্র পড়া ছেড়ে দিয়েছে। বহু লোকের চাকরি নেই। আয় নেই। যার ফল পরিবার জীবন ক্রমশ অশান্ত হয়ে উঠতে শুরু করেছে। করোনা সংক্রমণের পর থেকে জনজীবনে দূরাবস্থার ক্রমশ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। এরই মধ্যে লোকসভার নির্বাচন। রাজনৈতিক দল সঠিক নির্বাচন চায়। সঠিক মানুষ তৈরি করার পথ তো একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। বেঠিক পথ তৈরি হলে মহান ভারত কাকে নিয়ে গড়বে সরকার। সেই প্রশ্নটা সবাই করতে শুরু করে দিয়েছে। নতুন ভবন তৈরি করলে চলবে না। সেই ভবনের ভিতকে শক্ত করতে শক্তিশালী জনগণ তৈরি হওয়া দরকার। তার দায়িত্ব কে গ্রহণ করবে তা এখন প্রশ্ন জাগছে।

একনায়কতন্ত্রের সমাপ্তি

বাস্তব থেকে ফিল্ম বা চলচ্চিত্র তৈরি হয়। বাস্তবে যা ঘটে সেটাই পরবর্তীকালে ফিল্ম বা সিনেমা তৈরি হয়ে থাকে। চার্লি চ্যাপলিন দ্বিতীয় বিশ্ব যুদ্ধের প্রেক্ষিতে 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' সিনেমাটি নির্মাণ করেছিলেন। সেখানে চার্লি দেখিয়েছেন একনায়কতন্ত্রের পতন ঘটেছে। নাৎসী নেতা হিটলার যে স্বপ্ন দেখে ছিলেন তা কিন্তু বাস্তবে পরিণত হয় নি। কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিরাট পর্দায় ভেসে উঠল একজনের মুখ। তিনি হচ্ছেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। সেখানে তিনি সবার কাছ থেকে জানতে চাইলেন আজকে ইউক্রেনে যা ঘটছে তা কিন্তু 'চার্লি দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' বা ফ্র্যান্সিস ফোর্ড কপোলার 'অ্যাপোক্যালিপস নাউ' ছবি থেকে কি কিছু কম? ইউক্রেনে রাশিয়া মানবাধিকার লঙ্ঘন করতে শুরু করে দিয়েছে। নিষিদ্ধ অস্ত্র ব্যবহার করছে। গোটা ইউক্রেনকে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র করতে শুরু করে দিয়েছে রাশিয়া। কয়েক লক্ষ ইউক্রেন বাসিন্দারা আজকে শরণার্থী হয়ে শিবিরে বসবাস করছে। তারা আমেরিকাসহ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের সাহায্য নিয়ে খাবার খাচ্ছে। ঘর বাড়ি তাদের থেকেও আজকে কিছুই নেই। রাস্তায় শুয়ে দিন কাটাতে শুরু করে দিয়েছে। ১৯৪০ সালে চার্লি চ্যাপলিন 'দ্য গ্রেট ডিক্টেটর' ছবি নির্মাণ করেছিলেন। সেই ছবিতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে যে একনায়কতন্ত্রের মৃত্যু ঘটেছে। সেই প্রসঙ্গ টেনে নিয়ে এসে প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, একনায়কতন্ত্রের মৃত্যু হবে। মানুষের যে ক্ষমতা ওরা কেড়ে নিয়েছিল তা আবার মানুষের হাতে ফিরে আসবে। যতদিন মানুষের মৃত্যু রয়েছে ততদিন স্বাধীনতা কখনও ধ্বংস হবে না। প্রেসিডেন্ট জেলেনস্কি বলেছেন, আমাদের নতুন চার্লি চ্যাপলিন প্রয়োজন। আমাদের এ যুগের চলচ্চিত্র নির্বাক নয়। সবাক। মনে রাখবেন কথাটা। গোটা প্রেক্ষাগৃহ জুড়ে করতালিতে ফেটে পড়ে। সবাই জেলেনস্কিকে ধন্যবাদ দিতে থাকে। যুদ্ধের প্রতিবাদে এবারে কান চলচ্চিত্র উৎসবে রাশিয়াকে প্রবেশ করতে দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। তার ফলে রুশ কোনও ছবি সেখানে দেখানো হচ্ছে না। বারো দিন ধরে কান চলচ্চিত্র উৎসব পালন করা হয়েছিল। এই উৎসবে ইউক্রেনের ছবি দেখানো হয়। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছবি ছিল সেগেই লোজনিতসার ডকুমেন্টারি ছবি 'দ্য নাচারাল হিস্ট্রি অব ডেস্ট্রাকশন'।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

শ্রীশ্রী ঠাকুর অনুকূল চন্দ্র ঠাকুর বলেন, মা এর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত তিনি পরিচালিত করছেন। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মা। জীবনে চলতে গেলে আদ্যামায়ের শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তি শক্তির বলেও জগৎ চলাচল করছে। সেই আদ্যাশক্তি মানুষ এর চালিকা শক্তি। তিনি অসীম শক্তির অধিকারিণী। এই শক্তি অনুভব করা যায় সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। আদ্যাশক্তি বিপদ থেকে সবাইকে মুক্ত করতে পারেন। আদ্যামা সবাইকে অভয় দান করে থাকেন। আদ্যামা মা বলেন, ভয় কি আমি আছি। আমি তোকে যে শক্তি দিয়েছি।

তারাপীঠের বামাক্ষ্যাপা

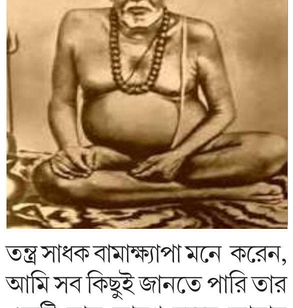

তন্ত্র সাধক বামাক্ষ্যাপা মনে করেন, আমি সব কিছুই জানতে পারি তার একটি মাত্র কারণ হচ্ছে আমার ভিতরের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু ধরতে পারি। বুঝতে পারি। অপরের মনের কথাকে বলতে পারি। মানুষের মনের কথাকে আমি অন্তর শক্তি দিয়ে অনুভব করতে পারি। আমার যে শক্তি রয়েছে সেই শক্তি দিয়ে আমি বহির্জগত আকর্ষণ করতে পারি। মানুষ দেখলে বুঝতে পারি কে কেমন। তার স্বভাব কেমন? তিনি বলেন আমার যে শক্তি তা নারীদের শক্তি। এই শক্তি দিয়ে আমি সব কিছু জানতে এবং বুঝতে পারে। আসলে মা তারাপীঠই হচ্ছে মা। তিনি শক্তি। ভক্তি। তার মতো শক্তি আর কারোর নেই। শ্যামা ভবতারিণীর শক্তি সবচেয়ে বেশি। গোটা বিশ্বকে পরিচালিত করার ক্ষমতা রাখে মা কালী। তিনি হচ্ছেন আদ্যাশক্তি মাতা। শ্মশানচারিণী মাতা। জীবনে চলতে গেলে শ্মশানচারিণী মাতার শক্তির প্রয়োজন। আদ্যাশক্তির প্রয়োজন রয়েছে। শ্মশানচারিনী মাতার বলেও চলাফেরা করা সম্ভব।

পাকিস্তান - ইরান বাণিজ্যিক চুক্তি কি তাহলে ভারতের শান্তি ও মৈত্রী মতবাদের অন্তরায় হয়ে দেখা দেবে ?

রবীন্দ্র কুমার শীল

পাকিস্তান ইরান বাণিজ্যিক চুক্তি এমন সময়ে তৈরি হল যখন ইরান ইজরায়েলের বিরুদ্ধে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছে। ইরানের ধর্মীয় নেতা খোমেনি বারবার এটাই বলতে শুরু করে দিয়েছেন যে তিনি ইসলামকে রক্ষা করতে যে কোনও পথ অবলম্বন করতে পারেন। ইসলাম যেখানে বিপন্ন হবে বা ইসলাম ধর্মের রাষ্ট্র বা নাগরিকেরা বিপন্নবোধ করবে তখনই ইরান তাকে রক্ষা করতে এগিয়ে আসবে। পাকিস্তানকে রক্ষা করতে চিন এগিয়ে আসতে শুরু করেছে। আগে পাকিস্তানের বড় বন্ধু ছিল আমেরিকা। এখন সেখানে হয়েছে চিন। চিন যে আগামি দিনে বিশ্বের অন্যতম একটি শক্তিতে পরিণত হচ্ছে সেটা পরিস্কার। খুব ধীর গতিতে এগোতে শুরু করে দিয়েছে চিন। করোনা সংক্রমণের হাত থেকে চিন রক্ষা পেয়ে গিয়েছে। যেভাবে চিনকে করোনা সংক্রমণ আক্রমণ করতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে চিন একেবারে নিঃশেষ হয়ে যেতে পারতো। সেটা হল না। তার কারণ চিন অতি সতর্কতার সঙ্গে করোনা সংক্রমণের মোকাবিলা করেছে। এবং চিন আগাম জানতো যে করোনা সংক্রমণ এর হাত থেকে কীভাবে রক্ষা পেতে হবে। সেই পদক্ষেপ চিন আগেই গ্রহণ করে নিয়েছিল। তার ফলে যে চিন করোনা সংক্রমণে শেষ হয়ে যাওয়ার কথা ছিল সেই চিন আবার মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করেছে। চিন এখন পাকিস্তানের বড় বন্ধু বলা যেতে পারে। পাকিস্তান ভরসা করেছিল আফগানের ওপরে। কিন্তু আফগানিস্তানে তালিবান সরকার বলেই দিয়েছে তারা পাকিস্তানের সঙ্গে হাত মেলাচ্ছে না। তার ফলে এখন ইরান ছাড়া পাকিস্তানের সেরা আর্থিক সহায়তা রাষ্ট্র বলে আর কিছুই নেই। কাতার পাকিস্তানের পাশে রয়েছে। ইরাক তুরস্ক পাকিস্তানের পক্ষে। তার ফলে একটি বিশাল জোট দানা বাঁধতে শুরু করে দিয়েছে যার নেপথ্যে রয়েছে চিন। চিন নেটোর মতো একটি অলিখিত সামরিক বেল্ট তৈরি করা চেষ্টা করছে দক্ষিণ পশ্চিম এশিয়া জুড়ে। চিনের একটি মাত্র লাভ হবে এই বেল্টের মধ্যে আমেরিকা প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না। চিন নেপোয় মারে দই হয়ে থাকবে। বরাবরই চিন তাই করে এসেছে। চিনকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে নিয়ে এসেছিল আমেরিকার প্রাক্তন বিদেশ সচিব হেনরি কিসিঙ্গার। চিনকে যখন আমেরিকা কোনঠাসা করে রেখে দিয়েছিল তখন হেনরি কিসিঙ্গার চিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলল। কাউকে না জানিয়ে রাতের বেলায় চিন সফর করলো আমেরিকার বিদেশ মন্ত্রী কিসিঙ্গার। তার ফলে চিনের সঙ্গে আমেরিকার মৈত্রী পথ সুগম হতে থাকলো। তৎকালীন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নিক্সন চিন সফর করলেন সরকারি ভাবে। তার ফলে চিনের সঙ্গে আমেরিকার দরজা উন্মুক্ত হয়ে উঠল। যদিও সেই সময়ে চিন আমেরিকার সঙ্গে মিশে রাষ্ট্রপুঞ্জের স্থায়ী সদস্য পদ গ্রহণ করতে সক্ষম হয়েছিল। আমেরিকা চিনের দরজা আটকে রেখে দিয়েছিল। তারপর ধীরে ধীরে চিনের রাস্তা পরিস্কার করতে শুরু করে আমেরিকা। চিন যে একটি শক্তি রাষ্ট্র হিসাবে প্রকাশ করতে শুরু করবে সেটা বুঝতে পেরে গিয়েছিলেন হেনরি কিসিঙ্গার। সেই কারণে আর বিবাদ বৃদ্ধি না করে চিনের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ফেলেন কিসিঙ্গার। তার ফলে দেখতে পাওয়া গেল যে চিন আমেরিকা এখন একই পথ ধরে এগোতে শুরু করেছে। চিন বাজার খুঁজতে বের হয়েছে। ভারতের একচেটিয়া বাজারের ওপরে হাত দিতে শুরু করেছে। শ্রীলঙ্কা এবং মলদ্বীপের ওপরে চিন প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করেছে। বাংলাদেশের ওপরে চিন ব্যবসায়িক প্রভাব বিস্তার করছে। নেপালের অভ্যন্তরীন রাজনীতিতে প্রবেশ করে রয়েছে চিন। সেখানকার রাজতন্ত্রের পতনের মূল কারণ হচ্ছে চিন। চিন দেখলো নেপালে রাজতন্ত্র থাকলে ভারতের লাভ হচ্ছে। আর রাজতন্ত্রকে নেপাল থেকে বিদায় দিতে পারলে সেটা লাভ হবে চিনের। বহু অঙ্ক কষে নেপাল থেকে রাজতন্ত্রকে সরিয়ে দিল। বিদ্রোহ করিয়ে দিল নেপালে। তার ফলে রাজতন্ত্রের পতন ঘটল এবং সেখানে চিন সমর্থিত সরকার প্রতিষ্ঠা হল। ভারতের সঙ্গে নেপাল একটি সময়ে সব সম্পর্ক বন্ধ করে দেওয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। বাংলাদেশের নির্বাচনের ওপরে চিন প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে দিয়েছিল। কিন্তু পারলো না বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্য। যদি চিন এখনও আশা ত্যাগ করেনি। চিনের লক্ষ্য হচ্ছে চিটাগাং বন্দর লিজ নেওয়া। সেটা করতে দিচ্ছে না বাংলাদেশ সরকার। শ্রীলঙ্কার গৃহ যুদ্ধের এক মাত্র কারণ হচ্ছে চিন। চিন যেভাবে শ্রীলঙ্কার ওপরে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক চাপ দিতে শুরু করে দিয়েছিল তাতে শ্রীলঙ্কার অবস্থা ক্রমশ খারাপ হতেথাকে। কোষাগার থেকে টাকা দিয়ে চিনের ঋণ মেটানোর চেষ্টা করেছিল শ্রীলঙ্কার সরকার। শ্রীলঙ্কার জ্বালানির অভাব দেখা দিয়েছিল। তার ফলে দ্রব্যমুল্যের দাম অস্বাভাবিক বৃদ্ধি লাভ করে। যার ফলে শ্রীলঙ্কা জনগণ ক্ষিপ্ত হয় এবং বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সেই বিদ্রোহকে সামাল দিতে এগিয়ে এসেছিল ভারত। ভারত সেই সময়ে কম মূল্যে জ্বালানি দিতে শুরু করে যা রাশিয়া থেকে নিতে শুরু করেছিল ভারত। বাংলাদেশকে জ্বালানি দিয়ে সাহায্য করেছে ভারত। তার ফলে চিন এখন আর বাংলাদেশে প্রবেশ করতে পারছে না। বাংলাদেশের উন্নয়নে চিন এগিয়ে আসতে শুরু করে দিয়েছে বটে। তবে সেখানে ভারতের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে। কানাডার সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক পরিস্থিতি খুব একটা ভালো অবস্থায় নেই। জি-২০ সম্মেলন শেষ করেই কানাডার প্রধানমন্ত্রী ট্রুডো তাঁর নিজের দেশে ফিরে গিয়ে ভারত বিরোধী কথা বলতে শুরু করে দিয়েছিলেন।। খলিস্তান নেতা নির্জ্জর খুনের দায় ভারতের ওপরে চাপানোর চেষ্টা করতে শুরু করে দিয়েছিল কানাডা সরকার। পাশাপাশি পাকিস্তানও একই সুরে ভারতের ওপরে দোষ চাপতে শুরু করে। যদিও ভারত সরকার থেকে নির্জ্জর হত্যা ব্যাপারে তারা জড়িত নয় বলে পরিস্কার বার্তা দিয়েছিল। কিন্তু কানাডা সরকার তবুও ভারতকে দোষী বলে গ্রহণ করে নিয়েছিল। এখনও সেই ঝামেলা মেটে নি। যদি পরিস্থিতি খানিকটা স্বাভাবিক হয়েছে। তবুও কোথাও যেন একটা ফাঁক থেকে যাচ্ছে।

এদিকে ভারতে লোকসভার নির্বাচন শুরু হয়ে গিয়েছে। রাশিয়া এবং আমেরিকা ভারতের পাশে থাকলেও সেখানে চিন একেবারে বিপরীত স্থানে অবস্থান করছে। পাকিস্তানের নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী পদে আসীন হয়েছেন শাহবাজ শরিফ। নওয়াজ শরিফ বিদেশ থেকে ফিরেছেন। কথা ছিল তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার। কিন্তু রাজনৈতিক বিতর্ক ওঠার ভয়ে তিনি প্রধানমন্ত্রী হলেন না। তিনি সরকারের পাশে থাকলেন। তবে পাকিস্তানের লাহোরের মুখ্যমন্ত্রী মরিয়ম বলেছেন যে ভারতের সঙ্গে বিবাদ বন্ধ করে দিয়ে ব্যবসায়িক সম্পর্ক তৈরি করা উচিত। বাংলাদেশের নির্বাচন হয়ে গিয়েছে। আওয়ামি লিগ সেখানে নয়া সরকার গঠন করেছে। বাংলাদেশের বিএনপি ভারতের পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছে। বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারতের পাশে রয়েছেন সেটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। বাংলাদেশের ওপরে চাপ সৃষ্টি করতে শুরু করে দিয়েছে চিন এবং পাকিস্তান। তবে পাকিস্তান এখন ভাবছে যে বাংলাদেশ সরকার তাদের পক্ষে রয়েছে। কিন্তু বাংলাদেশের বিদেশ মন্ত্রী হাছান বলেছেন যে পাকিস্তানকে ক্ষমা চাইতে হবে বাংলদেশে গণহত্যাকে পরিচালিত করার জন্য। যার ফলে পাকিস্তান বাংলাদেশের ওপরে বেশ ক্ষুব্ধ। বাংলাদেশের এই প্রস্তাবের পিছনে ভারতের হাত রয়েছে বলে মনে করে পাকিস্তান। পাকিস্তান কৌশল করে কাতারকে দিয়ে ভারতীয় প্রাক্তন নৌ আধিকারিকদের ফাঁসির ব্যবস্থা করে দিয়েছিল। কিন্তু ভারতের সরাসরি হস্তক্ষেপের ফলে কাতার আর সাহস করেনি। তবে কাতারের সঙ্গে ভারত ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপন করেছে। ইজরায়েলকে ভারত সমর্থন করতে শুরু করে দিয়েছে। হামাস জঙ্গি নিধনের ইজরায়েলের পাশে ভারত থাকবে বলে পরিস্কার বার্তা দিতে শুরু করেছিল। ইজরায়েল হামাস জঙ্গি নিধনের ব্যাপারে পাশাপাশি থাকবে বলে নিশ্চিত বার্তা দিতে শুরু করে। তার ফলে ইরাক, ইরান, তুরস্ক রাষ্টগুলি ভারত বিরোধী অবস্থান নিতে থাকে। যদিও ইরানের সঙ্গে ভারতের কূটনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে। এদিকে ইজরায়েলের পক্ষ নিয়ে জঙ্গি নিধনের ব্যাপারে ভারত পাশে থাকার অঙ্গীকার করলে তাতে পাকিস্তান বিপদের গন্ধ পেতে থাকে। এদিকে হামাসের পক্ষ নিয়ে কাতার, তুরস্ক এবং ইরাক, ইরান স্লোগান তুলতে শুরু করে দিয়েছিল। তার ফলে ইজরায়েল বেশ ক্ষিপ্ত হয় এবং গাজা অঞ্চলকে জঙ্গি মুক্ত করতে বদ্ধ পরিকর হয়েছে। গাজা অঞ্চলকে দখল করে নেওয়ার ফলে সেখানে প্যালেসটাইন রাষ্ট্র তৈরি করা সম্ভব হচ্ছে না। প্যালেস্টাইনরা এখন দক্ষিণ গাজায় অবস্থান করছে। দুই লক্ষ বসবাসের স্থানে এছন চার লক্ষ প্যালেস্টাইন বসাবস করতে শুরু করেছে। গাজাকে এখন হামাস মুক্ত করা গিয়েছে। আর তাতে ক্ষিপ্ত হয়ে গিয়েছে ইরান। ইরান তেল আবিভ লক্ষ্য করে ক্ষেপনাস্ত্র বর্ষন করতে শুরু করেছিল। যদিও ইজরায়েল পাল্টা আক্রমণ করে। তবে এখন যা যুদ্ধ আকারে পরিণত গিয়েছে। ঠিক এই সময়ে পাকিস্তানের পাশে এসে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার গ্রহণ করলো ইরান। ইরান পাকিস্তানের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্য চুক্তি করলো এবং ইরানের প্রেসিডেন্ট মহম্মদ রাইসি ইসলামাবাদ সফর করলেন। পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজের সঙ্গে বৈঠক করেছেন তিনি। তবে ইরান কতখানি পাকিস্তানকে সহযোগিতা করবে তা বোঝা খুবই মুশকিল। আমেরিকা ইরানের ওপরে মোটেই সদয় নয়। ইরান পাকিস্তান চুক্তি হওয়ার পিছনে চিনের উস্কানি রয়েছে কিনা তা বোঝা খুবই মুশকিল। তবে চিন যে ধরি মাছ না ছুঁই পানি এই নীতি গ্রহণ করে চলে সেটা পরিস্কার। ভারতকে প্যাঁচে ফেলতে চিন যে কেনও কৌশল গ্রহণ করতে পারে বলে জানতে পারা গিয়েছে। তিব্বতকে যেভাবে অতি সহজে কেড়ে নিয়েছিল চিন এখন কিন্তু অরুণাচল প্রদেশকে ঠিক সেই রকমভাবে কেড়ে নিতে পারছে না। আমেরিকা এবং পাশাপাশি রাশিয়া বাধা দিতে শুরু করে দিয়েছে। তার ফলে চিন এখন অতি ধীর পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শুরু করেছে। ভারতের চির শত্রু পাকিস্তানকে শক্তিশালী করার দিকে পা বাড়াতে শুরু করে দিয়েছে কিনা চিন তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে ভারতের বিদেশ মন্ত্রক। অরুণাচল প্রদেশের ব্যাপারে চিন সরাসরি জড়িয়ে যেতে পরে বলে জানতে পারা গিয়েছে। চিনকে আটকাতে এখন ভারতরে দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে বলে জানা গিয়েছে। লোকসভার নির্বাচন সমাপ্ত হওয়ার পরই ভারতের নয়া সরকার গঠিত হওয়ার পরই বিশ্ব রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাবে ভারতকে সেটা ক্রমশ পরিস্কার। চিন নিজের রাজনৈতিক সুবিধার জন্য ভারতের সঙ্গে সীমান্ত সমস্যার সমাধান করছে না এটা পরিস্কার হয়ে গিয়েছে। বিশ্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতির পট পরিবর্তন হতে শুরু করে দিয়েছে। দুই দুটো যুদ্ধ বিশ্বের আর্থিক অবস্থাকে ক্রমশ গ্রাস করতে শুরু করেছে তার ফলে পরিস্থিতি খারাপ

রবীন্দ্র- ভক্ত লেডি রাণু মুখার্জি ছবি আঁকতেন বলেই গড়ল ফাইন আর্টস

বিশেষ প্রতিবেদক

রবীন্দ্রনাথের সাথে রানুর প্রথম পরিচয় সম্ভবত তাঁর দশ বছর বয়সে যখন তাঁর পিতা ফনীভূষণ কলকাতায় অসুস্থ হয়ে পড়েন। কবি তাঁকে দেখবার জন্য একটি কালো মটরে ওই ভাড়াবাড়িতে আসেন। ছোট্ট রানুকে তিনি দিয়েছিলেন একটি বিলিতি পুতুল। সেটাই রানুকে তাঁর ভাদুদার প্রথম উপহার। আর ফ্রান্স তাঁকে সম্মানিত করে ' লিজিয়ান অফ অনারে'। তিনি লেডি রানু মুখোপাধ্যায়। অনেকেই বলেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিয়েতে ঘটকালি করেছেন। তবে কথাটা সঠিক নয় রানুর বিয়ের ঘটক নির্মলকুমারী মহলানবিশ। রবীন্দ্রনাথ বরং রানুর বিয়ের খবর শুনে অবাক হয়ে তাঁর জননী কে চিঠিতে লিখেছিলেন। চিঠি পেয়ে বজ্রাহত হলুম। আর নির্মলকুমারী মহলানবিশ স্মৃতিচারণা করেছেন - ১৯২৩ - এ আমার বিয়ের পর প্রথম রবীন্দ্রনাথের বাড়িতে গিয়ে দেখি একটা মেয়ে রবীন্দ্রনাথের পাশের চৌকিতে বসে চা খাচ্ছে, টেবিলে আরো অনেক লোক, কিন্তু রানুর যেন সকলের চেয়ে বেশি অধিকার কবির পাশে বসার। সেই থেকে আলাপ, তিনি ঘটকালি করে বিয়ে দিলেন বীরেন মুখার্জির সঙ্গে।রানুর বিয়ের পিঁড়ি এঁকে দিয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথের পুত্রবধূ প্রতিমা দেবী, বিয়ের পদ্য বা উপহার লিখে দেন অনুরূপা দেবী। রানু যখন লেডি হননি তখন তাঁর দুটো পারিবারিক পরিচয় ছিল। প্রথম পরিচয় তিনি অধ্যাপক ফণিভূষণ অধিকারীর কন্যা। একই সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের স্নেহধন্যা। রানুর শ্বশুর বিখ্যাত বাঙালি শিল্পপতি স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় যাঁর তত্ত্বাবধানে তৈরি হয়েছে পলতা ওয়াটার ওয়ার্কস, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, মার্টিন কোম্পানির রেল লাইন স্থাপনের কৃতিত্বের মূলেও তিনি। স্যার রাজেন্দ্রনাথের পুত্র স্যার বীরেন্দ্রনাথের মানসপুত্র ইন্ডিয়ান আয়রন অ্যান্ড স্টিল কোম্পানি। পশ্চিমবঙ্গের শেষ স্যার তিনি। বিয়ে করে আনলেন রানু অধিকারীকে। তিনি ও এই রাজ্যের শেষ লেডি বটে। ফনিভূষণ বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শনের অধ্যাপক। তাঁর সহধর্মিণী সরযূবালা দেবী প্রবাসী বাঙালির কন্যা। সুগায়িকা এবং রবীন্দ্রকাব্য মুগ্ধা। কাশীতেই তাঁর কন্যাদের জন্ম। ভক্তি,আশা, প্রীতি,শান্তি। প্রীতি রানু নামেই সবার পরিচিত। ছবির প্রতি রানু আজন্ম আলাদা আকর্ষণ অনুভব করেছেন। শান্তিনিকেতনে ছবি আঁকা শিখতেন সুরেন করের কাছে। অবনীন্দ্রনাথ, গগনেন্দ্রনাথ,যামিনী রায় সবাইকে দেখেছেন। যামিনী রায়ের আঁকা ১৬০ টি ছবি তাঁর সঙ্গে ছিল। যখন স্কুলে পড়তেন ড্রয়িংয়ে প্রথম হতেন। রানু পড়তেন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে বি এ ভর্তি হন। অনতিকালের মধ্যে বিয়ে হয়ে যায়, প্রথাগত শিক্ষার জীবনে ছেদ পড়লেও এই সময়ে রুশ ও ফরাসি ভাষা চর্চা করেছেন। ফ্রান্স তাঁকে সম্মানিত করে ' লিজিয়ান অফ অনারে'। সুন্দরী রানুর বিয়ের জন্য বাবা- মায়ের চিন্তা স্বাভাবিক। রানুর বিয়ের ঘটক নির্মলকুমারী মহলানবিশ । তিনি ঘটকালি করে বিয়ে দিলেন বীরেন মুখার্জির সঙ্গে। লেডি রানু যখন লেডি হননি তখনই তিনি সুপরিচিত হয়ে ছিলেন রবীন্দ্রনাথের সাথে গভীর স্নেহ - সম্পর্কের জন্য। তাদের পত্রালাপ সাহিত্যে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

ছবি আঁকা শিখতে রানু যখন শান্তিনিকেতনে এসে কিছুকাল ছিলেন কবির নাটকে বেশ কয়েকবার অংশ গ্রহণ করেন। ১৯২৩ সালে শান্তিনিকেতনের অর্থ কষ্ট সাহায্যের জন্য কবি ' বিষর্জন' নাটক মঞ্চস্থ করলে ' অপর্ণার' ভূমিকায় রানু অভিনয় করেন। সেই অভিনয়ের প্রবল প্রশংসা করে ইণ্ডিয়ান ডেলি নিউজে অমৃতলাল বসু চিঠি লিখেছেন। একবার এলমহার্স্ট কাশীতে এলে কবি তাঁকে বলেছিলেন রানুর বাড়িতে তিনি যেন অবশ্যই যান একবার । এলমহার্স্ট ফিরে এলে কবি জিজ্ঞেস করেছিলেন - সখে,রানু নামধারিণী কাশীবাসিনী বালিকাকে কেমন দেখলে আমার কাছে প্রকাশ করে বল। এলামহার্স্ট বলেছিলেন - বন্ধু সি লুকড ভেরি হ্যাপি। রানু রবীন্দ্রনাথ কে বালিকা বয়স থেকে চিঠি লিখতেন। সম্বোধন করতেন কবির স্বনামকৃত ' ভানুদাদা' কখনও রবিদাদা নামে। গোটা গোটা অক্ষরে স্পষ্ট করে চিঠি দিতেন, তারিখ উল্লেখ থাকত না। শেষের দিকের চিঠিতে অবশ্য তারিখ থাকত। লেডি রানুর জীবনটাই এমনি ছবির জগৎ।, তাঁর প্রথম পোট্রেট আঁকেন বিখ্যাত শিল্পী হেমেন্দ্রনাথ মজুমদার। পরে অতুল বসু । সেই ছবি একটা এগজিবিশনে দিতে চাইলেন অতুল বসু তবে স্যার বীরেন আপত্তি জানান। পরে স্কেচ সহ সমস্ত কাজ অতুল বসু আকাদেমিম অফ ফাইন আর্টসকে দিয়ে দেন। রানুর সঙ্গে যেমন ছিল বালুচরী শাড়ি, শিল্পীদের ছবি, তেমন সাজতে ভালবাসতেন । কাশীতে থাকার সময় পরতেন হাঁটুর নীচে অবধি পাজামা ও ঢোলা কুর্তা। পরে বীরেন মুখার্জির বউ হয়ে ধনেখালি,শান্তিপুরী,ডুরে শাড়ি। একবার দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে গরম প্যান্ট পরলেও বিদেশে কিন্তু শাড়ি ছাড়া কিছুই পরতেন না। অবশ্য সেট করে গয়না পরতেন। বাসে- ট্রামে কখনও চড়েন নি, ভাল ভাবে চা- টা নাকি করতে পারতেন না! গয়নার কথা বলতে গিয়ে রানুর বাড়িতে চুরির কথা বলতে হয় , সেখানে আছে আংটি রহস্য। ১৮হিবে. খচিত নীলার আংটিও চুরি হয়। ওই আংটি রবীন্দ্রনাথ তাঁকে উপহার দেন বলে দাবি লেডি রানু মুখার্জির। ওই আংটি কবির পারিবারিক গহনা। পুলিশ সেই আংটি উদ্ধার করে। আদালতে মামলা হয়। আদালতের নির্দেশে রানু অবশ্য সেই আংটি ফেরত পেয়েছিলেন, তখন তাঁর দুচোখ স্মৃতিতে ঝাপসা হয়ে ওঠে। মজার বিষয় হল এই সংবাদের সত্যতা নিয়ে প্রবল আপত্তি জানান কবির ঘনিষ্ঠ,আর এক স্নেহধন্যা মৈত্রেয়ী দেবী। বিশেষত ১৯৪১ সালে কবি যখন প্রবল অসুস্থ তখন তো গয়না দেওয়ার প্রশ্ন ওঠে না। মৈত্রেয়ী দেবীর দাবি তাঁকে ছাড়া কবি কাউকে এমারেল্ডের আংটি দেননি গ্ধ। অথচ রানুকে আংটি দেওয়ার কথা কবি ছাড়াও নাকি জানতেন এলমহার্স্ট!

বৌদি সতী হওয়ার ঘটনা রাজার মনে দাগ কাটে

বিশেষ প্রতিবেদক

(পূর্ব প্রকাশের পর)

কি ব্যাপার বৌদিদি আজ শাসন নেই, এতো খুশি যে? জানেন কাল না মা আমায় রান্নাঘরে যেতে না করেছেন। বলেছে্ন রাম বলে গেছে আর একটু বড় হলে রান্নাঘরে পাঠাতে। আমি পুঁচকে হয়েই থাকবো গো, আমার কোনও রাগ নেই,আমি বড় হবো না, আগুনের কাছে যাবও না। হা হা হা করে হেসে ফেললেন রামমোহন। ঠিক আছে বৌদি আমার এইরকম থাকলে আমিও তাকে আগুনের সামনে যেতে দেবো না, শপথ নিলাম।কিন্তু আর একজন যে পরেরবার এলে রান্না করে খাওয়ানোর শপথ নিয়েছিল, সেটা কিন্তু ভেঙে গেল। যাক ছোট মানুষ বলে সব মাপ। শরতবাবুর ভাষায় দেবর বৌদির এই হাসির মাঝখানে বিধাতাপুরুষ অলক্ষ্যে থাকিয়া বোধকরি একটু মুচকি হাসিলেন। ইংরাজি ১৮১২ সাল। কলেরা রোগ সেবার হুগলীর গ্রামে গঞ্জে মহামারীর আকার নিল। গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেতে লাগলো। সেই ওলাউঠার ঢেউ এসে লাগলো রাধানগরের রায় বাড়িতেও। দুদিনের মধ্যে চলে গেলেন রামমোহনের দাদা জগমোহন। দিন রাত সেবা করেও স্বামীকে রাখতে পারলো না সুধা। ভোর রাতে শেষ হয়ে গেল ছোট্ট সুধার কচি হাতের সমস্ত সেবা যত্ন প্রচেষ্টা। ভোর হতেই লোক ভেঙে পড়লো উঠোনে। রায় বাড়ির বড় তরফের কুলবধূ সতী হবে, কেমন করে রাষ্ট্র হয়ে গেছে সে কথা। বাড়ির লোক সুধার দিকে তাকালো, স্বামীর শয্যায় বসে আছে সে। তার আসন্ন নিয়তির কথা কেউ বলেনি তাকে। শোকে পাথর সে, দুদিন রাত জাগার ক্লান্তিতে আছন্ন। বাড়ির সধবারা এলেন। হাত ধরলেন, চল মা স্নান করে নতুন কাপড় পরবি চল। এ সময় সাজতে হয়।তুই যে পুণ্যবতী। সিঁদুর,আলতায় রাঙা হয়ে উঠলো ছোট্ট মেয়েটি। বাড়ির বিশাল বাগানের এক প্রান্তে সাজানো হল চিতা। ঢাক ঢোল বেজে উঠলো আকাশ কাঁপিয়ে। ভয়ার্ত মেয়েটি কি খুঁজছিল কাউকে? যে শপথ নিয়েছিল আগুনের কাছে যেতে দেবেনা কোনওদিন। সে সব প্রশ্ন, উত্তর,আর্তনাদ সব গ্রাস করে নিলো আগুন। রিনরিনে গলাটা কি বলছিল শুনল না আর কেউ। যাদের খেয়াল রাখতো সবসময়, তারাও তখন বংশের গৌরবে গৌরবান্বিত। খবর পেয়ে রামমোহন যখন এলেন,তখন বাড়ির এক প্রান্তে তার প্রিয় পুঁচকে বৌদি স্মৃতি হয়ে বেদীর রূপ ধারন করেছে। পায়ে পায়ে গিয়ে দাঁড়ালেন সেখানে। কানে এলো সেই গলা। আমি বড় হব না, পুঁচকে হয়েই থেকে যাবো। না, আর বড় হওয়া হোলো না তার। ছাই হয়ে গেল জীবন্ত। বেদী ছুলেন রামমোহন। খেলার ছলে নেওয়া শপথ আবার নিলেন। চোয়াল শক্ত করে। তারপর ইতিহাস। কুলীন রক্ষণশীল সমাজের সমস্ত বাধা অগ্রাহ্য করে চলল তাঁর লড়াই। অসম যুদ্ধে তাঁকে জিততেই হবে। আগুন থেকে রক্ষা করতে হবে ভারতের লক্ষ লক্ষ হতভাগিনীকে। করতেই হবে। তিনি যে শপথ নিয়েছেন। অবশেষে ১৮২৯ সাল, বেন্টিংক নিষিদ্ধ করলেন এই কু প্রথা। রামমোহন তখন প্রায় একঘরে। কিন্তু তিনি তৃপ্ত, শপথ পালন করেছেন। কাহিনীটি সত্য। কথোপকথন কাল্পনিক। কিন্তু নিজের বাড়ির এই ঘটনা রামমোহনকে প্রভাবিত করেছিল

বাগডোগরার কেদারনাথ প্রাইমারি স্কুলে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল ঃ বাগডোগরার কেদারনাথ প্রাইমারি স্কুলে ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ। এদিন বাগডোগরা কেদারনাথ প্রাইমারি স্কুলের ২৫৩৯ নম্বর বুথে পুষ্পা শর্মা নামে মহিলা ভোট দিতে যান। তখনই জানতে পারেন তার ভোট হয়ে গেছে। অভিযোগ, পুষ্পা শর্মার নামে জাল ভোটার কার্ড বানিয়ে এক মহিলার ভোট দিয়ে চলে যায়। একইরকম ভোটার কার্ড বানিয়ে ভুয়ো ভোট দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ। ঘটনার পরই ক্ষোভ প্রকাশ করেন পুষ্পা শর্মা। এদিন পুষ্পা শর্মা বলেন, কোন এক মহিলা জাল ভোটার কার্ড বানিয়ে আমার ভোট দিয়ে চলে গেছে। ভোট কেন্দ্রের দায়িত্বে থাকা কর্মীদের জানানো হলেও আমাকে ভোট দিতে দেওয়া হয়নি। পরে অভিযোগ জানানোর কথা বললে শেষে ব্যালটে ভোট দেওয়ার কথা বলা হয়। এভাবে কেউ ভোট দিয়ে চলে যাচ্ছে এই নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। যদিও এই বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি বুথের প্রিসাইডিং অফিসার।

পাবলিক একাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যানকে সংবর্ধনা জেলা তৃণমূল নেতৃত্বর

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬ এপ্রিল ঃ বিধানসভা পাবলিক একাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদে দায়িত্বে নেওয়ার পর আলিপুরদুয়ারে আসলেন আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক তথা বিধানসভার পাবলিক একাউন্টস কমিটির নব নিযুক্ত চেয়ারম্যান সুমন কাঞ্জিলাল। গত ২৪ এপ্রিল কলকাতায় বিধানসভায় গিয়ে পাবলিক একাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব নেন সুমন কাঞ্জিলাল। চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে সেখানে পাবলিক একাউন্টস কমিটির প্রথম বৈঠকও করেন সুমন কাঞ্জিলাল। উল্লেখ্য এই পদে দায়িত্বে ছিলেন কৃষ্ণ কল্যানী। লোকসভা নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ায় বিধায়ক পদ থেকে পদত্যাগ করেন কৃষ্ণ কল্যানী। এর পরে এই পদ ফাকা হয়ে যায়। বিধানসভার স্পিকার এই পদে সুমন কাঞ্জিলালকে নিয়োগ দিয়েছেন। কলকাতায় বিধানসভা পাবলিক একাউন্টস কমিটির চেয়ারম্যান পদে দায়িত্বে নেওয়ার পর শুক্রবার কাঞ্চনকন্যা এক্সপ্রেসে আলিপুরদুয়ার জংশন স্টেশনে এসে নামেন সুমন কাঞ্জিলাল। এদিন সুমন কাঞ্জিলালকে উত্তরীয় এবং ফুলের তোড়া দিয়ে সংবর্ধনা করেন আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা। এদিন সুমন কাঞ্জিলাল জানান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ পদ। এই পদে কাজ করার জন্য সকলের সহযোগিতা কামনা করছি।

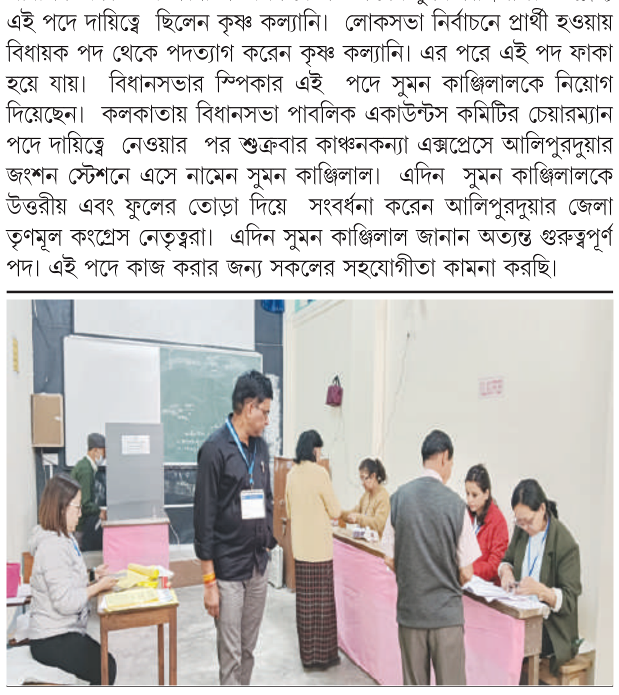

দার্জিলিং লোকসভা আসনের পুলিশ পর্যবেক্ষক প্রদীপ কুমার যাদব একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রের নির্বাচনী প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করছেন। । (ছবি- পিআইবি, কলকাতা)

রামনবমী অশান্তি, বহরমপুরে নির্বাচন পিছিয়ে দেওয়ার কথাও বলেছেন প্রধান বিচারপতি!

দুরন্ত বার্তা, মুর্শিদাবাদ, ২৬ এপ্রিল ঃ রামনবমীর দিন মুর্শিদাবাদে গন্ডগোলের ঘটনায় ২টি রিপোর্ট পেশ করল রাজ্য। মুর্শিদাবাদের পুলিস সুপার এবং সিআইডির তরফে এই রিপোর্ট পেশ করা হয়েছে। একাধিক জায়গায় বোমাবাজির অভিযোগ করা হয়েছে, কিন্তু আমরা তদন্তে এখনও সেরকম কিছু পাইনি। রিপোর্টে জানাল রাজ্য। ওদিকে রিপোর্ট দেবে এনআইএ-ও। রামনবমীর দিন মুর্শিদাবাদে মিছিলে অশান্তির ঘটনাটি এনআইএয়ের তদন্তের আওতায় আসে কিনা, তা খতিয়ে দেখে রিপোর্ট দেবে তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। ১০ মে পরবর্তী শুনানি। প্রসঙ্গত, মুর্শিদাবাদে রামনবমীর মিছিলে অশান্তিতে কড়া মনোভাব নিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণে প্রধান বিচারপতির সাফ মন্তব্য, 'নির্বাচন কমিশনকে বলব বহরমপুরে নির্বাচন যেন পিছিয়ে দেওয়া হয়'! প্রধান বিচারপতির চাঁছাছোলা মন্তব্য, 'মানুষ যেখানে ৮ ঘণ্টা শান্তিপূর্ণভাবে উৎসব পালন করতে পারে না, সেখানে এই মুহূর্তে ভোটের প্রয়োজন নেই।' উল্লেখ্য, মুর্শিদাবাদে রামনবমী মিছিলে অশান্তির ঘটনায় এনআইএ তদন্তের দাবিতে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করেছে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। তাদের বক্তব্য, 'গত বছর রামনবমীর মিছিলে অশান্তি ছড়িয়ে পড়েছিল হাওড়ায়। সেই ঘটনার তদন্ত করছে এনআইএ। এবার একইভাবে অশান্তি ছড়িয়েছে মুর্শিদাবাদে। যাঁরা ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি ছড়িয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। কিন্তু রাজ্য প্রশাসন তদন্ত করতে পারবে না। এনআই-কে তদন্তভার দেওয়া হোক'।

কলকাতায় জঙ্গি গতিবিধি নজরে জোর লালবাজারের, বিশেষ পোর্টাল চালুর ভাবনা

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ঃ বেঙ্গালুরু বিস্ফোরণে অভিযুক্ত আবদুল মতিন তহ্বা এবং মুসাভির হুসেন সাজিদ কলকাতায় ১৯ দিন একের পর হোটেলে গা ঢাকা দিলেও সে কথা জানতে পারেনি কলকাতা পুলিশ। স্বাভাবিক কারণেই শহরের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কলকাতা পুলিশ প্রশ্নের মুখে পড়ে। সেই ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে কলকাতা শহরে থাকা সব হোটেল এবং অতিথিশালায় পুলিশের নজরদারি বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নিয়েছে লালবাজার। কলকাতা বা রাজ্যের কোনও জায়গার হোটেলে বিদেশের নাগরিকরা থাকতে চাইলে রেজিস্টার খাতায় নাম এন্ট্রি করার সময়ই হোটেল কর্তৃপক্ষর তরফে সংশ্লিষ্ট অতিথিকে পুলিশের দেওয়া 'সি ফর্ম' পূরণ করানো হয়। এটা বাধ্যতামূলক। হোটেল থেকে সেই তথ্য পৌঁছে যায় থানায়। উদ্দেশ্য একটাই, বিদেশে কেউ কোনও অপরাধ করে এরাজ্যে গা ঢাকা দিতে চাইলে তা সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের নজরে চলে আসে। কিন্তু দেশের যেকোনও প্রান্ত থেকে যে কেউ কলকাতা বা জেলা শহরের হোটেলে উঠলে এতদিন এই ধরনের কোনও ফর্ম পূরণ করতে হত না। তবে অদূর ভবিষ্যতে বিদেশি নাগরিকদের মতো এদেশের বাসিন্দাদের হোটেলে থাকতে হলে এই ধরনের ফর্ম পূরণ করতে হতে পারে। লালবাজার সূত্রের খবর, এজন্য একটি বিশেষ পোর্টাল চালুর ভাবনা চিন্তা চলছে। ফলে দেশের কোনও প্রান্তে অপরাধ ঘটিয়ে কলকাতা বা রাজ্যের অন্যত্র হোটেলে কেউ গা ঢাকা দিতে চাইলে সঙ্গে সঙ্গে তা পুলিশের নজরে চলে আসবে। বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা আগে থেকেই চলছিল। তবে সাম্প্রতিক দুটি ঘটনার পর এই ব্যাপারে তৎপরতা বাড়ানো হয়েছে। সূত্রের খবর, রাজারাম কলকাতায় শেক্সপিয়ার সরণি এলাকার একটি হোটেলে উঠেছিলেন। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তাঁর পিএ-র মোবাইল নম্বরও জোগাড় করেছিলেন তিনি। শুধু তাই নয়, অভিষেকের আপ্তসহায়কের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন রাজারাম। তারপরই নাকি অভিষেকের বাড়ির সামনে থেকে ঘুরে যান তিনি। বস্তুত, এই দুটি ক্ষেত্রেই অভিযুক্তরা কলকাতার হোটেলে উঠলেও পুলিশের কাছে এ বিষয়ে সেই সময় কোনও তথ্যই ছিল না। সূত্রের দাবি, সে কারণেই এবার থেকে হোটেলগুলিতে নজরদারি বাড়ানোর ভাবনাচিন্তা চলছে। সেই সূত্রেই নয়া পোর্টালের পরিকল্পনা।

আয় বহির্ভূত মামলায়, রাজ্যসরকারে ছাড়পত্র নেই, তাই বাতিল মনোনয়ন বিজেপি প্রার্থীর

দুরন্ত বার্তা, বীরভূম, ২৬ এপ্রিল ঃ বীরভূম লোকসভার বিজেপি প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস দেবাশিস ধরের মনোনয়ন বাতিল করল নির্বাচন কমিশন। তারপরই কলকাতা হাইকোর্টে পিটিশন করেছেন বীরভূম লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ধর। মুখ্যমন্ত্রী জেলা সফরে এসে দেবাশিস ধরকে একজন সরকারি কর্মচারী হিসেবে কোনো ক্লিয়ারেন্স দেয় নি এবং তার তদন্ত চলছে, বলে মন্তব্য করেন। আর তার পরেই অশনি সঙ্কেত দেখে বিজেপি নেতৃত্ব। তাই দেরী না করে বৃহস্পতিবার ড্যামি প্রার্থী হিসেবে হিন্দু সংহতির নেতা দেবতনু ভট্টাচার্য্যের মনোনয়নপত্র জমা দেয় বঙ্গ বিজেপি। আসানসোলে বাড়ি দেবতনু ভট্টাচার্য্যের। তবে হিন্দু সংহতির নেতা হিসেবে দক্ষিণবঙ্গে তার পরিচিতি আছে। বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়ের বিরুদ্ধে প্রাক্তন পুলিশ কর্তা আইপিএস দেবাশিস ধরকে প্রার্থী করেছিল বিজেপি। সেই বাজি না হারতে বিজেপি এবার একটু চাপেই, বলে মনে করছে সব মহল। ২০২১ সালে বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন তিনি কোচবিহার জেলার পুলিশ সুপার ছিলেন দেবাশিস। নির্বাচনের দিন শীতলকুচিতে বুথে ঝামেলার সময় গুলি চালান কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা। গুলিবিদ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় চার জনের। এই ঘটনায় তৎকালীন পুলিশ সুপার দেবাশিস ধর নির্বাচন কমিশনকে যে রিপোর্ট দেন, তাতে অখুশি ছিল রাজ্য সরকার। অভিযোগ, এরপরেই দেবাশিস ধরকে সাসপেন্ড করা হয়। এমনকি, ২০২২ সালে তাঁর বিরুদ্ধে আয়বহির্ভূত সম্পত্তির অভিযোগও ওঠে। যার তদন্ত শুরু করে রাজ্য পুলিশের সিআইডি। দেবাশিস ধরের বাড়ি-সহ বিভিন্ন ডেরায় হানা দেন তদন্তকারী অফিসাররা। এখনও সেই মর্মে দুটি মামলা চলছে। সেই মামলায় রাজ্য সরকারের কাছ থেকে ক্লিয়ারেন্স না-পাওয়ায় দেবাশিস ধরের মনোনয়ন পত্র বাতিল করে দেয় নির্বাচন কমিশন। ১৩ মে চতুর্থ দফায় বীরভূম লোকসভা কেন্দ্রে নির্বাচন। কমিশন দেবাশিসের মনোনয়নপত্র বাতিল করায় দেবতনু এখন বীরভূম লোকসভায় বিজেপি প্রার্থী। অবশ্য কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন বলে জানিয়েছেন দেবাশিস ধর। এই ঘটনায় দুঃখপ্রকাশ করেছেন তৃণমূল প্রার্থী শতাব্দী রায়। তবে তাঁর দাবি, বিজেপি প্রার্থী যিনিই হোন, জিতবেন তিনিই। শতাব্দীর কথায়, খারাপ লাগছে। যে দলেরই হোক, এত দিন ধরে উনি প্রচার করলেন। একটা মানসিক প্রস্তুতি তো থাকে সবার। সেই জায়গা থেকে মনোবল ভেঙে যায়। তবে এটা ঠিক, উনি প্রার্থী থাকলেও আমিই জিততাম, এখনও আমিই জিতব।

গরুবাথান-পর্যটনকে বিশ্বের কাছে তুলে ধরতে এবার মডেল বুথ টুরিজম

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ এপ্রিল ঃ অষ্টাদশ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে শুক্রবার সকাল থেকে। রাজ্যের দার্জিলিং, বালুরঘাট ও রায়গঞ্জ তিনটি আসনেই চলছে ভোটগ্রহণ। দার্জিলিং লোকসভা আসনের অন্তর্গত গরুবাথান ব্লকের যুদ্ধবীর বেসিক জুনিয়র স্কুলে ২২২৮৪ এবং ২২২৮৪ (এ) বুথের ভোটগ্রহণ চলছে। এই বুথকে 'মডেল বুথ' হিসেবে তৈরি করা হয়েছে। পাহাড়ি এলাকার অন্তর্গত এই ব্লকের পর্যটনের দিকে লক্ষ্য রেখে বিভিন্ন ধরনের থিমকে তুলে ধরা হয়েছে। পাহাড়ি নদী, ঝোরা, চা-বাগান, বুদ্ধ টেম্পল, পাহাড়ের সূর্যোদয়-সহ একাধিক বিষয়কে তুলে ধরা হয়েছে। ভোটারদের জন্য রয়েছে সেলফি জোন -সহ পর্যাপ্ত পরিমাণে বসার জায়গা। পাশাপাশি রয়েছে পানীয় জল-সহ অন্যান্য সুযোগ-সুবিধাও। ভোটারদের পাশাপাশি পর্যটকদের মধ্যেও এলাকার পর্যটন বিকাশের লক্ষ্যে মডেল বুথ হিসেবে সাজিয়ে তোলা হয়েছে গরুবাথানকে। আর সব কিছুকে মিলিয়ে আলাদা উন্মাদনার মধ্য দিয়েই ভোট গ্রহণ চলছে গরুবাথানের এই বুথে। এখানে মোট ভোটার সংখ্যা ১৫০৬। ইতিমধ্যেই বহু ভোটার তাঁদের ভোট প্রদান করেছেন। প্রসঙ্গত, শুক্রবার দ্বিতীয় দফার ভোট হচ্ছে রাজ্যের তিন এলাকায়। সব জায়গায় ভোট যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয়, সেই ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন বুথে যেমন মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্র বাহিনী, তেমনই রয়েছে পুলিসও। সেই কাজেরই অংশ হিসেবে এবার হাতির উপদ্রবপ্রবণ এলাকায় বাড়তি নজরদারি করছে প্রশাসন। উত্তরবঙ্গের বহু জায়গায় হাতির আশঙ্কা আছে। কী পরীক্ষার সময়ে, কী ভোটের সময়ে হাতির হাত থেকে নিস্তার নেই। এবারের নির্বাচনী ব্যবস্থার কাজের তালিকায় তাই হাতি ঠেকোনার কথাটাও মাথায় রাখা হয়েছে। সেই হিসেবে যেসব বুথ-অঞ্চলে হাতির আনাগোনা বেশি, সেই সব বুথে বন দফতরের পক্ষ থেকে কর্মীরা মোতায়েন রয়েছেন। যেমন ছিলেন প্রথম দফার ভোটেও। আজ এই ছবি দেখা গেল কালিম্পং জেলার মংপং বনবস্তি এলাকায়। মংপং বনবস্তির যে প্রাথমিক স্কুলে ভোট হচ্ছে, তার আশেপাশেই রয়েছে মংপং জঙ্গল। এই জঙ্গল থেকে হামেশাই হাতির দল বেরিয়ে চলে আসে এই এলাকায়, এমনকি স্কুলপ্রাঙ্গণেও! এরকম ছবিই দেখা গিয়েছিল মালবাজার মহকুমার ক্রান্তি ব্লকের মেচ বস্তি এলাকায়। মেচ বস্তির যে প্রাথমিক স্কুলে ভোট হচ্ছিল, তার আশেপাশেই তারঘেরা জঙ্গল। এই জঙ্গল থেকে হামেশাই হাতির দল চলে আসে মেচ বস্তি এলাকায় এবং স্থানীয় স্কুলপ্রাঙ্গণ এলাকাতেও। এদিকে এদিন সাতসকালেই খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ। ঘটনাটি ঘটেছে মালবাজার মহকুমার ক্রান্তি ব্লকের দক্ষিণ হাঁসখালি মৌজায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরে চা-বাগান সংলগ্ন এই এলাকায় প্রতিনিয়ত ছাগল-গরু আক্রমণ করছিল চিতাবাঘটি, ধরে নিয়েও যাচ্ছিল।

স্বরূপগঞ্জ ফেরীঘাট সংলগ্ন এলাকায় দুটি সদ্যোজাত শিশুর দেহ উদ্ধারে চাঞ্চল্য

দুরন্ত বার্তা, নবদ্বীপ, ২৬ এপ্রিল ঃ স্বরূপগঞ্জ ফেরীঘাট সংলগ্ন এলাকায় ভাগীরথী নদীর পাড়ে দুই সদ্যোজাতর দেহ উদ্ধাকে ঘিরে তীব্র চঞ্চল্য ছড়াল এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যায় নবদ্বীপ থানার পুলিশ। বিকেল প্রায় সাড়ে তিনটা নাগাদ দেহ দুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় মহেশগঞ্জ গ্রামীণ হাসপাতালে। সেখানেই কর্তব্যরত চিকিৎসক মৃত বলে ঘোষণা করেন। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা যায়, শুক্রবার বিকেল আনুমানিক তিনটে নাগাদ স্থানীয় এক যুবক সমীর হালদার স্বরূপগঞ্জ ফেরীঘাট সংলগ্ন জল প্রকল্পের কাছে ভাগীরথী নদীতে স্নান করতে যায়। সেই সময় তার নজরে আসে নদীর পাড়ে কচুরিপানার ঝোপের মধ্যে দুই সদ্যোজাত শিশুর দেহ পড়ে আছে। এই খবর ভাগীরথী তীরবর্তী গ্রাম চর-স্বরূপগঞ্জ এলাকায় ছড়িয়ে পড়তেই কাতারে কাতারে মানুষ সদ্যোজাত দুই শিশু পুত্রকে একটিবার চোখের দেখা দেখতে ভিড় জমাতে শুরু করে নদীর পাড়ে। অপরদিকে প্রত্যক্ষদর্শী যুবক অন্যান্যদের সাহায্য নিয়ে খবর পাঠায় নবদ্বীপ থানায়। স্থানীয় বাসিন্দাদের কাছ থেকে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে নবদ্বীপ থানার পুলিশ। পরে দুই সদ্যোজাত শিশু পুত্রের দেহ দুটি উদ্ধার করে নিয়ে যায় পুলিশ। প্রত্যক্ষদর্শী যুবক সমীর হালদার জানান, প্রতিদিনের মতো এদিনও বিকেল তিনটে নাগাদ জল প্রকল্প সংলগ্ন নদীর ঘাটে স্নান করতে আসি। সেই সময় ঘাটের পাশে কচুরীপানার ভিতরে দুটি সদ্যজাত শিশুর দেহ পরে আছে। সঙ্গে সঙ্গে খবর পাঠাই নবদ্বীপ থানায়। থানার পুলিশ এসেবিকেল প্রায় সাড়ে তিনটে নাগাদ মৃত দুই সদ্যজাতর দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় হাসপাতালে। উল্লেখ থাকে আজ থেকে প্রায় বছর খানেক আগে ঠিক একই জায়গায় দুটি সদ্যোজাত শিশুর দেহ উদ্ধার ঘিরে তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল এলাকায়। স্থানীযদের প্রশ্ন বারবার ঠিক একই জায়গায় কেন বারবার ফেলে যাওয়া হচ্ছে সদ্যোজাতর দেহ। কে বা কারা বারবার একই জায়গায় দেহগুলি ফেলে যাচ্ছে তা জানতে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে নবদ্বীপ থানার পুলিশ।

ভোট মিটতেই সরগরম বালুরঘাট

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ২৬ এপ্রিল ঃ ভোটের পেরালো প্রায় ৩ ঘন্টা। আর এর মধ্যেই নিজের কেন্দ্রে সস্ত্রীক ভোট দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাট কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার। তাঁর ভোট মিটতেই সরগরম বালুরঘাট। বালুরঘাটের পতিরাম গার্লস স্কুলের ১০০ নম্বর বুথে সুকান্ত মজুমদার কে ঘিরে 'গো ব্যাক' স্লোগান দিল তৃণমূল কর্মীরা। একই সাথে শোনা গেল 'জয় বাংলা' স্লোগান। যা শুনে রীতিমতো তেড়ে গেলেন সুকান্ত মজুমদার। আর তাঁর সঙ্গেই গেলেন তাঁর নিরাপত্তারক্ষীরা এবং দলীয় কর্মীরা। বুথের সামনেই প্রায় হাতাহাতির উপক্রম হল বিজেপি-তৃণমূলের মধ্যে। যা জানা যাচ্ছে, এই বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে তৃণমূল ক্যাম্প বসিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করছিল বলে অভিযোগ করে বিজেপি। তাতে বিজেপি যুব মোর্চার সাধারণ সম্পাদক জ্যোতিষ রায় বাধা দিলে তাকে ধরে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। এই খবর পেয়ে বিজেপি রাজ্য সভাপতি তথা প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার ঘটনাস্থলে পৌঁছলে তাকে ঘিরে বিক্ষোভ ও 'গো ব্যাক' স্লোগান দিতে থাকে তৃণমূলের কর্মীরা। যা শুনে কার্যত রেগে যান সুকান্ত মজুমদার। পাল্টা তৃণমূলের অভিযোগ, বুথে ঢোকার সময় থেকেই বিজেপির তরফ থেকে শোনা যায় 'জয় শ্রী রাম' ধ্বনি। কেন ভোট কেন্দ্রে ধর্মীয় ভাবাবেগে উস্কানি দেবে বিজেপি, সেই নিয়েই প্রতিবাদ করেন তৃণমূলের কর্মীরা। তাতেই নাকি তেড়ে আসেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি। অন্যদিকে, সুকান্ত বাবুর অভিযোগ, বিজেপির মহিলা মোর্চার কর্মীদের অশ্লীল ভাষায় আক্রমণ করে তৃণমূল। তাতেই চোটে যান তিনি। ঘটনাস্থল থেকেই সরাসরি বালুরঘাটের আইসি-কে হুমকি পর্যন্ত দেন সুকান্ত মজুমদার। তাঁর চাকরি খেয়ে নেওয়ার হুমকি পর্যন্ত দেন তিনি। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন। কীভাবে বুথের সামনে এমন ঘটনা ঘটল, তা জানতে চেয়েছে কমিশন।

ফাঁসিদেওয়ায় মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বুথ, ভোটারদের লম্বা লাইন

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল ঃ আজ দ্বিতীয় দফায় লোকসভা ভোট। দার্জিলিং, বালুরঘাট এবং রায়গঞ্জে ভোট উৎসবে মানুষ। এই তিন লোকসভা কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গার পাশাপাশি ফাঁসিদেওয়া উচ্চ বিদ্যালয়ের ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে শুরু হয়েছে ভোট। সকাল থেকেই ভোটারদের লম্বা লাইন। মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে এই বুথ, মহিলা ভোটকর্মীদের পাশাপাশি মহিলা কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে চলছে ভোটগ্রহণ।

অগ্নিকাণ্ডে পুড়ে ছাই সারের দোকান

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ এপ্রিল ঃ শুক্রবার ভোরবেলা সারের দোকান আগুনে পুড়ে ছাই ঘটনাটি ঘটেছে বামনগোলা ব্লকের চাঁদপুর অঞ্চলের ছোট পাতারি গ্রামে। আনুমানিক ভোর চারটা নাগাদ হঠাৎ সারের দোকানের মধ্যে দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে আগুন। এলাকাবাসীরা জানতে পেরে খবর দেয় সারের দোকানের মালিক কে। ঘটনাস্থলে আসেন দোকানের মালিক। এলাকাবাসী আগুন নেভানোর চেষ্টা করলেও আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে পারিনি ইতিমধ্যে খবর দেওয়া হলে দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছা আগুন নিয়ন্ত্রণ আনতে আনতেই পুড়ে ছারখার হয়ে যায় দোকানের থাকা সামগ্রিক। দোকানের মালিক সুধাংশু মজুমদার জানান, ভোররাতে খবর পাই তার দোকানে আগুন লেগেছে ইতিমধ্যে দমকলে খবর দিলে দমকল বাহিনী ৭ টা নাগাদ এসে পৌঁছায় ইতিমধ্যে দোকানের সব জিনিসপত্র পুড়ে ছারখার হয়ে যায় দোকানে ক্ষয়ক্ষতি পরিমাণ এখনো সঠিকভাবে না জানলেও অনুমান করছেন ২৫ থেকে ২৬ লাখ টাকার যাবতীয় জিনিস পুড়ে ছারখার হয়েছে। ইতিমধ্যে অনুমান করা হচ্ছে ইলেকট্রিকের শর্ট সার্কিটের জেরেই এই আগুন লাগে দোকানে।

রাজু বিস্টকে ঘিরে বিক্ষোভ তৃণমূলের, উঠল 'গো ব্যাক' স্লোগান

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি পুরনিগমের টিকিয়াপাড়া এলাকায় ক্ষোভের মুখে পড়লেন দার্জিলিংয়ের বিজেপি প্রার্থী রাজু বিস্ট। তৃণমূল কাউন্সিলার সম্পৃতা দাসের নেতৃত্বে বিদায়ী সাংসদকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখানো হয়। যদিও বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ঠান্ডা মাথায় কথা বলেন রাজু বিস্ট। তিনি জানান, প্রার্থীকে বাধা দেওয়া তৃণমূলের সংস্কৃতি। পাশাপাশি তিনি এও জানান, যে দলেরই হোক না কেন, যেটা ভুল সেটা ভুল। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছে তৃণমূল। অন্যদিকে, এদিন হিন্দি হাইস্কুলে ভোটারদের মধ্যে ঝামেলার খবর পাওয়া যায়। এদিকে এদিন ৪ নম্বর ওয়ার্ডে হেমন্ত বসু কলোনি স্কুলে এক ভোটার ভোট দিতে গিয়ে দেখেন নিজের এবং পরিবারের নাম লিস্ট থেকে কাটা পড়েছে।

বিজেপি-র শঙ্করের মন্তব্যে চটলেন গৌতম

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল ঃ 'পুরো শিলিগুড়ি শহরে, কোথাও যেন মনে হচ্ছে যে, বডি ল্যাঙ্গোয়েজে অন্যদের কোনও উৎসাহ দেখলাম না। অর্থাৎ রাজু বিস্তের জয় কতখানি সুনিশ্চিত আজকে পোল এনভায়রনমেন্ট ডে অর্থাৎ ভোটের দিনে আমি অনুধাবন করলাম।' শুক্রবার সকাল সকাল ভোট দিলেন সস্ত্রীক শঙ্কর ঘোষ। আর তারপরই তিনি সংবাদমাধ্যমে এ কথা বললেন। তিনি বলেন, 'বিরোধীদের বডি ল্যাঙ্গোয়েজে এত নিস্পৃহতা, অবসাদ, ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতা আমি আগে কখনও দেখিনি।' দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রে ভোটের উত্তাপ ছড়ায় এই কথায়। তেলেবেগুনে জ্বলে ওঠেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। বলেন, বডি ল্যাঙ্গোয়েজ মানেটা কী? এখানে দাঁড়িয়ে কি ডিসকো ডান্স করব?'' লোকসভা ভোটের প্রচারে গিয়ে, রাজনৈতিক নেতা-নেত্রীদের ভাষা ব্যবহার ঘিরে বিতর্কের শেষ নেই। ভোটে কি শরীরি ভাষাও বিবেচ্য বিষয়? শরীরী ভাষাও কি হার-জিতের ইঙ্গিত দিয়ে থাকে? তা নিয়েই শুক্রবার শিলিগুড়িতে যুযুধান দুই পক্ষের মধ্যে দেখা দিল তরজা।

সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. এন-২০২৪-কে-১ তারিখঃ ১৬-০৪-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেণ্ডার সংখ্যা. এন-২০২৪-কে-১ কাজের নামঃ নিউ জলপাইগুড়ি জংশন-শিলিগুড়ি জংশনের জন্যে (য়ার্ড লাইনস) সিগন্যাল এবং টেলিকম কাজ- জ্যেষ্ঠ ডিইএন/III/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে শিলিগুড়ি জংশন-আলুয়াবাড়ি রোড (এসএল)-এসইজে এবং টিটিআর (এফএস + সিএস + সিএমএসসি)- ৮ সেট (১ঃ১২-৫ সেট এবং ১ঃ৮-৩ সেট)। টেণ্ডার রাশিঃ ১৩,৪১,১১৪.০৬ টাকা। বায়না রাশিঃ ২৬,৮০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৮-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেণ্ডারের টেণ্ডার প্র-পত্রের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিবরণ আগামী ০৮-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (এসএণ্ডটি)/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএসও/কেজিপি/ই-টেন্ডার/এপিআর ২৪/৩, তারিখ : ২৫.০৪.২০২৪। সিনিয়র ডিভিসনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ওপি/খড়গপুর, ডিআরএম বিল্ডিং, ২য় তল, দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে, খড়গপুর-৭২১৩০১ ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে নিম্নলিখিত কাজের জন্য আইটেমের ক্ষেত্রে উল্লিখিত তারিখে দুপুর ৩টের পূর্বে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন এবং টেন্ডারটি দুপুর ৩.৩০ মিনিটে খোলা হবে। **কাজের বিবরণ**: ২ বছর অর্থাৎ ৭৩০ দিন মেয়াদের জন্য টিকিয়াপাড়া, খড়গপুর, হলদিয়া (এইচডিসিবি) ও রূপসার কম্বাইন্ড ক্রু লবিতে পরিচালিত সাবার্বান ট্রেন ও মালগাড়ির জন্য সিএমএস-এর (ক্রু ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম) আউটসোর্সিং। **টেন্ডার মূল্য** : ৯৩,৩৯,৫১৮.৪৬ টাকা। **ইএমডি** : ১,৮৬,৮০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য**: ৫,০০০ টাকা। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমা** : ২ বছর (৭৩০ দিন)। **জমার তারিখ**: ২১.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ৩টে পর্যন্ত। **খোলার তারিখ** : ২১.০৫.২০২৪। টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/স্পেসিফিকেশনের জন্য ইচ্ছুক টেন্ডারদাতারা **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইট দেখতে পারেন এবং অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার কোনভাবেই গৃহীত হবে না। **দ্রষ্টব্য :** সকল টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে সম্ভাব্য দরদাতারা নিয়মিতভাবে www.ireps.gov.in দেখতে পারেন। **(PR-86)**

গুডস য়ার্ড সুবিধাসমূহের আধুনিকীকরণ

ই-টেণ্ডার নোটিস নং. ইএল_জিএস_০১_২৪-২৫ তারিখঃ ২৪-০৪-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেণ্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ রানিপাত্র: গুডস য়ার্ড সুবিধাসমূহ যেমন সিসিটিভি, আলোকসজ্জার ব্যবস্থা, চতুর্দিকের এলাকার উন্নয়ন ও নর্দমার নিকাশির আধুনিকীকরণ সহ অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। টেণ্ডার রাশিঃ ৪৩,৬৯,১৭২/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৮৭,৪০০/- টাকা। টেণ্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৭-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। বিস্তৃত তথ্যের জন্যে অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে অবলোকন করুন।

জ্যেষ্ঠ ডিইই/টিআরডি/কাটিহার

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

লামডিং ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজগুলি

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: :এলএমজি/ইএনজিজি/৬১ অফ ২০২৪, তারিখ: ২২-০৪-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে; ক্রম নং.-১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ: ডিইএন/I/লামডিং -এর এখতিয়ারের অধীনে নারাঙ্গি-ল্যাংচোলিয়েট সেকশনে সিবিই -এর অনুমোদিত পরিকল্পনা অনুযায়ী ছোট সেতুগুলিতে সুরক্ষার কাজের ব্যবস্থা করা। টেন্ডার মূল্য: ₹ ২,০৮,১৩,৭২৪.৪৬; বায়না মূল্য: ₹ ২,৫৪,১০০/-; উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১৬-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায় এবং খোলা ১৭-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ১৬-০৫-২০২৪ তারিখে ১৫:০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং

উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে

প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

Govt. of West Bengal

Tender is hereby invited by the Executive Engineer, PWD, South 24 Parganas Electrical Division, 57/2, Diamond Harbour Road, Kolkata-700023 from the eligible contractors for the following works. Name of Works: i) Temporary Electrical Installation and DG Set, on hire basis, for accommodation of CAPF for 21 Nos. locations of Usthi PS under Diamond Harbour Police District, in connection with ensuring GE to Loksabha-2024 (for 46 days). (Tender Ref: 22/Q of South 24 pgsed of 2024-25). Bid submission start date: **29.04-2024 at 10.30 A.M**. Bid Submission closing: **29.04-2024 at 11.00 A.M**. Bid opening Date: **29.04-2024 after 11.00 A.M.**

Sd/- P. Sarkar
Executive Engineer, PWD
South 24 Parganas
Electrical Division

NOTICE INVITING QUOTATION
Bearing No-12,13,14 & 15/2024-25

Sealed Quotation are invited by the Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, PWD, Purta Bhavan (1st floor), P.O.- Sadarghat, Burdwan from Bonafied Licensed Contractor's having necessary credentials for doing similar nature of works in Govt.organizations....Temp. El Work for CAPF Accommodation: 1.Temporary Electrification Work for Accommodation of CAPF at Nadanghat Police Station in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024 (Phase-III). 2.Temporary Electrification Work for Accommodation of CAPF at Purbasthali Police Station in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024 (Phase-III). 3.Temporary Electrification Work for Accommodation of CAPF at Raina Police Station in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024 (Phase-III). 4.Temporary Electrification Work for Accommodation of CAPF at Galsi Police Station in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024 (Phase-III). Last date of issue of Tender Papers is up to:-**3 P.M on 27.04.2024**. L/D of tender dropping **27.04.2024 (up to 4 P.M.)** & all tenders received will be opened shortly thereafter.

Sd/-Executive Engineer, P.W.D.
Bardhaman Electrical Division

NOTICE INVITING QUOTATION
Bearing No-7,8,9,10 & 11/2024-25

Sealed Quotation are invited by the Executive Engineer, Bardhaman Electrical Division, PWD, Purta Bhavan (1st floor), P.O.- Sadarghat, Burdwan from Bonafied Licensed Contractor's having necessary credentials for doing similar nature of works in Govt.organizations....Temp. EI Work for CAPF Accommodation: 1.Temporary Electrification Work for Accommodation of CAPF at Khandaghose Police Station in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024 (Phase-III). 2.Temporary Electrification Work for Accommodation of CAPF at Monteswar Police Station in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024 (Phase-III). 3.Temporary Electrification Work for Accommodation of CAPF at Kalna Police Station in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024 (Phase-III). 4.Temporary Electrification Work for Accommodation of CAPF at Madhabdihi Police Station in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024 (Phase-III). 5.Temporary Electrification Work for Accommodation of CAPF at Mongalkote Police Station in Purba Bardhaman for Parliamentary General Election 2024 (Phase-III) . Last date of issue of Tender Papers is up to:-**3 P.M on 27.04.2024**. L/D of tender dropping **27.04.2024 (up to 4 P.M.)** & all tenders received will be opened shortly thereafter.

Sd/-Executive Engineer, P.W.D.
Bardhaman Electrical Division

Government of West Bengal
O/O the Superintending Engineer, PWD
South-Western Electrical Circle,
Sahid Mangal Pandey Sarani, Midnapur-721101

Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ05/2024-25
Tender ID: 2024_WBPWD_688644_1
Last date of submission of bid :- 06.05.2024 up to 16:00 Hrs
Name Of Work: Annual Comprehensive maintenance of Air Conditioning System of Mother and Child Hub Building, Midnapur under MMCES-I, PWDte.
&
Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ06/2024-25
Tender ID: 2024_WBPWD_688645_1
Last date of submission of bid :- 06.05.2024 up to 16:00 Hrs
Name Of Work : Annual Comprehensive maintenance of Air-Conditioning System of different buildings of Midnapore Medical College & Hospital (except MCH building) under MMCES-I, PWDte.
&
Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ07/2024-25
Tender ID: 2024_WBPWD_688648_1
Last date of submission of bid :- 11.05.2024 up to 16:00 Hrs
Name Of Work:- Annual Comprehensive maintenance of Air Conditioning System of different buildings of Midnapore Medical College under MMCES-II, PWDte.
&
Notice Inviting e-Quotation No. – WBPWD/SE/SWEC/NIQ08/2024-25
Tender ID:- 2024_WBPWD_688649_1
Last date of submission of bid :- 06.05.2024 up to 16:00 Hrs
Name Of Work:- Annual Comprehensive maintenance of 3 x 10 body and 2x 6 body Mortuary Cooler and 1 no. decomposed Mortuary chamber at Midnapur Medical College and Hospital under MMCES-II, PWDte.

Further details can be seen in the above mentioned office during working hours or in Official Website **www.pwdwb.gov.in** For all details and online tender submission visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/-
SE,SWEC,PWDte

সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন ফর রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন, প্রয়াগরাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নংঃ ০২২ ৪৫০০০ — তারিখ ঃ ২৬.০৪.২০২৪

ই-টেন্ডার নোটিশ

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে, প্রধান প্রধান উপকরণ ব্যবস্থাপক, সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন রেলওয়ে ইলেকট্রিফিকেশন, প্রয়াগরাজ, নিম্নলিখিত ই-ওপেন টেন্ডার আমন্ত্রণ জানিয়েছেনঃ-

ই- টেন্ডার নং	সংক্ষিপ্ত বর্ণনা	পরিমাণ	দরপত্রের শেষ তারিখ
০২২ ৪৫০০০	পোর্টেবল ডিজিটাল হাই ভোল্টেজ পরীক্ষক (৯৫ KB পর্যন্ত)	৪ নং	২১.০৫.২৪

বিঃদ্রঃ - উপরের ই-ওপেন টেন্ডার এবং টেন্ডার ডকুমেন্টের সম্পূর্ণ তথ্য IREPS ওয়েবসাইট অর্থাৎ http://www.ireps.gov.in-এ উপলব্ধ। উপরের দরপত্রের বিপরীতে শুধুমাত্র ই-বিড গৃহীত হবে। ই-বিডগুলি টেন্ডার খোলার তারিখে ১১.০০ টার আগে জমা দেওয়া যেতে পারে।

ভারতের রাষ্ট্রপতির পক্ষে,
প্রিন্সিপাল চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার
সেন্ট্রাল অর্গানাইজেশন রেলওয়ে
ইলেকট্রিফিকেশন, প্রয়াগরাজ

PR -35/2024

PAMM ''হাসি মুখে গ্রাহক পরিসেবা''

গৃহস্থালী

গরমে বাড়ির গাছে কতটা জল দিতে হবে?

বৈশাখের তীব্র দহনজ্বালা। তাতেই ওষ্ঠাগত প্রাণ। মানুষের যদি এই অবস্থা হয় তাহলে বাড়িতে থাকা সাধের গাছগুলোর কী হাল? এই সময় কিন্তু তাঁদের বাড়তি খেয়াল রাখতে হবে। বাড়িতে রাখা গাছে কতটা জল দেওয়া প্রয়োজন? কতটাই বা সার দেবেন? জেনে রাখুন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। ছোট্ট ছোট্ট গাছ। তাতেই অন্দরমহলের সৌঃদর্য বেড়ে যায়। এদের খেয়াল রাখতে গিয়ে কয়েকটি ভুল এড়িয়ে চলা প্রয়োজন। গাছে জল দেবেন, তবে অতিরিক্ত নয়। অনেকেই উচ্ছ্বসিত হয়ে গাছে ঘন ঘন জল দিয়ে ফেলেন। এতে গাছের ক্ষতি হয়। প্রত্যেক গাছের আলাদা পরিমাণ জল গ্রহণ করার ক্ষমতা রয়েছে। তা বুঝে তবেই জল টবে দিন। এই গরমেও সময়ও এটা মাথায় রাখবেন। জলের পাশাপাশি গাছের আলোরও প্রয়োজন হয়। কোনও গাছের জন্য রোদ প্রয়োজন, কোনও গাছ আবার শুধু ছায়ায় রাখা উচিত। এই বিষয়গুলি জেনেই গাছ কিনুন। অবশ্য যা গরম পড়েছে তাতে

গাছের পাতা শুকোবেই। পারলে গাছগুলো একটু ছায়াতেই রাখার বংঃদাবস্ত করুন। ভুল সার ব্যবহার করলেও গাছ নষ্ট হয়ে যায়। আর বাজারের অনেক সারের মধ্যে রাসায়নিক উপাদান থাকে। তাতে গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাই জৈব সারের উপর ভরসা রাখুন। কোনও কোনও গাছের একটু বেশি আর্দ্রতা প্রয়োজন হয়। সে খেয়াল অনেকেই রাখেন না। এতে গাছের ক্ষতি হয়। চাইলে বাড়িতে স্প্রে রাখতে পারেন। যাতে পাতাগুলিতেও জল দেওয়া যায়। খুব প্রয়োজন না পড়লে গাছের টব পালটানো উচিত নয়। এতে গাছের খুবই ক্ষতি হয়। প্রথমেই ঠিক করে নিন কোন টবে কোন গাছ রাখলে ভাল হয়।

বিস্কুট নরম হয়ে যাচ্ছে, কি করলে মুচমুচে থাকবে

অতিথির আগমন হয়েছে, তাঁকে চা বিস্কুট দিতে হবে। কিন্তু বিস্কুট দিতে গিয়ে দেখলেন তা নরম হয়ে গিয়েছে কি করবেন। তা বুঝতেই পারছেন না। আগামী দিনে যাতে এমন বিপদে পড়তে না হয়, তার জন্য কিছু ঘরোয়া কিছু টিপস দিলাম। ভালো করে বুঝে নিতে পারে। বিস্কুটের নরম হওয়া রুখতে কৌটো ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। কেমন কৌটো নির্বাচন করবেন, তা আগে দেখে নিন। বিস্কুট রাখার জন্য যেকোনও এয়ার টাইট কৌটো ব্যবহার করুন। তাতে বিস্কুট নরম হয়ে যাওয়ার সমস্যা থেকে রেহাই পেতে পারেন। বিস্কুট ঢেলে রাখার আগে টিস্যু পেপার দিয়ে কৌটো ভাল করে মুছে নিন। তাতে ভেজাভাব দূর হবে। বিস্কুট নরম হওয়ার আশঙ্কাও কমবে।এবার বিস্কুটের কৌটো ফ্রিজে ঢুকিয়ে রাখুন। তবে অবশ্যই খেয়াল রাখবেন কৌটো মুখ যেন শক্ত করে বন্ধ করা থাকে। বিস্কুটের নরম হওয়া রুখতে প্লাস্টিকে মুড়ে রাখুন। রাখলে মুচমুচে থাকবে। ক্রিম বিস্কুটের ক্ষেত্রে এই টোটকা কাজে লাগাতে পারেন। তাছাড়া এই টোটকায় আপনি বিস্কুটের

কিংবা অ্যালুমিনিয়ামের ফয়েলও কাজে লাগাতে পারেন। সেক্ষেত্রে কাউকে ওই বিস্কুট খেতে দেওয়ার ন্যূনতম ১০ মিনিট আগে ফ্রিজ থেকে বের করে রাখুন। তারপর তা পরিবেশন করুন। বিস্কুট এয়ার টাইট কৌটোতে ভরে ফ্রিজে রাখতে পারেন। ফ্রিজে বিস্কুট পাশাপাশি নিমকি, চানাচুরও রাখতে পারেন। বিস্কুট যদি নেতিয়ে যায়, তাহলে কৌটোর মধ্যে শুকনো পাউরুটি রেখে দিন। পাউরুটি সমস্ত আর্দ্রতা শুষে নেবে। এতে বিস্কুট আবার মুচমুচে হয়ে যাবে। এছাড়া পাউরুটির টুকরো রেখে দিতে পারেন।

ফুলদানির ফুল বেশি সময় তাজা রাখতে চান? জেনে রাখুন উপায়

বাহারি ফুল। তা দিয়ে ঘর সাজালে বেশ দেখতে লাগে। মন ভালো করে দেওয়া এক স্নিগ্ধতা সারা বাড়িতে ছড়িয়ে পড়ে। চোখ জোড়া জুড়িয়ে যায়। কিন্তু শুষ্ক এই হাওয়া ফুলের কোমল শরীরেও নিয়ে আসে রুক্ষতা। অল্প সময়েই ফুলদানির ফুল শুকিংয়ে যায়। কীভাবে এই ফুল বেশি সময় ধরে তাজা রাখবেন? রইল কিছু উপায়।

ফুলদানিতে ফুল রাখতে গেলে কাণ্ডে সঠিকভাবে কাটতে হয়। এটি খুব বেশি ছোট করবেন না। আর কাণ্ডের নিচের অংশটি ৪৫ ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে কাটবেন। যাতে একটু ছুঁচালোভাব তৈরি হয়। এতে ফুল বেশি সময় ধরে তাজা থাকে। ফুলদানিতে ফুলের কাণ্ড কতটা জলে ডুবে রয়েছে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। খেয়াল রাখবেন কাণ্ডের যে অংশ জলের ভিতরে রয়েছে তাতে যেন কোনও পাতা না থাকে। আবার যে অংশ জলের উপরে রয়েছে তার কোনও পাতা যেন জল ছুঁয়ে না থাকে। কারণ পাতায় আগে পচন ধরে।

জল ফুলের জন্য খুবই ভালো, তবে বেশি সময় ধরে নয়। তাই দুদিন অন্তর ফুলদানির জল পালটে ফেলুন। চাইলে সকালবেলা উপর থেকে ফুলে হালকা জল স্প্রে করে দিতে পারেন। এতে ফুল বেশি সময় ধরে ভালো থাকবে। আরও একটি পদ্ধতি রয়েছে। তার জন্য প্রয়োজন অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার, চিনি আর ব্লিচ। অ্যাপেল সাইডার ভিনিগার দুই চামচ নিন। তাতে দুচামচ চিনি আর অর্ধেক চা চামচ ব্লিচ মিশিয়ে মিশ্রণ তৈরি করুন। এবার তা ফুলদানিতে ঢেলে দিন। তাতে ফুল বেশিদিন ধরে তাজা থাকবে।

আমের রসে নষ্ট পোশাক হচ্ছে, কি করে দাগ দূর করবেন দেখুন

তীব্র দাবদাহে অস্বস্তি যতই থাক না কেন। গরমে আম খাওয়ার মজাই আলাদা। আম খেতে ভালবাসেন না, এমন মানুষের সংখ্যা বোধহয় খুবই কম। কিন্তু তা খেতে গিয়ে রসালো আম খেলে জামাকাপড় নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকেই। বিশেষ করে বাচ্চাদের। তাই সই দিকে বিশেষ খেয়াল রাখা প্রয়োজন। পোশাক নষ্টের আশঙ্কায় কী তা বলে আম খাওয়া ছেড়ে দেবেন? তা আবার হয় নাকি? পরিবর্তে জেনে নিন ঘরোয়া পদ্ধতিতে কি করে সেই রসালো আমের দাগ দূর করা যেতে পারে।তার জন্যই রইল কিছু টিপস।

জামাকাপড়ে আমের রস লেগে গেলে প্রথমে একটি চামচ নিন। ওই চামচ দিয়ে দাগটির উপর ঘষে ফেলুন। তাতে পোশাকে রসের সঙ্গে লেগে থাকা আম ঝরে পড়ে যাবে। এবার ওই জায়গাটির উপর ঠান্ডা জল ঢেলে দিন। সবচেয়ে ভাল হয় কল ১-২ মিনিট যদি চালিয়ে রেখে দেওয়া যায়।

একটি তোয়ালে নিন। ভিজে জায়গার উপরে এবার তোয়ালে দিয়ে ঘষে নিন। এবার একটি বালতিতে হালকা গরম জল নিন। তাতে গুঁড়ো সাবান মিশিয়ে নিন। সাবানের ফেনা তৈরি করুন। সেই ফেনাযুক্ত জলেই আমের রস লাগা পোশাকটি ভিজিয়ে দিন। আধঘণ্টা সাবান জলে ভিজিয়ে রাখার পর ভালভাবে ঘষে নিন। দেখবেন আমের রসের দাগ প্রায় পুরোটাই গায়েব। তারপর পোশাকটি শুকিয়ে নিন।

বাংলাদেশের দৃষ্টিতে ভারতের নির্বাচন ও প্রত্যাশা

বাংলাদেশের দৃষ্টিতে ভারতের নির্বাচন ও প্রত্যাশা শ্যামল সান্যালঢাকা, বিশ্বের বৃহত্তম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে নির্বাচন। সাত ধাপে অনুষ্ঠিত এই নির্বাচনের ফলাফল জানা যাবে ৪ জুন।ভারতের ১৮তম সাধারণ লোকসভা নির্বাচন শুরু হয়েছে। চলবে ১ জুন পর্যন্ত, যা মোট ৫৪৩ জন সংসদীয় প্রতিনিধিকে নির্বাচন করবে। নির্বাচন সাত ধাপে অনুষ্ঠিত হবে এবং ৪ জুন ফল ঘোষণা করা হবে। ভারতের এ লোকসভা নির্বাচনকে বলা হয় বিশ্বের সবচেয়ে ব। নির্বাচন, কারণ প্রায় ১০০ কোটি ভোটার এ নির্বাচনে ভোট দেবেন। বর্তমান শাসক দল, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ভারতীয় জনতা পার্টি-বিজেপির মোকাবিলা করছে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বাধীন ১২টি দলের জোট। পুরো নির্বাচনের বড় আকর্ষণ নরেন্দ্র মোদি, যিনি কট্টর হিন্দুত্ববাদের ঝান্ডা উড়িয়ে ২০১৪ সালে বিপুল বিজয় নিয়ে ক্ষমতায় বসে নিজেকে আর দলকে আরও সংহত করেছেন এ সময়ে। যদি এবারও তিনি জয়লাভ করেন, তাহলে ভারতের ইতিহাসে জওহরলাল নেহরুর মতো তিনিও টানা তৃতীয় মেয়াদে ক্ষমতায় বসার রেকর্ড গড়বেন।ভারতের এ নির্বাচন একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়া। জুনের ৪ তারিখে গিয়ে ফল হবে। এ নির্বাচন বিশ্বের সবচেয়ে ব্যয়বহুল নির্বাচনও। ২০১৯ সালে লোকসভা নির্বাচনে খরচ হয়েছিল ৮.৫ বিলিয়ন ডলার। এবার স্বাভাবিক কারণেই আরও বেশি হবে। লাখ লাখ ভোটকেন্দ্রে ভোটের আয়োজন করে রেখেছে নির্বাচন কমিশন।ভারতের শাসনব্যবস্থা ব্রিটিশ ও মার্কিন শাসন পদ্ধতির সংমিশ্রণ। যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় ২৮টি অঙ্গরাজ্য ও ৮টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের একটি ইউনিয়ন হলো ভারতের সরকার। ভারতের রাষ্ট্রপ্রধান হলেন রাষ্ট্রপতি, যিনি সামরিক বাহিনীর সর্বাধিনায়ক। তিনি প্রধানমন্ত্রী ও প্রধান বিচারপতিকে নিয়োগ দেন ও শপথবাক্য পাঠ করান। ভারতের সংসদের দুটি কক্ষ। উচ্চকক্ষ রাজ্যসভা। এ কক্ষের সদস্যরা অঙ্গরাজ্যগুলোর বিধানসভা ও লোকসভার সদস্যদের ভোটে নির্বাচিত হন। তাদের মেয়াদ ছয় বছর। নিম্নকক্ষের নাম লোকসভা। এর সদস্যরা জনগণের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হন। হিসাব-নিকাশ বলছে, আবারও নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসতে চলেছেন। ভোটের বছরে রাম মন্দিরের উদ্বোধন করে মোদি সরকার ভারতের সংখ্যাগুরু হিন্দু ভোটারদের মন জয় করে নিয়েছেন বলে ধারণা পাওয়া যাচ্ছে।বাংলাদেশের নিকটতম প্রতিবেশী এবং বাংলাদেশের রাজনীতি ও সমাজজীবনে ভারতীয় প্রভাবের কথা বিবেচনায় রেখে বলা যায় ভারতের নির্বাচন নিয়ে বাংলাদেশের ব্যাপক আগ্রহ রয়েছে। গত ৭ জানুয়ারি বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হয় এবং বিএনপিসহ তার মিত্রদের আন্দোলনকে উড়িয়ে নিজ দল ও নিজের পছন্দমতো অন্য দলের মধ্যে আয়োজন করে নির্বাচন সম্পন্ন করে আবার ক্ষমতায় শেখ হাসিনা ও তার দল আওয়ামী লীগ।বিরোধী দল মনেই করে যে, আন্তর্জাতিক মহলের সব চাপ নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে শেখ হাসিনাকে আবার ক্ষমতায় বসাতে বড় ভূমিকা রেখেছে ভারতের নরেন্দ্র মোদির সরকার। বিরোধী দলের এমন ভাবনার সমর্থন পাওয়া যায় সরকারি দলের কোনো কোনো নেতার কথায়ও। গত ১৬ মার্চ, আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এবং সরকারের সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের বলেছেন, ভারত পাশে ছিল বলেই বাংলাদেশের নির্বাচনে বিশ্বের বড় বড় রাষ্ট্র অশুভ হস্তক্ষেপ করতে পারেনি।ভারতের প্রতি অভিমান বা ক্রোধ থেকে সামাজিকমাধ্যমে বিএনপিপন্থি সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সাররা ভারতীয় পণ্য বয়কটের ডাক দেয়, যার কিছু কিছু প্রভাবও লক্ষ করা যাচ্ছে।

বিগত অর্থবর্ষে সর্বাধিক বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির কৃতিত্ব অর্জন উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের

মালিগাঁও, ২৬ এপ্রিল ঃ ভারতীয় রেলওয়ের 'জিরো স্ক্র্যাপ মিশন' অনুযায়ী উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে নিজের সবকয়টি ডিভিশনে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে।এই মিশন সফল করতে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের পক্ষ থেকে প্রত্যেকটি ডিভিশন, ওয়ার্কশপ ও শেডগুলিকে বর্জ্য সামগ্রী মুক্ত রাখা নিশ্চিত করতে বলা হয়েছে। বিগত অর্থবর্ষ তথা ২০২৩-২৪ সালে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি থেকে ২০২.৮৪ কোটি টাকা আয় করেছিল। এই

বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি করার দ্বারা উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সর্বকালের সর্বোচ্চ রেকর্ড অর্জন করতে সক্ষম হয়। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষের ১৮৯.৯২ কোটি টাকার বর্জ্য বিক্রির তুলনায় এই বৃদ্ধি ৬.৮ শতাংশ।'জিরো স্ক্র্যাপ মিশন'-এর অধীনে এই অভিযান চলাকালীন, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে বিগত অর্থবর্ষে ২৩৫৫৩ এমটি স্ক্র্যাপ রেলপি-ওয়ে উপকরণ এবং ১৯১৯২ এমটি বিভিন্ন বর্জ্য সামগ্রী বিক্রি করেছে। এছাড়া এই সময়ের মধ্যে উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে ২৬টি ডিজেল লোকোমোটিভ, ২৪৭টি কোচ এবং ২৮৪টি ওয়াগনও বিক্রি করে। 'জিরো স্ক্র্যাপ মিশন' অভিযানের ফলে শুধুমাত্র যে ভারতীয় রেলওয়ের রাজস্বই উপন্ন হয়েছে তা নয়, বরং এর পাশাপাশি অন্যান্য বর্জ্য সামগ্রী এবং উপাদান জমা করার স্থানও তৈরি করেছে। স্টেশন, ডিপো, শেড, ওয়ার্কশপ ও সেকশনগুলি যাতে বর্জ্য সামগ্রী মুক্ত রাখা যায় তার জন্য এই মিশনের অধীনে ধারাবাহিকভাবে পর্যবেক্ষণ করা হয়। এই পর্যবেক্ষণের ফলে বর্জ্য সামগ্রী বিক্রির লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করার পাশাপাশি স্টেশন, কর্মক্ষেত্র ও চারপাশের এলাকার সৌন্দর্যও বৃদ্ধি হয়েছে। এছাড়াও রেলওয়ে চত্বর পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশ অনকূল করে রাখার ক্ষেত্রে এই মিশন সহায়ক হয়ে উঠেছে।

সরকারি কাজের ফলক ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ বিজেপির বিরুদ্ধে

গোসাবা, ২৬ এপ্রিল ঃ গোসাবায় সরকারি কাজের ফলক ভেঙে দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার গোসাবার কুমিরমারিতে নির্বাচনী প্রচার কর্মসূচি করেন বিজেপি কর্মীরা। কুমিরমারি বদনবাবুর খেয়া থেকে বুধবারের বাজার পর্যন্ত র‍্যা লি অনুষ্ঠিত হয়। সেই র‍্যা লিতে উপস্থিত ছিলেন জয়নগর লোকসভা কেঃদ্রের বিজেপি প্রার্থী অশোক কান্ডারি সহ বিজেপির জয়নগর সাংগঠনিক জেলার অন্যান্য নেতৃত্বরা। অভিযোগ সেই নির্বাচনী প্রচার শেষে এলাকায় সরকারী প্রকল্পের ফলক ভেঙে দিয়েছেন বিজেপি কর্মীরা। শুধু ফলক ভাঙাই নয়, এবিষয়ে কোথাও অভিযোগ করলে প্রাণে মারা সহ নানারকম হুমকিও এলাকার সাধারণ মানুষকে দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বিজেপি নেতৃত্ব। শুক্রবার সকালে এবিষয়ে কুমিরমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান শ্রাবণী মণ্ডল সু ঃদরবন কোস্টাল থানা এবং গোসাবার বিডিওকে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন। অভিযোগের ভিত্তিতে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানে বারামুল্লায় খতম দুই সন্ত্রাসবাদী

শ্রীনগর, ২৬ এপ্রিল ঃ সন্ত্রাস-বিরোধী অভিযানে জম্মু ও কাশ্মীরে উল্লেখযোগ্য সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। শুক্রবার জম্মু ও কাশ্মীরের বারামুল্লা জেলার সোপোরে এনকাউঃটারে নিকেশ হয়েছে দুই সন্ত্রাসবাদী। নিহত জঙ্গিদের নাম ও পরিচয় এখনও জানা যায়নি। শুক্রবার সকালে সোপোরের নওপোরা এলাকায় এই সংঘর্ষ চলে। পুলিশ জানিয়েছে, জঙ্গিদের গতিবিধি সম্পর্কে টের পাওয়ার পর বৃহস্পতিবার বিকেল থেকে সোপোরের নওপোরা এলাকায় অভিযান চালায় পুলিশ, সেনাবাহিনী ও সিআরপিএফ। জঙ্গিরা যাতে পালিয়ে যেতে না পারে, সে জন্য চারিদিক ঘিরে রাখে সুরক্ষা বাহিনী। শুক্রবার সকালে নতুন করে এনকাউন্ট ার শুরু হলে খতম হয়েছে দুই জঙ্গি। লুকিয়ে থ াকা বাকিদের খোঁজ চলছে বলে যৌথ বাহিনী সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে।

সপরিবারে ভোট দিলেন অশোক গেহলট

যোধপুর, ২৬ এপ্রিল ঃ সপরিবারে ভোট দিলেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা কংগ্রেস নেতা অশোক গেহলট। শুক্রবার সকালে যোধপুরের একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন রাজস্থানের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী অশোক গেহলট ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। প্রসঙ্গত, এবারের লোকসভা নির্বাচনের রাজস্থানের জালোর আসন থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন গেহলটের ছেলে বৈভব গেহলট। ভোটাধিকার প্রয়োগ করার পর অশোক গেহলট বলেছেন, আমরা মনে করি রাজস্থানে কংগ্রেস দুই অঙ্কের আসন জিতবে, আমাদের অবাক হওয়া উচিত নয়। ভোটের একটি বড় তাৎপর্য রয়েছে, গণতন্ত্রকে শক্তিশালী করতে হলে আমাদের বিপুল সংখ্যক ভোট দেওয়া জরুরী...এই নির্বাচন নিছক নির্বাচন নয়, সংবিধান বাঁচানোর ভোট।

শিলচর আসনের বাবুরবাজার ভোটকেন্দ্রে বিজেপি কর্মীদের ওপর কংগ্রেসি গুণ্ডাবাহিনীর হামলা

কাটিগ।া (অসম), ২৬ এপ্রিল ঃ ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গুণ্ডাবাহিনীর তাণ্ডব। ভোটার পরিচয় পত্র সঙ্গে না আনার জন্য ভোট প্রদানে

বাধাগ্রস্ত হচ্ছেন ভোটাররা। ভোটার কার্ডের বিষয় এবং একটি রাজনৈতিক দলের কার্যালয় স্থাপনের বিষয়কে কেন্দ্র উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে শিলচর আসনের অন্তর্গত কাছাড় জেলাধীন কাটিগ।ার বাবুরবাজারে। আজ শুক্রবার সকালে ভোট কেঃদ্রের সংলগ্ন স্থানে বিজেপির কার্যালয. স্থাপনকে কেঃদ্র করে উত্তপ্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। এমন-কি ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির ব্যানার সহ আনুষঙ্গিক ফ্ল্যাক্স লিফলেট প্রভৃতি। অফিসের চেয়ার টেবিল ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে বিরোধী কংগ্রেসর মদতপুষ্ট গুণ্ডাবাহিনী। কাটিগড়া বিধানসভা কেন্দ্রের আওতাধীন বিহাড়ার পার্শ্ববর্তী বাবুরবাজারে সকাল আনুমানিক সকাল ৯-টা নাগাদ ৫১২ নম্বর ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে ভোট চলাকালীন আচমকা পরিস্থিতি বিগড়ে যায়। ভোটকেন্দ্র সংলগ্ন স্থানে বিজেপি দলের কার্যালয় স্থাপনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে সৃষ্টি হয় এই উত্তপ্ত পরিস্থিতি। এছাড়া এদিন কিছু সংখ্যক ভোটার তাঁদের পরিচয়পত্র সঙ্গে না আনায় পরস্পর বিরোধী দুটি রাজনৈতিক দলের কর্মকর্তাদের মধ্যে চরম বাকবিতণ্ডা শুরু হয়। দুষ্কৃতীরা ভেঙে দিয়েছে বিজেপি কার্যালয়ের চেয়ার টেবিল সহ অফিসের আসবাবপত্র। ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে ভারতীয় জনতা পার্টির ব্যানারও। জানা গেছে, কংগ্রেসের কট্টর সমর্থকের একটি দল নিজেদের পেশিবল জাহির করতে গিয়ে বিজেপি কার্যকর্তা ও সমর্থকদের ওপর চড়াও হয়। মুহূর্তের মধ্যেই গোটা ভোটকেন্দ্র ও সংলগ্ন এলাকায় লংকাকাণ্ডের পরিস্থিতি দেখা দেয়। যার ফলে শান্তিপ্রিয় ভোটাররা নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে হয়রানির শিকার হয়েছেন। স্পর্শকাতর বিষয়টি নিয়ে এলাকায় চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। তবে এমন হিসাত্মক ঘটনার পেছনে কংগ্রেসের কিছু সংখ্যক উগ্র মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিদের দায়ী করেছেন বিজেপি কর্মীরা। হিংসাত্মক এই ঘটনার খবর পেয়ে কালাইন থানার ওসি এবং বিহাড়া পুলিশ ফাঁড়ির ইনচার্জ সহ আধাসামরিক বাহিনীর জওয়ানরা তড়িঘড়ি ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে সক্ষম হন। বিজেপির স্থানীয় নেতারা জানিয়েছেন, অবাঞ্ছিত এ ধরনের ঘটনার জন্য দায়ী দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করা হয়েছে। কংগ্রেসের সমর্থক এই সব দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করতে থানায় এফআইআর দায়ের করা হবে বলে জানান বিজেপি নেতা। বর্তমানে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে রয়েছে এবং স্বাভাবিকভাবে ভোট প্রক্রিয়াও চলছে।

রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে কথা বলতে পারবেন না ইমরান খান ও বুশরা বিবি

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক ঃ পাকিস্তানের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান ও বিচার বিভাগের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকতে ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী বুশরা বিবিকে নির্দেশ দিয়েছেন আদালত। গতকাল বৃহস্পতিবার রাজধানী ইসলামাবাদের একটি জবাবদিহি আদালত এ আদেশ দেন।একই সঙ্গে পাকিস্তানের সাবেক এ প্রধানমন্ত্রী ও তাঁর স্ত্রীর করা ' বা উত্তেজনা সৃষ্টিকারী' মন্তব্য গুরুত্ব দিয়ে প্রচার না করতেও গণমাধ্যমের প্রতি

আহ্বান জানিয়েছেন আদালত।আল-কাদির ট্রাস্ট মামলায় সুষ্ঠু বিচারের অনুরোধ জানিয়ে করা এক আবেদনের নিষ্পত্তিকালে আদালতের বিচারক রানা নাসির জাভেদ পাকিস্তান তেহরিক-ই-ইনসাফ (পিটিআই) দলের প্রতিষ্ঠাতা ইমরান ও তাঁর স্ত্রীর ওপর ' বিরুদ্ধে কথা বলার বিষয়ে ওই নিষেধাজ্ঞা দেন।আদালতের আদেশে বলা হয়েছে, ইমরান খান সেনাবাহিনী, বিচার বিভাগসহ বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী রাজনৈতিক বিবৃতি দিয়েছেন। এটি বিচার বিভাগের মর্যাদাকেই শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করেনি বরং ন্যায়বিচার প্রদানের মতো বিচারিক কার্যক্রমও বাধাগ্রস্ত করেছে। আদালতের মর্যাদা ব্যাহত করতে পারে এমন রাজনৈতিক বা উসকানিমূলক বিবৃতি দেওয়া থেকে বিরত থাকতে আইনজীবী দল, ইমরান খান ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের পক্ষের কৌঁসুলিদের প্রতি অনুরোধ জানিয়েছেন আদালত।রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান ও এর কর্মচারীদের নিশানা করে দেওয়া ' ও উত্তেজনামূলক বক্তব্য প্রকাশ' করা থেকে সংবাদকর্মীদের বিরত থাকারও আহ্বান জানান বিচারক। সেই সঙ্গে বিচারাধীন বিষয়ে আলোচনা নিষিদ্ধ করে পাকিস্তানের ইলেকট্রনিক মিডিয়া রেগুলেটরি অথরিটির যে নীতিমালা রয়েছে, তা অনুসরণ করতে বিচারক সাংবাদিকদের অনুরোধ জানান।

সংবিধান ভালো হাতেই রয়েছে, মন্তব্য ওম বিড়লার

কোটা, ২৬ এপ্রিল ঃ সংবিধান ভালো হাতেই রয়েছে, বিরোধীদের কটাক্ষ করে বললেন লোকসভার অধ্যক্ষ তথা রাজস্থানের কোটা সংসদীয় আসনের বিজেপি প্রার্থী ওম বিড়লা। শুক্রবার ওম বি।লা বলেছেন, এটা সংবিধান বাঁচানোর লড়াই নয়, সংবিধান ভালো হাতে রয়েছে। তাঁরা শুধু মিথ্যা ছড়াচ্ছে। সামাজিক কাঠামো ও সামাজিক সংরক্ষণ অক্ষুণ্ণ থাকবে। ওম বিড়লা এদিন আরও বলেছেন, রাজ্য সরকার ৯ মাস ধরে বকেয়া পরিশোধ করেনি, কিন্তু ভজনলাল শর্মা মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার সাথে সাথে রাজস্থান সরকার ২০ দিনের মধ্যে টাকা জমা দেয়। একটি ডিপিআর তৈরি হওয়ার পর বিমানবন্দর নির্মাণ শুরু হবে।

ভোট দিলেন প্রকাশ রাজ

বেঙ্গালুরু, ২৬ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফায় শুক্রবার নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করলেন অভিনেতা প্রকাশ রাজ। শুক্রবার সকালে ভোটগ্রহণ শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই, বেঙ্গালুরুর একটি পোলিং বুথে গিয়ে ভোট দিয়েছেন অভিনেতা প্রকাশ রাজ। প্রসঙ্গত, দ্বিতীয় দফায় শুক্রবার কর্ণাটকের ১৪টি লোকসভা আসনে চলছে ভোটগ্রহণ। এদিন ভোট দেওয়ার পর অভিনেতা প্রকাশ রাজ বলেছেন, আমার ভোট আমার অধিকারের পক্ষে, কে আমাকে প্রতিনিধিত্ব করবে, কে সংসদে আমার কণ্ঠস্বর হবে তা বেছে নেওয়ার ক্ষমতার জন্য। আপনি যাকে বিশ্বাস করেন, এমন একজন প্রার্থীকে বেছে নেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং আমি যে প্রার্থীকে বিশ্বাস করি তাকেই ভোট দিয়েছি।

তেলিয়ামুড়ায় অটো দুর্ঘটনা

তেলিয়ামুড়া, ২৬ এপ্রিল ঃ দ্রুতগতিতে বাঁক নিতে গিয়ে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তায় উল্টে দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটো। দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন অটোচালক সহ পথচারী। দুর্ঘটনাটি তেলিয়ামুড়া থানাধীন মাইগঙ্গা অফিস টিলা এলাকায় শুক্রবার সকালে। জানা গিয়েছে, তেলিয়ামুড়া থেকে টিআর ০৬ ২৬৬১ নম্বরের অটো কৃষ্ণপুরের দিকে আসছিল দ্রুত বেগে। মাইগঙ্গা অফিস টিলা এলাকায় আসামাত্রই অটোটি রাস্তায় বাঁক নিতে গিয়ে উল্টে পড়ে এক পথচারীর উপর। এলাকাবাসী দুর্ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসে অটোর নীচ থেকে উদ্ধার করেন বিক্রম বণিক নামের এক ব্যক্তিকে। দুর্ঘটনার খবর দেওয়া হয় তেলিয়ামুড়া দমকল কর্মীদের। দমকল কর্মীরা ঘটনাস্থল থেকে দুজনকে আহত অবস্থায় উদ্ধার করে তেলিয়ামুড়া মহকুমার হাসপাতালে নিয়ে আসেন। দুজনের মধ্যে পথচারী বিক্রম বণিকের অবস্থা গুরুতর। বর্তমানে তাঁর চিকিৎসা চলছে তেলিয়ামুড়া মহকুমা হাসপাতালে। এদিকে একাংশ জনগণের অভিযোগ, তেলিয়ামুড়া সহ পার্শ্ববর্তী এলাকা গুলিতে ট্রাফিক ব্যবস্থা খুবই দুর্বল থাকায় প্রতিনিয়তই দুর্ঘটনা ঘটে চলছে। তবে নামকাওয়াস্তে ট্রাফিক দপ্তর থেকে সচেতনামূলক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয় বলে অভিযোগ বুদ্ধিজীবী মহলের।

Name Change

I, (Old Name) MD ANARUL SK S/o-ISLAM SEKH, Residing at Vill-Durlabhpur, Post- Kumarsanda, Ps - Kandi, Dist- Murshidabad, Pin-742136, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from MD ANARUL SK To ANARUL HAQUE (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ANARUL HAQUE in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad, ANARUL HAQUE and MD ANARUL SK both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) ROJA KHATUN PAYEL D/o- ISMAIL BISWAS, Residing at Vill-Narayanpur, Post- Jalalpur, Ps - Kaliachak, Dist- Malda, Pin- 732206, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from ROJA KHATUN PAYEL To ROJA KHATUN (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) ROJA KHATUN in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad, ROJA KHATUN and ROJA KHATUN PAYEL both are Same and one identical person.

Name Change

I, (Old Name) REJAUL KARIM S/o-SAMASUDDIN SARKAR, Residing at Vill- Budhurpara, Post- Jinnatpara, Ps - Raninagar, Dist- Murshidabad, Pin-742308, West Bengal. Do hearby declare that I have Changed my name from REJAUL KARIM To REZAUL KARIM (New name) and hence forth I Shall be Known as (New name) REZAUL KARIM in all purpose Vide an affidavit Sworn before the notary public at Berhampore Murshidabad, REZAUL KARIM and REJAUL KARIM both are Same and one identical person.

Name Change

I LAYAKHAT KHAN & KHAN LIYAKAT, S/O LATE DEDAR KHAN, R/O BARASAHAPUR, PO JENKAPUR, PS MOHANPUR, PASCHIM MEDINIPUR, PIN-721-435, WEST BENGAL, SHALL HENCEFORTH BE KNOWN AS LEYAKAT KHAN, VIDE AN AFFIDAVIT SWORN BEFORE THE NOTARY PUBLIC AT KOLKATA ON 26/04/2024, THAT LAYAKHAT KHAN & KHAN LIYAKAT AND LEYAKAT KHAN ALL ARE THE SAME AND ONE IDENTICAL PERSON

Name Change

I, SHAHIDUL ISLAM MONDAL S/O HABIL MONDAL resident of Vill+PO.-Murarisha, PS-Hasnabad, Dist-North 24 Parganas WEST BENGAL, India do hereby solemnly affirm & declaring my & my father's actual name SHAHIDUL ISLAM MONDAL S/o HABIL MONDAL instead of MD SHAHIDUL ISLAM MONDAL S/o MOHAMMAD HAZI HABIL MONDAL which is wrongly recorded in my Passport No. L8611778, vide an affidavit sworn before the Notary Public at Basirhat, North 24 Parganas on 25/04/2024. SHAHIDUL ISLAM MONDAL S/O HABIL MONDAL and MD SHAHIDUL ISLAM MONDAL S/o MOHAMMAD HAZI HABIL MONDAL all are same and one identical person.

Name Change

I, Bishal Show S/o. Ghanashyam Shaw R/o. 27/1/2/A, Bhuja Dhar Road, P.O. & P.S. – Liluah, District-Howrah, Pin-711204 shall henceforth be known as Bishal Shaw. I declare that Bishal Shaw and Bishal Show is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Ld. 1st Class Judicial Magistrate at Howrah on 25-02-2024

Name Change

I, Md Amimul Ehsan S/o. Late Md-Wajed Ali R/o. Vill.- Matigachha, P.O.- Srikrishnapur, P.S.- Ashoknagar, Dist.- 24 Pgs. (N), Pin-743711 that my deceased father who previously known as Late Md Abdul Wazed shall henceforth be known as Late Md Wajed Ali. I declare that my deceased father Late Md Wajed Ali and Late Md Abdul Wazed is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 25-04-2024.

Name Change

I, Uttam Samanta S/o. Pulin Behari Samanta R/o. Vill.-Babalpur, P.O.-Sulochana, P.S.- Nandakumar, Dist.-East Medinipur, Pin-721651 shall henceforth be known as Uttam Kumar Samanta. I declare that Uttam Kumar Samanta and Uttam Samanta is same and one identical person by virtue of affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 26-04-2024

নাম পরিবর্তন

আমি Mohammad Ojer পিতা Sk Golam Mustafa ৩২বি, আব্দুল হালিম লেন, কলকাতা ৭০০০১৬ এর বাসিন্দা 9th day of February, ২০২৪ তারিখে আলিপুর কোর্টের মাননীয় ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেভিট নং ২৮০৪ এর দ্বারা Md Uzair নামে পরিচিত হলাম। Mohammad Ojer ও Md Uzair এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

নাম পরিবর্তন

আমি Golam Mustafa Shikh পিতা Sk Golam Kuddus গ্রামপোঃ-পারুলাডিহি, থানা- ডেবরা, পশ্চিম মেদিনীপুর পিন-৭২১১৩৯ এর বাসিন্দা 9th day of February, ২০২৪ তারিখে আলিপুর কোর্টের মাননীয় ফার্স্ট ক্লাস জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের নিকট এফিডেভিট নং ২৮০৪ এর দ্বারা Sk Golam Mustafa নামে পরিচিত হলাম। Golam Mustafa Shikh ও Sk Golam Mustafa এক ও অভিন্ন ব্যক্তি।

রাজনৈতিক নেতাদেরও পেছনে ফেলে এখন নদীয়ায় চর্চার শিরোনামে কাঁচালঙ্কা কাকু

দুরন্ত বার্তা, নদীয়া, ২৬ এপ্রিল ঃ শিল্পী নচিকেতার কয়েক দশক আগের গাওয়া এই গানের লাইনগুলোতো সবারই মনে আছে নিশ্চয়ই! এসব ঝামেলায় সময় ছুটে পালায়, চাওকি বয়স ধরে রাখতে পাকছে মাথর চুল, কমে আয়ু নির্ভুল চাওকি যুবক হয়ে থাকতে? তো চলে এসো এই ঠিকানায় ২০১ ধর্মতলায়। তবে এবার সেই ঠিকানায় না গিয়েও নদীয়ার নিজের বাড়িতেই এক অভিনব কান্ড করে রীতিমতো শোরগোল ফেলে দিয়েছে নদীয়ার শেখর সিকদার নামে এক ব্যাক্তি। তবে কোন গান গেয়ে বা ওষুধ আবিষ্কার করে না, কাঁচা লঙ্কা দিয়েই ইতিমধ্যে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল ওই ব্যক্তির কীর্তি। নদীয়ার রানাঘাট ২ নম্বর ব্লকের আইসমালি এলাকার বাসিন্দা শেখর সিকদার। তার কথায় বয়স বাড়লেও কমবে না চোখের জ্যোতি। চেহারায় পড়বে না বয়েসের ছাপ। শুধুমাত্র মুখে মাখতে হবে ৫০০ গ্রাম লঙ্কা! খেতে হবে ন্যূনতম ১ কেজি। এতেই নাকি এড়ানো যাবে হৃদরোগ ও স্নায়ুর সমস্যা। ভাবতে অবাক লাগছে ? না অবাক হওয়ার কিছুনেই এটাই এখন বাস্তবে করে দেখিয়েছেন নদীয়ার শেখর সিকদার। সংবাদ মাধ্যমকে তিনি জানান, প্রতিদিন নিয়ম করে কেজি কেজি লঙ্কা কেনেন তিনি। প্রথমদিকে বিষয়টাকে কেউ বিশেষ গুরুত্ব দেয়নি। পরবর্তীতে নানান প্রশ্ন উঠতে শুরু করে বিক্রেতাদের মনে। তার পর জানা যায় আসল ঘটনা। এত লঙ্কা দিয়ে কী করেন শেখর? এব্যাপারে শেখর বাবু জানান, তিনি বাটা লঙ্কা মুখে মাখেন। খান প্রায় কেজিখানেক। তবে দাম যখন বাড়ে সাধ থাকলেও সাধ্যে কুলোয় না। জিভে ঝাল কিংবা মুখে জ্বলন অনুভব করেন না? শেখরবাবুর পাল্টা প্রশ্ন, জ্বলবে কেন, অ্যাসিড নাকি? আর স্বাদ বেশ ভালোই। তাঁর নিদান, নিয়মিত কাঁচা লঙ্কা বাটা মুখে মাখলে চেহারায় কোনওদিন বয়সের ছাপ পড়বে না। আর নিয়মিত কাঁচালঙ্কা খেলে অটুট থাকবে চোখের জ্যোতিও। শেখরবাবুর বৃদ্ধ মা জানাচ্ছেন, আগে তো এত সব মেশিনপত্র ছিল না। অনেক বড় সংসার বাংলাদেশে। ঢেঁকিতে শুকনো লঙ্কা গুঁড়ো করে বস্তাবন্দি করে ঘরে রেখে দিয়েছিলাম। শেখর তখন বছর দুয়েকের। হামাগুড়ি দিয়ে সেই বস্তার কাছে গিয়ে সব শুকনো লঙ্কা বের করে গায়ে মেখে বসেছিল। বাড়িতে তো কান্নাকাটি শুরু। সবাই মিলে দুধ, দই, ঘোল, ঢেলে পরিষ্কার করা হলো। আমরা কেঁদে যাচ্ছি আর ছেলে মুচকি মুচকি হাসছে! তার পর থেকেই একটা দুটো করে লঙ্কা খাই। বড় হওয়ার পর থেকে চুরি করে খেত। এখন তো নিজে আনে নিজেই খায়। তবে শেখরবাবুর এই কীর্তিতে হতবাক সকলেই। তবে সমাজ মাধ্যমে ভাইরাল হওয়া শেখরবাবুর এই কাজ, ও তার করা দাবী বিজ্ঞানসম্মত বা চিকিৎসা বিজ্ঞানে আদৌও আছে কিনা তার সন্ধান এখনো আমরা পাইনি, তবে কাঁচালঙ্কার একটা গুন কমবেশি আছে সবাই জানি, কিন্তু সেটা যে এই গুন তার সন্ধান আমরা পাইনি।

সাবধানে কাজ বউবাজারে, এ বছরে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর টানেল শেষে ধন্দ

দুরন্ত বার্তা ডিজিটাল ডেস্ক, ২৬ এপ্রিল ঃ পেরোতে হবে মাত্র ২.৪ কিলোমিটার। কিন্তু ওই 'সামান্য' পথের মধ্যেই রয়েছে তিনটে 'গোলমেলে' জায়গা। ২০১৯ থেকে ২০২০-র মধ্যে এই তিন জায়গায় পর পর ধস নেমে গোটা ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রো প্রকল্পকেই অনিশ্চিত করে তুলেছিল। এ দিকে শিয়ালদহ থেকে এসপ্ল্যানেড পর্যন্ত অংশে মেট্রোর অসম্পূর্ণ কাজ যত দ্রুত শেষ হবে, তার উপরেই নির্ভর করছে হাওড়া ময়দান থেকে সল্টলেক সেক্টর-ফাইভ পর্যন্ত ১৬ কিলোমিটার পথে নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবার বিষয়টি। কিন্তু এসপ্ল্যানেড- শিয়ালদহের মধ্যে ওই আড়াই কিলোমিটারেরও কম দৈর্ঘ্যের পথ তৈরির কাজ চলছে ঠিকই, কিন্তু খুব ধীরগতিতে। এতটাই ধীরে যে চলতি বছরে ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবার সম্ভাবনা ক্ষীণ। ইতিমধ্যে তিন বার ধস নেমেছে বউবাজার চত্বরে। তেমন দুর্বিপাকের পুনরাবৃত্তি কেউই আর চান না। তাই সবরকমের সতর্কতা অবলম্বন করেই কাজ এগোচ্ছে নির্মাণকারী সংস্থা।ন্ডসে কারণেই কাজের গতি ধীর বলে জানাচ্ছেন নির্মাণকারী সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা। বিষয়টি ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর দায়িত্বপ্রাপ্ত কলকাতা মেট্রোরেল কর্পোরেশন লিমিটেডকেও (কেএমআরসিএল) চিঠি দিয়ে জানিয়েছেন তাঁরা। নির্মাণকারী সংস্থার থেকে 'একটি' চিঠি পাওয়ার কথা স্বীকার করেছে কেএমআরসিএলও। নির্মাণকারী সংস্থার ইঞ্জিনিয়াররা জানাচ্ছেন, যে পদ্ধতিতে এখন সুড়ঙ্গ তৈরির কাজ চলছে, তাতে এসপ্ল্যানেড থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত অংশে দু'টি সুড়ঙ্গকে সমান্তরাল ভাবে ট্রেন চালানোর উপযুক্ত করতে আগামী বছরের ফেব্রুয়ারি হয়ে যাবে। কয়েক মাস আগে অবশ্য কেএমআরসিএল সাংবাদিক বৈঠকে জানিয়েছিল, ২০২৪-এর মে মাসের মধ্যেই এসপ্ল্যানেড- শিয়ালদহ রুট তৈরির কাজ শেষ হয়ে যাবে। কয়েক মাস মহড়ার পর অক্টোবরে এই অংশ বাণিজ্যিক ভাবে যাত্রী পরিবহণের উপযুক্ত হয়ে উঠবে বলেও আশা ছিল কর্তাদের। কেএমআরসিএল-সূত্রে খবর, পুজোর আগেই ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর নিরবচ্ছিন্ন পরিষেবা চালুর পরিকল্পনা ছিল তাদের। কিন্তু ভূগর্ভের পরিস্থিতি হয়তো শেষ পর্যন্ত সেই উদ্দেশ্য সফল হতে দেবে না। হাওড়া ময়দান থেকে টানা সল্টলেক সেক্টর-ফাইভ পর্যন্ত রুটে মেট্রো চলতে হয়তো আরও কয়েক মাস লেগে যাবে।

ভোট বয়কটের ডাক

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল ঃ শিলিগুড়ি মহকুমার ২৭ এর ১৭৭ ও ১৭৮ নম্বর বুথের প্রায় ৪০০ জন সাধারণ মানুষ ভোট বয়কটের ডাক দিল তার কারণ ঘটনা সূত্রপাত গতকাল রাত থেকে জানা গেছে গতকাল রাতে ইসটিলা মিঞ্চের বাড়ির উপর দিয়ে তার প্রতিবেশী লাইনে তার নিয়ে যায় এবং সেই তার ছিঁড়ে যায় বাড়িতে আগুন ধরে যায়। এবং বলতে গেলে তো হয়ে অগত্য ভাষায় গালিগালাজ করে বলে। যদিও পুলিশকে বিষয়টি বললে পুলিশ কোন গুরুত্ব দেয়নি এমনকি লাইন অফিস গুরুত্ব দেয়নি। এর প্রতিবাদেই ভোট বয়কট করেন তাই ৪০০ জন সাধারণ মানুষ।

তৃণমূল কর্মীর গলায় ধারাল অস্ত্রের কোপ, আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরামবাগ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৬ এপ্রিল ঃ তৃণমূল কর্মীর গলায় ধারাল অস্ত্রের কোপ। আশঙ্কাজনক অবস্থায় আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। এলাকায় উত্তেজনা, চলছে পুলিশি টহল। চাঞ্চল্যকর ঘটনা গোঘাটের পশ্চিমপাড়া এলাকায়। তাঁদের কর্মীর গলায় ধারালো অস্ত্রের কোপ মেরেছে বিজেপি, এমনটাই অভিযোগ তৃণমূলের। যদিও অভিযোগের অস্বীকার করেছে বিজেপি নেতৃত্ব। সূত্রের খবর, এলাকার একটি চায়ের দোকানে বসেছিলেন তৃণমূল কর্মী জনার্দন দত্ত। নির্বাচনী প্রচারের জন্য পোস্টার ও ব্যানার লাগানোর প্রস্তুতি পর্ব চলছিল। সেই সময়ে স্থানীয় বাসিন্দা সুভাষ সাঁতরা ও তার ছেলের সঙ্গে জনার্দনের তর্ক- বির্তক শুরু হয়। তাঁদের মধ্যে পুরনো বিবাদ ছিল বলে খবর। অভিযোগ, তর্কাতর্কির সময় হঠাৎই সুভাষ ধারাল অস্ত্র দিয়ে জনার্দন দত্তের গলায় আঘাত করে। তাতে তার গলা কেটে যায়। এই ঘটনায় এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। রক্তাক্ত অবস্থায় তাঁকে তড়িঘড়ি উদ্ধার করে স্থানীয় কামারপুকুর হাসপাতালে নিয়ে আসেন তৃণমূল কর্মীরাই। পরে অবস্থার অবনতি হলে আরামবাগ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। তৃণমূল নেতা ফরিদ খান বলেন, জনার্দন আমাদের একনিষ্ঠ কর্মী। ভোট প্রচারের জন্য এলাকায় পোস্টার ও ব্যানার লাগানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। সেই সময়েই বিজেপি কর্মী সুভাষ সাঁতরা ও তাঁর ছেলে জনার্দনের সঙ্গে অকারণে তর্ক শুরু করে। পোস্টার- ব্যানার কেন লাগানো হচ্ছে তা নিয়ে কথা কাটাকাটি শুরু করে দেয়। তারমধ্যে হঠাৎই জনার্দনের গলা কেটে দেয়। আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি ও তাঁদের গ্রেফতার করার দাবি জানাচ্ছি। অন্যদিকে এই ঘটনা প্রসঙ্গে বিজেপির মণ্ডল সভাপতি দোলন দাস বলেন, বিজেপি কখনও রক্তের রাজনীতি করে না। যিনি বলেছেন সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলেছেন। নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেছে। আমাদের কিছু কার্যকর্তাকে কেস দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে। তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বকে বিজেপির ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে। এদিকে জনার্দন দত্তের ভাইপো শুভাশিস দত্ত জানাচ্ছেন, কারা এ কাজ করেছেন তিনি দেখেননি। শুনেছেন একজন গলা চিড়ে দিয়ে চলে গিয়েছে। তবে এ ঘটনায় রাজনীতির যোগ নিয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি।

পশ্চিমবঙ্গের বালুরঘাট লোকসভা কেন্দ্রের একটি ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে মহিলা ভোটদাতারা ভোট দেবার জন্য লাইনে অপেক্ষা করছেন। (ছবিঃ পিআইবি, কলকাতা)

দিলীপ ঘোষ কে গো-ব্যাক শ্লোগান তৃণমূল কর্মী সমর্থকদেরঃ কুকুরের চিৎকারে আমার কিছু যায় আসে না ঃ পাল্টা দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, বর্ধমান, ২৬ এপ্রিল ঃ মনোনয়নের পর প্রচারের প্রথম দিনেই গো-ব্যাক স্লোগান শুনতে হলো বর্ধমান দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে। শুক্রবার বেলায় বর্ধমান শহরের রথতলা এলাকায় এবং বিধায়ক খোকন দাসের বাড়ির সামান্য দূরত্বে। দিলীপ ঘোষের প্রচার গাড়ি ওই এলাকায় আসতেই গো-ব্যাক স্লোগান দিতে থাকে বেশ কিছু যুবক। এরা সকলেই এলাকায় তৃণমূল কর্মী, সমর্থক বলে পরিচিত। এই বিষয়ে প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, হাতি চলে বাজার, কুত্তা ভোকে হাজার। এরা সবাই বুঝতে পারছে রাস্তা দিয়ে হাতি বেরিয়েছে, তাই কুকুর গুলো চিৎকার করছে। তাতে আমার কিছু যায় আসে না, যবে থেকে রাজনীতিতে এসেছি তবে থেকে এই সব শ্লোগান শুনছি। পাশাপাশি তিনি আরো বলেন, মনোনয়ন জমা দেওয়ার পর এই প্রথম প্রচারে বেরিয়েছি, তাই কঠিন জায়গা দিয়ে প্রচার শুরু করেছি। একটাই বার্তা দিতে এসেছি এলাকা কারোর নয়, এলাকা শুধু দিলীপ ঘোষের। ভোট পরবর্তী হিংসায় আক্রান্ত হয়েছিল এলাকার বিজেপি কর্মীরা, এই বিষয়ে তার সোজাসাপ্টা উত্তর, আমি জানি কর্মীদের দোকান লুঠ করা হয়েছিলো। এর পাইপাইয়ের জবাব দেবো। আমারও জানি কারা লুঠ করেছে, তাদের কাছ থেকে সব কিছু সুদে-আসলে আদায় করবো নয়তো বর্ধমান ছাড়া করবো এমনই দাবী করেন দিলীপ ঘোষ। তিনি বলেন, আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি দিলীপ ঘোষ আছে, নিশ্চিন্তে ভোট দিন। শুক্রবার শহরের ২৩ ও ২৪ নম্বর ওয়ার্ড সহ বেলকাশ পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার কর্মসূচি ছিলো দিলীপ ঘোষের। এদিন মহন্তস্থল মন্দিরে পূজো দিয়ে শহরের হোমিওপ্যাথি কলেজের সামনে থেকে রোড- শো শুরু হয় দিলীপ ঘোষের। জেলা সভাপতি অভিজিত তা কে সঙ্গে নিয়ে হুড খোলা জিপে চেপে সাধারণ মানুষের সঙ্গে জনসংযোগ করতে দেখা যায় তাকে। রথতলা, উদয়পল্লী এলাকা ঘুরে বেলকাশ পঞ্চায়েতের মিরিক পাড়ায় শেষ হয় তার প্রচার র‍্যালি।

সকাল সকাল ভোট দিলেন গোপাল লামা

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ২৬ এপ্রিল ঃ মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা স্কুলে সকাল-সকাল ভোট দিলেন গোপাল লামা। দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী গোপাল লামা এদিন সকালে শিলিগুড়ির মার্গারেট সিস্টার নিবেদিতা স্কুলে ভোট দেন। ভোট দেওয়ার পর তিনি জানান তার ইচ্ছা ছিল প্রথমে ভোট দেওয়ার, কিন্তু তার আগে একজন বৃদ্ধা ভদ্রমহিলা ছিলেন। তাই তিনি ওই বৃদ্ধা ভদ্রমহিলার পরে ভোট দিলেন। পাহাড়ে যাওয়ার প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জানান, পাহাড়ে যাবেন না সমতলেই থাকবেন। এছাড়া তিনি আরো জানান সকাল থেকে ওই স্কুলের বাইরে ভোট দেওয়ার জন্য লম্বা লাইন। আর ছিল দার্জিলিং লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচন, দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন পর্ব। শিলিগুড়িতে মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন সম্পন্ন হল। এদিন সকাল থেকেই দেখা যায় ভোটাররা ভোটগ্রহণ কেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিচ্ছেন।

বিভিন্ন বুথে ছিল ভোট দেওয়ার জন্য লম্বা লাইন। প্রচন্ড গরম কে উপেক্ষা করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভোট দান করতে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রগুলিতে উপস্থিত হয়েছিলেন ভোট দাতারা।

হারিয়ে যাওয়া মোবাইল ফেরত দিলো পুলিশ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ২৬ এপ্রিল ঃ হারিয়ে যাওয়া প্রায় ৮১ টি মোবাইল ফেরত দিলো কোচবিহার পুলিশ। বিগত কয়েক মাসের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া ফোন গুলি উদ্ধার করে তাঁদের উপভোক্তাদের ফিরিয়ে দিলো কোচবিহার পুলিশ। শুক্রবার কোচবিহার জেলাশাসক এবং অতিরিক্ত জেলাসকের তদারকিতে মোবাইল ফোন গুলি ফেরত দেওয়া হয় কোচবিহার পুলিশ লাইনের হলঘরে। মোবাইল গুলি ফেরত পেয়ে বেশ খুশি উপভোক্তারা।

বিয়ের দাবিতে ধর্ণায় বসলো পূর্ণিমা

দুরন্ত বার্তা, আলিপুরদুয়ার, ২৬ এপ্রিল ঃ শুক্রবার দুপুর নাগাদ আলিপুরদুয়ার এক নং ব্লকের পলাশ বাড়ি বাজারে বিয়ের দাবিতে ফের ধর্ণায় বসলো পূর্ণিমা দে। উল্লেখ্য এর আগেও বেশ কয়েকবার বিয়ের দাবিতে ধর্ণায় বসেছিল পূর্ণিমা। যদিও সেই সময় স্থানীয় পঞ্চায়েতের আশ্বাসে ধর্ণা মঞ্চ থেকে উঠে যান তিনি। কিন্তু তারপরেও কোন সুরাহা না মেলায় আজ ফের বিচার চাই, বিচার দাও এই ব্যানারে ধর্ণায় বসলেন তিনি।

কাঞ্চনকে নিয়ে চর্চা রাজনৈতিক মহলে

দুরন্ত বার্তা, হুগলি, ২৬ এপ্রিল ঃ বৃহস্পতিবার প্রকাশ্যে বিধায়ক তথা অভিনেতা কাঞ্চন মল্লিককে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেন তৃণমূল প্রার্থী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচারে যেন কাঞ্চন না আসেন, সে কথা স্পষ্টভাবে জানিয়েও দেন কল্যাণ। দলেরই বিধায়ককে গাড়ি থেকে নামিয়ে দিচ্ছেন বিদায়ী সাংসদ! দিনভর এই নিয়ে চর্চা হয়েছে রাজনৈতিক মহলে। তবে এমন ঘটনা রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে ঘটবে না তো? পোস্টারে এমন বার্তা দেওয়া হল হুগলির তৃণমূল প্রার্থীকে। কাঞ্চন ও রচনা দুজনেই অভিনেতা, একজন বিধায়ক হয়েছেন ২০২১ সালে আর অপরজন এবারই প্রথমবার রাজনীতির ময়দানে। হুগলি লোকসভা কেন্দ্রের চুঁচুড়ার বিভিন্ন জায়গায় শুক্রবার সকাল থেকে দেখা গেল সেই পোস্টার। তাতে লেখা, আজকে কাঞ্চনের সঙ্গে যা হয়েছে, আগামীতে আপনার সঙ্গে তা হতে পারে। এই বাংলায় শিল্পীদের কোনও দাম নাই। নীচে লেখা আছে 'জয় বাংলা'। কে বা কারা এই পোস্টার দিয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এই প্রসঙ্গে রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেন, 'কাঞ্চন আর কল্যাণ দার মধ্যে কী হয়েছে জানি না। তাই এ বিষয়ে বলতে পারব না। তবে সব শিল্পীরই সম্মান পাওয়া উচিত।' তিনি আরও বলেন, 'কাঞ্চন বা কল্যাণদা কাউকেই সমর্থন করছি না।' আর রচনার সঙ্গে যদি এমনটা হয়, এ কথা শুনে দিদি নম্বর ওয়ানের সঞ্চালিকা বলেন, 'এর মধ্যে আবার আমি কী করব, আমার সঙ্গে তো হয়নি!' হুগলির সাংগঠনিক জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক সুরেশ সাউ বলেন, কয়েকদিন আগেই বলাগড়ে বিধায়ককে মঞ্চ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এবার শ্রীরামপুরে কাঞ্চন মল্লিককে গাড়ি থেকে নামিয়ে দেওয়া হল। আমরা তো আগেই বলেছি তৃণমূলে শিল্পী সাহিত্যিকদের সম্মান নেই। আর এখন তৃণমূলের লোকজনই পোস্টার মেরে সেটা জানিয়ে দিচ্ছে।

বুথকর্মীদের সম্মান সুভাষ সরকারের

দুরন্ত বার্তা, বাঁকুড়া, ২৬ এপ্রিল ঃ বুথস্তরের কর্মীদের মালা পড়িয়ে সম্মান জানালেন বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকার। পাশাপাশি আগামী নির্বাচনে তৃণমূলের গুন্ডা বাহিনী থেকে ভোটারদের সতর্ক করলেন তিনি। শুক্রবার সকালে বাঁকুড়া লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী ডাঃ সুভাষ সরকার তালডাংরা বিধানসভার হাঁড়মাসড়া গ্রামে এক কর্মী সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি সেখানে উপস্থিত বুথ সভাপতি ও কর্মীদের সতর্ক করে বলেন, তৃণমুল - সিপিআইএমের থেকেও বেশি ভয়ঙ্কর। কারণ সিপিআইএম ভোট কেন্দ্রে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রিগিং করতো। আর তৃণমূল সেসবের ধার ধারে না। ওঁরা সন্ত্রাস করে ভয়ভীতি দেখিয়ে বুথের ভিতরে ছাপ্পা মারবে। সেইসব তৃণমূলী গুন্ডাদের কিভাবে রাজনৈতিক কৌশল প্রয়োগ করে শান্ত করতে হবে তার কিছু কৌশলও তিনি এদিন বাতলে দেন। এরফলে বুথ স্তরের কর্মীরা থেকে অন্যান্য বিজেপি কর্মী তথা যারা সংগঠনের আসল কান্ডারী তাঁরা সাহস ও ভরসা পায়।

ভোটের দিন সাতসকালেই খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ২৬ এপ্রিল ঃ সাতসকালেই খাঁচাবন্দি হল চিতাবাঘ। ঘটনাটি ঘটেছে মালবাজার মহকুমার ক্রান্তি ব্লকের দক্ষিণ হাঁসখালি মৌজায়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানিয়েছেন, কয়েকদিন ধরে চা-বাগান সংলগ্ন এই এলাকায় প্রতিনিয়ত ছাগল-গরু আক্রমণ করছিল চিতাবাঘটি, এদের ধরে নিয়েও যাচ্ছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের উদ্যোগে কাঠামবাড়ি আপালচাঁদ রেঞ্জ অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তারা বাঘধরার খাঁচার ব্যবস্থা করে দেয়। শেষমেষ চারদিন পরে চিতাবাঘটি এদিন শুক্রবার সকালে খাঁচাবন্দি হল। এদিকে খাঁচাবন্দি বাঘটিকে দেখার জন্য এলাকায় প্রচুর ভিড় জমে যায়। কয়েকদিন ধরে এখানে যে আতঙ্কের পরিবেশ ছিল এবার তা থেকে সাময়িক স্বস্তি মিলল বলে জানিয়েছেন এলাকাবাসীরা। প্রসঙ্গত, এটি একটি প্রজেক্ট চা- বাগান। শুক্রবার দ্বিতীয় দফার ভোট হচ্ছে রাজ্যের তিন এলাকায়। সব জায়গায় ভোট যাতে শান্তিপূর্ণভাবে হয়, সে ব্যবস্থা করেছে নির্বাচন কমিশন। বিভিন্ন বুথে যেমন মোতায়েন করা হয়েছে কেন্দ্র বাহিনী, তেমনই রয়েছে পুলিসও। সেই কাজেরই অংশ হিসেবে এবার হাতির উপদ্রবপ্রবণ এলাকায় বাড়তি নজরদারি করছে প্রশাসন। উত্তরবঙ্গের বহু জায়গায় হাতির আশঙ্কা আছে। কী পরীক্ষার সময়ে, কী ভোটের সময়ে হাতির হাত থেকে নিস্তার নেই। এবারের নির্বাচনী ব্যবস্থার কাজের তালিকায় তাই হাতি ঠেকোনার কথাটাও মাথায় রাখা হয়েছে। সেই হিসেবে যেসব বুথ-অঞ্চলে হাতির আনাগোনা বেশি, সেই সব বুথে বন দফতরের পক্ষ থেকে কর্মীরা মোতায়েন রয়েছেন। ভোটাররা যাতে এই সব এলাকায় নির্বিঘ্নে ভোট দিতে পারেন সেজন্য বন দফতরের পক্ষ থেকে এই সব বুথের চারপাশে মোতায়েন করা হয়েছে বনকর্মীদের। জানা গেছে, ভোর ৬ টা থেকে সন্ধ্যা ৬ টা পর্যন্ত এলাকায় পাহারা দেবেন বন দফতরের কর্মীরা। হাতির দল যাতে কোনও মতেই ভোটকেন্দ্রে চলে আসতে না পারে, সেদিকে সারাদিন ধরে সতর্ক নজর রেখে চলেছে বন দফতর। বন দফতরের এই উদ্যোগে খুশি এলাকার মানুষ থেকে ভোটাররা। তাই সকাল থেকেই নিরুদ্বেগে ভোট দিচ্ছেন মেচ বস্তির মানুষজন।

হুডখোলা গাড়িতে চেপে রোড শো শাহনাওয়াজ আলী রায়হানের

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ২৬ এপ্রিল ঃ প্রখর রোদকে উপেক্ষা করেও হুডখোলা গাড়িতে চেপে রোড শো করে দক্ষিণ মালদা তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলী রায়হানের সমর্থনে ভোট প্রচার করেন। মানিকচক বিধানসভা শোভানগর এলাকার একাধিক পঞ্চায়েত এলাকায় ভোট প্রচার করেন। এই প্রচার অভিযানে তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মীরা প্রায় পাঁচশ

পাশ্চাতরও বেশী বাইক নিয়ে মিছিলও হয়। দক্ষিণ মালদা তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলী রায়হানের কাছে পেয়ে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী ও সমর্থকের মধ্যে উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মত ছিল। ট্রিপল ইঞ্জিনের সরকার হবে। মানিকচকের গোপালপুর থেকে বললেন মালদা দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী শাহনাওয়াজ আলী রায়হান।

কান্দিতে নির্বাচনী প্রচারে এলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী

দুরন্ত বার্তা, কান্দি, ২৬ এপ্রিল ঃ লোকসভা নির্বাচনের ভোট প্রচার জোরকদমে শুরু করেছে সমস্ত

রাজনৈতিক দল, আর এই লোকসভা নির্বাচনের আগে বহরমপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী ডাক্তার নির্মল সাহার হয়ে কান্দিতে জনসভায় এলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এই জনসভায় প্রধান বক্তা হিসাবে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী। এই সভা মঞ্চ থেকে তৃণমূল কংগ্রেসকে বিভিন্নভাবে কটাক্ষ করেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী, তিনি বলেন সাধারণ মানুষকে বিভিন্ন ভাবে ভুল বুঝিয়ে তৃণমূল ভোট নিয়েছে কিন্তু এবারের ভোট বিজেপিকে দেবে সাধারণ মানুষ আশা করেন মিঠুন। এছাড়াও তার বিভিন্ন সিনেমার ডায়লগ দিয়ে সাধারন মানুষের মন জয় করেন তিনি। নজিরবিহীনভাবে কেন্দ্রয় বাহিনীর ঘেরাটোপে প্রতিটি বুথে ভোট হচ্ছে বাংলায়। শুক্রবার দুপুর সাড়ে তিনটে পর্যন্ত দ্বিতীয় দফা ভোটেও বিক্ষিপ্ত কয়েকটি অশান্তির ঘটনা ছাড়া মোটের ওপর শান্তিতেই ভোট হচ্ছে রাজ্যের তিন লোকসভা কেন্দ্রে। তবে বিজেপির তারকা নেতা মিঠুন চক্রবর্তী মনে করেন, বাংলায় শান্তির ভোট হওয়া প্রায় অসম্ভব। ভোটের অশান্তি প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে মিঠুন বলেন, এখনও পর্যন্ত ৬-৭টা সভা করেছি। পাবলিক রেসপন্স বেশ ভাল। তবে বাংলায় সভ্যভাবে ভোট হওয়া মুশকিল। এখানে সোজাভাবে কেউ জিততে পারবে না। নাম না করে শাসকদল তৃণমূলকেই ইঙ্গিত করেছেন মিঠুন। তবে সরাসরি বিরোধীদের নাম উল্লেখ করেননি। এমনকী অধীর চৌধুরীর প্রসঙ্গে জানতে চাওয়া হলেও মিঠুন স্পিকটি নট থেকেছেন। তাঁর কথায়, আমি আমাদের প্রার্থীর প্রচারে এসেছি। দলের প্রার্থীকে নিয়ে বলব। অন্যদল বা তাঁদের প্রার্থী নিয়ে কোনও মন্তব্য করব না। এক নজর দেখার জন্য উপস্থিত ছিলেন হাজার হাজার বিজেপি কর্মী থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ জন। এই কর্মসূচিতে অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তীর পাশাপাশি উপস্থিত ছিলেন বহরমপুর সাংগঠনিক বিজেপির প্রার্থী ডঃ নির্মল সাহা। এছাড়াও বিজেপির বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং হাজার হাজার কর্মী সমর্থকেরা।

শান্তিতেই দ্বিতীয় দফার নির্বাচন সম্পন্ন হল

দুরন্ত বার্তা, দার্জিলিং, ২৬ এপ্রিল ঃ দু'একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া মোটের উপর শান্তিতেই দ্বিতীয় দফার নির্বাচন সম্পন্ন হল। রাত সাতটা নাগাদ থেকে ডিসিআরসিতে ইভিএম ও ভিভিপ্যাড সমেত ফিরতে শুরু করেন ভোট কর্মীরা। জেলা প্রশাসন সূত্রে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, দার্জিলিং লোকসভা আসনে মোট ৭৩ শতাংশ ভোট পরেছে বলে জানা গিয়েছে। সব থেকে বেশি ভোট পড়েছে মাটিগাড়া নকশালবাড়ি বিধানসভায়। সেখানে ভোট পড়েছে ৭৮ শতাংশ। সব থেকে কম ভোট পড়েছে ৬৫ শতাংশ কালিম্পংয়ে। তবে শান্তিপূর্ণভাবে ভোট পর্ব মেটায় খুশি ভোট কর্মীরাও।

Recruitment Notice
Recruitment of Principal & Lecturers.
Kaniska College of Education
Vill+P.O.- Peardoba, PS-Bishnupur,
Dist.- Bankura, 722149,
A) Principal- 1, B) Foundation Course-3, C) Pedagogy Bengali-2, English-1, Mathematics-1, Geography-2, Fine Arts-1, Performing Arts- 1,
All post are regular. Eligibility – As per NCTE norms for the course D.El.Ed. Pay scale – as per NCTE guideline/state.
kc@kaniskacedu.org, www.kaniskacedu.org. Mob- 9647604501 / 9434931791

লামডিং ডিভিশনে নির্মাণ কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং: এলএমজি/ইএনজিজি/৬৩ অফ ২০২৪, তারিখ ২৩-০৪-২০২৪; নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: **ক্রম. নং. -১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ:** সেকেরকোটে ডিইএন-V / লামডিং -এর এখতিয়ারের অধীনে আইওসিএল সাইডিং লাইন এবং শান্টিং নেক লাইনের সাথে যুক্ত আইওসিএল সাইডিং সাইটে তিনটি (৩) আরসিসি বক্স (১ x ৩.০০মি স্প্যান), (১ x ১.২০মি স্প্যান) এবং (১ x ১.২০মি স্প্যান) -এর নির্মাণ, আরসিসি বক্স সমন্বিত আরইউবি বিআর নং. ১৫ -এর সম্প্রসারণ (১ x ৬.০মি স্প্যান) এবং আরসিসি বক্স কালভার্ট বিআর নং. ১৬ (১ x ৩.০৫মি স্প্যান) -এর সম্প্রসারণ। **টেন্ডার মূল্য: ₹. ৭,৫১,৩১,২৮২.৬৭; বায়না মূল্য: ₹. ৫,২৫,৭০০/-;** উপরোক্ত টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় **১৭-০৫-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘণ্টায় এবং খোলা **১৮-০৫-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **১৭-০৫-২০২৪** তারিখে **১৫:০০** ঘন্টা পর্যন্ত **http://www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

০৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মীযুক্ত এলসি গেটের ইন্টারলকিং
ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. এসঅ্যান্ডটি/এপিডিজে/০৪, তারিখঃ ২৪-০৪-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: **ক্র.নং. ১। ই-টেন্ডার নং.ঃ এপি-এসটি-০৪-২০২৪-২৫, কাজের নাম ঃ** আলিপুরদুয়ার ডিভিশন ঃ এমএসিএলএস-এর ব্যবস্থা সহ ০৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং কর্মীযুক্ত এলসিজি-এর ইন্টারলকিং। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্যঃ** ২,৯১,১৯,৬৯২ টাকা; **বিড সিকিউরিটিঃ** ২,৯৫,৬০০ টাকা। **ই-টেন্ডার বন্ধ হবে** ২১-০৫-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং **খুলবে** ২১-০৫-২০২৪ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম (এসঅ্যান্ডটি), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

পূর্ব রেলওয়ে
ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, রেলওয়ে স্টেশনের নিকটে ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য সেচ/সিপিডব্লুডি/এসইবি/এমইএস অথবা যে কোনও সরকার অধীনস্থ সংস্থার সাথে রেজিস্টার্ড সহ সমপ্রকৃতির কাজে অভিজ্ঞতা এবং প্রয়োজনীয় আর্থিক ক্ষমতা আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়া। **ই-টেন্ডার নং: ১০_২০২৪-২৫, কাজের বিবরণঃ** সিনিয়র ডিইএন/২/হাওড়ার অধীনে এইএন/ডানকুনির অধিকারক্ষেত্রের অধীনে ইনস্টি গ্রুড জয়েন্টের ফেব্রিকেশন। **আনুমানিক ব্যয়ঃ** ৫৪,৯২,৭৭০.৪৮ টাকা। **বায়নামূল্যঃ** ১,০৯,৯০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্যঃ** শূন্য। **সম্পূর্ণ করার সময়সীমাঃ** ১০ মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোনও কারণে ছুটি/বনধ্/স্ট্রাইক ঘোষিত হলে অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ পরিবর্তিত হবে না কারণ টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ের পরে কোনও অফার জমা করার আবেদন আইআরইপিএস ওয়েবসাইট অনুমোদন করে না। অবশ্য অনলাইনে টেন্ডার পরবর্তী কাজের দিনে খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ১৬.০৫.২০২৪ তারিখ দুপুর ২টো। টেন্ডারের বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে তাঁদের অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গৃহীত হবে না।
HWH-33/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/ www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
সিনিয়র ডিভিসনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, হাওড়া, ৫ম তল, যাত্রী নিবাস, হাওড়া স্টেশনের নিকটে, হাওড়া-৭১১১০১ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। **কাজের নামঃ** হাওড়া ডিভিসনে পার্কিং লট পরিচালনার জন্য চুক্তি প্রদান। অকশন ক্যাটালগ **www.ireps.gov.in**-তে আপলোড করা হয়েছে।
ক্যাটালগ নংঃ পার্ক-এইচডব্লুএইচ-৫৬
ক্রমিক নং, লট নং. / ক্যাটেগরি এবং স্টেশনের নামঃ (১) পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএলএই-টিডব্লু-২৫২-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), পালসিট **(২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনডিএই-টিডব্লু-২৬-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), নবদ্বীপধাম **(৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএএ-টিডব্লু-৭৩-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বরালা **(৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএইচআর-টিডব্লু-১৮২-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), ভদ্রেশ্বর **(৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই-টিডব্লু-৮০-২২-২ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), সালার **(৬)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএফজেড-টিডব্লু-১৪২-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), ভান্ডারটিকুরী **(৭)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসপিএস-টিডব্লু-২২০-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), শ্রীপত শ্রীখন্ড **(৮)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএলএই-টিডব্লু-২৫১-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), পালসিট **(৯)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএইচবিএল-টিডব্লু-১০১-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), শিবলুন **(১০)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিডব্লুএলই-টিডব্লু-৭৪-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), চৌরিগাছা **(১১)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিজিএলই-টিডব্লু-৫২-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), গঙ্গাটিকুরী **(১২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিসিএফ-টিডব্লু-১০৪-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বাঁকাপাসি **(১৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-সিডিএই-টিডব্লু-১৩৫-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), চন্দনপুর **(১৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিওজিটি-টিডব্লু-৬৬-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), গোঘাট **(১৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-টিবিএই-টিডব্লু-৫৮-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), ত্রিবেণী **(১৬)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএলই-টিডব্লু-২৫০-২৪-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বাজারসৌ **(১৭)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিটিএই-টিডব্লু-২৪৪-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), ধাত্রীগ্রাম **(১৮)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিজিএফ-টিডব্লু-৪৬-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বাগিলা **(১৯)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জেআরএই-টিডব্লু-১২১-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), জৌগ্রাম **(২০)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেডব্লুএই-টিডব্লু-২২-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), কাটোয়া **(২১)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিপিএই-টিডব্লু-২৪২-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), গুপ্তিপাড়া **(২২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএনই-টিডব্লু-২২৫-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), প্রান্তিক **(২৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিএএইচডব্লু-টিডব্লু-২০২-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বাহিরখন্ড **(২৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিবিআরএ-টিডব্লু-৪৩-২৩-২ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), গোবরা **(২৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিএমএলই-টিডব্লু-৮৫-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), ডুমুরদহ **(২৬)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-জিএসজিবি-টিডব্লু-৭২-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), গোসাঁইগ্রাম **(২৭)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-ডিএইচপিডি-টিডব্লু-৭৮-২৩-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), ডাহাপাড়াধাম **(২৮)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-বিজেডএল-টিডব্লু-৩৯-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), বেলানগর **(২৯)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-কেএএন-টিডব্লু-১৩৬-২২-১ (পার্কিং-ট্যু হুইলার), খানা **(৩০)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই-এফডব্লু-৫৪-২২-১ (পার্কিং-ফোর হুইলার), সালার **(৩১)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-আরপিএইচ-এমএক্স-২৪-২৩-২ (পার্কিং-মিক্সড্), রামপুরহাট **(৩২)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এনএইচটি-এমএক্স-২৫৩-২৪-১ (পার্কিং-মিক্সড্), নলহাটি **(৩৩)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এএমবিজি -এমএক্স-৬৫-২২-১ (পার্কিং-মিক্সড্), আরামবাগ **(৩৪)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসডিআই -এমএক্স-২৪১-২৩-১ (পার্কিং-মিক্সড্), সাগরদীঘি **(৩৫)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-এসএএলই -এমএক্স-৫৩-২২-২ (পার্কিং-মিক্সড্), সালার **(৩৬)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএসএই-আরডব্লু-২২১-২২-১ (পার্কিং-থ্রি হুইলার), পূর্বস্থলী **(৩৭)** পার্কিং-এইচডব্লুএইচ-পিএসএই-আরডব্লু-২২২-২২-১ (পার্কিং-থ্রি হুইলার), পূর্বস্থলী।
অকশন শুরুর তারিখ এবং সময়ঃ ০৬.০৫.২০২৪ তারিখ সকাল ১০ টা।
HWH-34/2024-25
পূর্ব রেলওয়ে ওয়েবসাইটঃ www.er.indianrailways.gov.in/www.ireps.gov.in - এও টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে
আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

বিশ্বকাপে সুযোগ না পেলে কী করবেন, জানিয়ে দিলেন শুভমন গিল!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নানা মুনির নানা মত। যে কোনও বিশ্বকাপের আগে তাইই হয়ে থাকে। একএকজন প্রাক্তন ক্রিকেটার, বিশেষ করে যাঁরা বিশেষজ্ঞ হিসেবে প্রতিষ্ঠা পেয়ে গিয়েছেন, তাঁরা তাঁদের মতো করে এক-একটা বিশ্বকাপ টিম দেন। তা নিয়ে নানা প্রতিক্রিয়া হয়। হবেই তো, ভারতের মতো দেশে যে ক্রিকেটই সবচেয়ে বড় ধর্ম। জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। ভারতের টিম কী হওয়া উচিত, তা নিয়ে শুরু হয়ে গিয়েছে নানা জল্পনা, আলোচনা। সঞ্জয় মঞ্জরেকরের মতো প্রাক্তন তাঁর বিশ্বকাপ টিম থেকে বাদ দিয়েছেন বিরাট কোহলি, শুভমন গিল, হার্দিক পান্ডিয়া, রিঙ্কু সিংদের। বীরেন্দ্র শেহওয়াগ আবার টিম থেকে বাদ দিয়েছেন হার্দিক পান্ডিয়াকে। শুভমন গিল যদি বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ না পান? এ বারের আইপিএলে ৯ ম্যাচে ৩০৪ রান করেছেন শুভমন গিল। গড় ৩৮। গুজরাট টাইটান্সের নতুন ক্যাপ্টেন ধীরে ধীরে নিজেকে মেলে ধরার চেষ্টা করছেন। পরিস্থিতি যা, তাতে শুভমন টিমে সুযোগ পাবেন কিনা, তা নিয়ে সংশয় কিছুটা হলেও

রয়েছে। নিলেও প্রথম দলে সুযোগ পাবেন কিনা, তা নিয়েও চলছে আলোচনা। যশস্বী জয়সওয়ালকেই রোহিত শর্মার ওপেনিং পার্টনার হিসেবে দেখা যাবে। তিনে বিরাট কোহলি। চারে সূর্যকুমার যাদব। স্পেশালিস্ট ব্যাটার হিসেবে আর জায়গা নেই ভারতীয় টিমে। কেউ যদি খারাপ খেলেন, তা হলে হয়তো খেলার সুযোগ পেতে পারেন। এমন দোলাচলের মধ্যে যখন শুভমনের এ বারের বিশ্বকাপ স্বপ্ন, তখন তিনি কী ভাবছেন? স্পোর্টসটক-কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে শুভমন বলেছেন, ''যদি আমি বিশ্বকাপ টিমে সুযোগ না পাই, ঘরে বসে ভারতীয় টিমকে সমর্থন করব।'' এই মুহূর্তে আইপিএলেই ফোকাস শুভমনের। গুজরাটকে সাফল্য দিতে চান পঞ্জাবের ছেলে। তাঁর কথায়, ''ভারতের হয়ে খেলা সবচেয়ে বড় ব্যাপার। কিন্তু আমি যদি বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে এখন থেকে ভাবতে শুরু করি, তা হলে কিন্তু আমার আইপিএল টিম গুজরাটের প্রতি অবিচার করা হবে। সেটা কোনও ভাবেই চাইছি না।'' কিছু জিনিস একেবারেই নিয়ন্ত্রণে থাকে না, শুভমন তাও জানেন ভালো করে। নির্বাচকরা তাঁকে নিয়ে কী ভাবছেন, তা হাতে নেই তাঁর। শুভমন বলেও দিচ্ছেন, ''যদি বিশ্বকাপের টিমে আমাকে নেওয়া হয়, ভালো কথা। কিন্তু এই মুহূর্তে আমার আমি আইপিএল ছাড়া আর কিছু ভাবছি না। গুজরাটের হয়ে সেরাটা কী ভাবে দিতে পারি, টিম যাতে সেরাটা দিতে পারে, সেই চেষ্টা করছি। এর বাইরে কিছুই ভাবছি না।''

রঞ্জি খেলেই কোটিপতি!

ঘরোয়া ক্রিকেটারদের জন্য বড় ভাবনা বোর্ডের

নয়াদিল্লি, ২৬ এপ্রিলঃ ঘরোয়া ক্রিকেটের প্রতি অনেক ক্রিকেটারেরই অনীহা। তার চেয়ে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে সুযোগ পাওয়াটাই তাঁদের কাছে মুখ্য হয়ে ওঠে। টেস্ট স্কোয়াডের সাপ্লাই লাইনেও যে সমস্যা হয়, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। আর যাঁরা রঞ্জি ট্রফিতে খেলেন, অনেকের মধ্যেই হীনমন্যতা কাজ করে। অভিজ্ঞতা, দক্ষতা, যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও আইপিএল খেলা প্লেয়ারদের সঙ্গে আর্থিক পার্থক্যটা অনেক অনেক বেশি। এ বার সেই দূরত্ব ঘোচানোরই ভাবনা বোর্ডের। রঞ্জি খেলেও কোটিপতি হতে পারেন ক্রিকেটাররা। রঞ্জি প্লেয়ারদের আয় দ্বিগুন করার ভাবনায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড। ক্রিকবাজের রিপোর্ট অনুযায়ী, বোর্ডের নির্বাচন কমিটির উপর বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে।

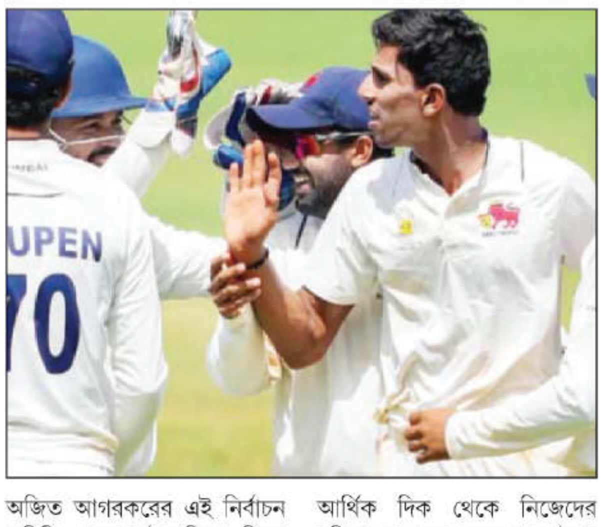

অজিত আগরকরের এই নির্বাচন কমিটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। বোর্ডের পরিষ্কার লক্ষ্য, যে সমস্ত প্লেয়াররা আইপিএলে সুযোগ পান না, তাঁরা যেন কোনও ভাবেই আর্থিক দিক থেকে নিজেদের বঞ্চিত না মনে করেন। বর্তমান নিয়ম অনুযায়ী ৪০-র বেশি রঞ্জি ম্যাচ খেলা প্লেয়াররা রঞ্জির ম্যাচে প্রতিদিন ৬০ হাজার টাকা করে পেয়ে থাকেন। একই ভাবে ২১-৪০ ম্যাচ খেলা প্লেয়াররা ৫০ এবং ২০ ম্যাচ অবধি অভিজ্ঞতা থাকা প্লেয়াররা ৪০ হাজার করে পেয়ে থাকেন। একই ক্যাটেগরির রিজার্ভে থাকা প্লেয়াররা যথাক্রমে ৩০ ও ২০ হাজার করে পেয়ে থাকেন। সব মিলিয়ে একজন সিনিয়র প্লেয়ার রঞ্জি ট্রফি থেকে সর্বাধিক (টিম ফাইনালে উঠলে) ১৭ থেকে ২২ লক্ষ টাকা উপার্জন করে থাকেন। বোর্ডের ভাবনা যদি বাস্তবায়িত হয়, একজন ঘরোয়া ক্রিকেটার বছরে ১০টি রঞ্জি ম্যাচ খেলে ৭৫ লক্ষ থেকে ১ কোটি টাকা উপার্জন করতে পারেন। একই ভাবে ঘরোয়া সাদা বলের টুর্নামেন্ট অর্থাৎ বিজয় হাজারে ট্রফি এবং সৈয়দ মুস্তাক আলি টি-টোয়েন্টিতেও ম্যাচ ফি বাড়ানোর ভাবনায় ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড।

বিশ্বকাপ ফাইনালে স্প্রিং লাগানো ব্যাট ব্যবহার করেছিলেন রিকি পন্টিং!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

নাইন্টিজ কিড। তাঁদের কাছে কাছে সবচেয়ে বড় আলোচনার বিষয় ছিল ২০০৩ বিশ্বকাপ ফাইনালে রিকি পন্টিংয়ের ব্যাট। ১৯৮৩ সালে প্রথম বার ওয়ান ডে ফরম্যাটে বিশ্বকাপ জিতেছিল ভারত। এরপর ২০১১। মাঝে একটা দারুণ সুযোগ এসেছিল ভারতের সামনে। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে। ২০০৩ সালে বিশ্বকাপ ফাইনালে উঠেছিল ভারত। বিশ্বের যে কোনও দলের কাছেই ভারতের ব্যাটিং লাইন আপ ছিল অন্যতম ঈর্ষার কারণ। বোলিংয়েও তাক লাগিয়েছিল ভারত। কিন্তু রিকি পন্টিংয়ের ইনিংস! দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ২০০৩ সালের ওয়ান ডে বিশ্বকাপ ফাইনালে ওঠে ভারত। সামনে রিকি পন্টিংয়ের নেতৃত্বাধীন অস্ট্রেলিয়া। টস জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নেন ভারত অধিনায়ক সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। তখনই অনেকে প্রমাদ গুনছিলেন। জাহির খানের প্রথম ওভারেই যেন দেওয়াল লিখন পড়তে পারছিলেন ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীরা। প্রথমে ব্যাট করে মাত্র ২ উইকেটে ৩৫৯ রান তোলে অস্ট্রেলিয়া। সে সময় ৩০০ প্লাস রান

তোলা মানেই ম্যাচ জিতে যাওয়া। অজি ক্যাপ্টেন রিকি পন্টিং অপরাজিত ১৪০ রান করেন। রিকি পন্টিংয়ের সেই ইনিংসে ভারতীয় ক্রিকেট প্রেমীদের হৃদয় ভাঙে। তেমনই সে সময় স্কুল পড়ুয়াদের মধ্যে একটা জল্পনা ছিল, স্প্রিং লাগানো ব্যাটে খেলেছিলেন রিকি পন্টিং। যার ফলে এত চার ছয় মারতে পেরেছেন! এখন বিষয়টা মজার মনে হলেও, সে সময় এই তথ্য বিশ্বাস করেছিল অধিকাংশই। না হলে ফাইনালের মতো হাইভোল্টেজ ম্যাচে এমন ইনিংস খেলা সম্ভব নাকি! সত্যিই কি পন্টিংয়ের ব্যাটে স্প্রিং ছিল? সেই রহস্য ফাঁস হল! ২০০৩ বিশ্বকাপ ফাইনালের দুই প্রতিপক্ষ ক্যাপ্টেন সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় এবং রিকি পন্টিং এখন দিল্লি ক্যাপিটালসের কোচিং টিমে একসঙ্গে। স্প্রিং ব্যাটের মিথ ছিল দীর্ঘ সময়। বিশ্বকাপ ফাইনালে যে ব্যাট দিয়ে খেলেছিলেন পন্টিং, তা প্রকাশ্যে আনার অনুরোধও করেন অনেকেই। ২০২০ সালে সোশ্যাল মিডিয়ায় সেই ব্যাটের ছবিও পোস্ট করেছিলেন প্রাক্তন অজি অধিনায়ক। সত্যিই কি ব্যাটে স্প্রিং ছিল? তা নিয়েই দিল্লি ক্যাপিটালসের স্টিং অপারেশন। হিডেন ক্যামেরায় পন্টিংকে সেই ব্যাট প্রসঙ্গ তোলা হয়। পন্টিং তাঁর বাইসেপ দেখিয়ে বুঝিয়ে দেন, কোনও স্প্রিং ব্যাট নয়, পাওয়ার হিটিংয়েই সেই বড় ছয় মেরেছিলেন।

বিশ্বকাপ টিম থেকে বাদ বিরাট কোহলি, রিঙ্কু সিং? এ কেমন স্বপ্নপূরণের দল!

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

২০১১ সালের পর আর স্বপ্নপূরণ হয়নি ভারতের। আইসিসির টুর্নামেন্টে টানা হার। গত বছর ওয়ান ডে বিশ্বকাপের ফাইনালে উঠেছিল টিম। খেতাব আসেনি। তার আগে দু'বার বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালেও গিয়েছিল ভারতীয় দল। তাও হয়নি। ১৩ বছর পর কি ট্রফির খোঁজ দিতে পারেন রোহিত শর্মা? দু-একদিনের মধ্যেই দল ঘোষণা করা হবে। তার আগে নানা অঙ্ক কষা হচ্ছে নানা মহলে। প্রাক্তনরা তাঁদের পছন্দের টিম দিচ্ছেন। কেউ কেউ একেবারে হিসেবের বাইরে গিয়ে এমন দল সাজাচ্ছেন, যা বেশ চমকে দেওয়ার মতো। বিরাট কোহলি কি ভারতের বিশ্বকাপ টিম থেকে বাদ পড়তে চলেছেন? রিঙ্কু সিং কি সুযোগ পাবেন না? ভারতের প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকর যে বিশ্বকাপ দল সাজিয়েছেন ভারতের, তা বেশ

চমকে দেওয়ার মতো। বিরাট কোহলিকে টিম থেকে বাদ দিয়েছেন তিনি। এ বারের আইপিএলে বিরাট যথেষ্ট সফল। ৯ ম্যাচে ৪৩০ রান করেছেন। একটা সেঞ্চুরি রয়েছে তালিকায়। এই বিরাটকে বাদ দেওয়া উচিত? এমনিতে বিরাটকে নিয়ে একটা বিতর্ক চলছেই। বলা হচ্ছে, টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটের উপযুক্ত স্ট্রাইক রেট তাঁর নেই। তাই টিমে না রাখাই ভালো। সেই যুক্তিই কি কাজ করেছে মঞ্জরেকরের ক্ষেত্রে। হার্দিক পান্ডিয়াকেও রাখেননি টিমে। এতেই শেষ নয়, নেই-য়ের তালিকায় রয়েছেন শুভমন গিল, শিবম দুবেও। এ কেমন টিম, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে দিয়েছেন অনেকেই। মঞ্জরেকরের টিমে তা হলে কারা রয়েছেন? আইপিএলের পারফরম্যান্সের উপর জোর দিয়েই তিনি সাজিয়েছেন ভারতের বিশ্বকাপ দল। স্পেশালিস্ট ব্যাটসম্যান হিসেবে রয়েছেন রোহিত শর্মা, যশস্বী জয়সওয়াল, সূর্যকুমার যাদব। তিন উইকেট কিপারকে জায়গা দিয়েছেন দলে। ঋষভ পন্থ, সঞ্জু স্যামসন, লোকেশ রাহুল। অলরাউন্ডার হিসেবে রেখেছেন, রবীন্দ্র জাডেজা, ক্রুণাল পান্ডিয়া। পেসার হিসেবে টিমে রেখেছেন, জসপ্রীত বুমরা, হর্ষিত রানা, মায়াঙ্ক আগরওয়াল, আবেশ খান, মহম্মদ সিরাজ। দুই স্পিনার যুজবেন্দ্র চাহাল, কুলদীপ যাদব।

হঠাৎ এগিয়ে এল বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগের উদ্বোধনের দিন, কবে শুভারম্ভ?

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ২৭ এপ্রিলঃ আর কয়েকদিন পর শুরু হবে বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগ। এই টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার কথা ছিল ১২ জুন। হঠাৎ করেই উদ্বোধনের দিন এগিয়ে এল। ১২ জুনের পরিবর্তে ১১ জুন শুরু হবে এই টুর্নামেন্ট। টি-২০ বিশ্বকাপের জন্যই এগিয়ে গেল বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগ। কারণ ১২ জুন টি-২০ বিশ্বকাপে টিম ইন্ডিয়ার ম্যাচ রয়েছে। ক্রিকেট মহলের মতে সেই কারণেই বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগের শুরুর দিন এগিয়ে আনা হল। মহিলা এবং পুরুষ উভয় টিমই এই টুর্নামেন্টে খেলবে। ১১ জুন থেকে যা চলবে ২৮ জুন অবধি। মোট ১৮ দিন ধরে বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগ চলবে। যেখানে আট ফ্র্যাঞ্চাইজি অংশ নিচ্ছে। টুর্নামেন্টে মোট ৩১টি ম্যাচ খেলা হবে। সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় বলেছেন, ''এই টুর্নামেন্ট শুরু হবে ১১ জুন। ঐতিহাসিক ইডেন গার্ডেন্সে প্রথমদিন ছেলেদের একটি ম্যাচ হবে। এরপর ১২ জুন থেকে মেয়েদের ম্যাচ শুরু হবে। তা হবে যাদবপুর ইউনিভার্সিটির সল্টলেক ক্যাম্পাসের মাঠে। প্রত্যেক দিন দুটো দলের একটা করে ম্যাচ থাকবে। যা চলবে ২৮ জুন পর্যন্ত। টি-২০ বিশ্বকাপ ফাইনালের

একদিন আগে এই টুর্নামেন্ট শেষ হবে।'' বেঙ্গল প্রো টি-২০ লিগের সূচির ব্যাপারে স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় জানিয়েছেন, তা পরে প্রকাশিত হবে। তিনি জানিয়েছেন, বেশিরভাগ দিনই দুটো করে ম্যাচ হবে। এ বার প্রশ্ন হল আইসিসি টি-২০ বিশ্বকাপের সময় কেন করা হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট? সিএবি সভাপতি স্নেহাশিস গঙ্গোপাধ্যায় এই বিষয়ে বলেন, ''বিসিসিআইয়ের গাইডলাইন অনুযায়ী ১৫ সেপ্টেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারির শেষ পর্যন্ত এই ধরনের কোনওরকম টুর্নামেন্ট আয়োজন করা যাবে না। তারপর আবার উইমেন্স প্রিমিয়ার লিগ এবং আইপিএল শুরু হয়ে যায়। যার ফলে জুন ছাড়া আমাদের কাছে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করার আর কোনও বিকল্প সময় ছিল না।''

বিশ্বকাপে ভারতের স্কোয়াড নিয়ে বার্তা যুবরাজ সিংয়ের

মুম্বই, ২৬ এপ্রিলঃ ওয়েস্ট ইন্ডিজ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে হবে এ বারের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। জুনের এই বিশ্বকাপের ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হয়েছেন বিশ্বের অন্যতম সেরা অলরাউন্ডার যুবরাজ সিং। উদ্বোধনী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ তথা ২০০৭ সালে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত। আর তাতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে যুবরাজ সিংয়ের। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ প্রসঙ্গ উঠলেই সকলের চোখের সামনে ভাসবে ভারত-ইংল্যান্ড ম্যাচ। ইংল্যান্ড পেসার স্টুয়ার্ট ব্রডের ওভারে ছয় ছক্কা মেরেছিলেন যুবি। জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতের স্কোয়াড এবং সম্ভাবনা নিয়ে নানা প্রসঙ্গ উঠে এল যুবরাজ সিংয়ের মুখে। ভারতের স্কোয়াডে উইকেটকিপার কে হবেন, এই মুহূর্তে সবচেয়ে বড় প্রশ্ন এটাই। ২০০৭ সালে উদ্বোধনী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতার পর ভারত শুধু অপেক্ষাই করে গিয়েছে। এরপর আর একবারও চ্যাম্পিয়ন হতে পারেনি। ট্রফির অনেক কাছ থেকেও ফিরেছে ভারত। এ বারও টুর্নামেন্টে ফেভারিট হিসেবেই নামবে ভারতীয় দল। এ বারও বিশ্বকাপে থাকছেন যুবরাজ সিং। তবে আইসিসির ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডর হিসেবে। জুনে বিশ্বকাপে ভারতের সাফল্যের রসদ কী হতে পারে? যুবরাজ সিংয়ের মতে সূর্যকুমার যাদব ও জসপ্রীত বুমরা। যুবরাজ বলছেন, ''বিশ্বকাপে ভারতের হয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারেন সূর্যকুমার যাদব। ওর যা খেলার ধরন, ১৫ বলের মধ্যেই পরিস্থিতি পাল্টে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। নিশ্চিত করেই বলতে পারি, সূর্যকুমার যাদবই এক্স ফ্যাক্টর হয়ে উঠতে পারেন।'' ব্যাটিংয়ে যেমন স্কাই, বোলিংয়ে যুবির ভরসা বুমরা। দুই ফরম্যাটেই বিশ্বকাপ জয়ী যুবরাজ সিং বলছেন, ''বোলিংয়ের ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান অস্ত্র জসপ্রীত বুমরা। বোলিং আক্রমণে আমি একজন লেগস্পিনারও দেখতে চাই। সেটা যুজবেন্দ্র চাহাল হতে পারে। ও দুর্দান্ত পারফর্ম করছে। তবে নিজে একজন ব্যাটার হিসেবে দলের প্রধান মুখ হিসেবে সূর্যকুমার যাদবকেই বেছে নেব।'' ভারতের কিপার কে হতে পারেন? দীনেশ কার্তিকের পারফরম্যান্সে মুগ্ধ যুবরাজ সিং। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর হয়ে দুর্দান্ত পারফর্ম করছেন দীনেশ কার্তিক। যুবরাজের মতে, কার্তিককে যদি একাদশে রাখা হয়, তবেই তাঁকে স্কোয়াডে রাখা উচিত। একাদশে সুযোগ না দেওয়া গেলে, দীনেশ কার্তিককে স্কোয়াডে রাখার মানে হয় না, এমনটাই মত যুবির। কার্তিকের ক্ষেত্রে বয়সটা ফ্যাক্টর বলেও মনে করেন। ঋষভ পন্থ, সঞ্জু স্যামসনরা তরুণ এবং বিধ্বংসী ফর্মেও রয়েছেন।

এত কেন সিঙ্গলস নিলে? বিরাটে বিরক্ত সুনীল গাভাসকর

মুম্বই, ২৬ এপ্রিলঃ জুনে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ। বিরাট কোহলিকে নিয়ে নানা জল্পনা। এ বার সুনীল গাভাসকরের মন্তব্য আরও অস্বস্তিতে ফেলতে বাধ্য বিরাট কোহলিকে। ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগে দীর্ঘ এক মাসের ব্যবধানে জয় পেয়েছে রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু। বিধ্বংসী সানরাইজার্স হায়দরাবাদকে ৩৫ রানে হারিয়েছে আরসিবি। বিরাট কোহলি হাফসেঞ্চুরি করলেও তাঁর স্ট্রাইকরেট বড় চিন্তার বিষয়। গত কয়েক বছর একটা বিষয় দেখা গিয়েছে, বিরাট শুরু থেকে ইনিংস অ্যাঙ্কর করেন। পরবর্তীতে বিধ্বংসী ব্যাটিং করেন। কিন্তু গত দু-তিন বছর স্পিনারদের বিরুদ্ধে তাঁর স্ট্রাইকরেট অস্বস্তির। সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে প্রথমে ব্যাট করেছে আরসিবি। ফাফ ডুপ্লেসি

এবং বিরাট কোহলি জুটি শুরুটা দুর্দান্ত করে। অল্প সময়ের ব্যবধানে ফাফ ডুপ্লেসি, উইল জ্যাকসের উইকেট হারায় আরসিবি। তবে রজত পাতিদার অনবদ্য একটা ইনিংস খেলেন। মাত্র ১৯ বলে হাফসেঞ্চুরি। তারপরও বিরাট কেন মন্থর হয়ে গেলেন! হায়দরাবাদের বিরুদ্ধে বিরাট প্রথম ১৮ বলে করেছিলেন ৩২ রান। পরবর্তী ২৫ বলে মাত্র ১৯ রান। শুধু সিঙ্গল নিতে দেখে বিরক্ত গাভাসকর। হাফসেঞ্চুরির পর বিরাট গতি বাড়ানোর চেষ্টায় বল কানেক্টই করতে পারছিলেন না। দ্রুতই আউট হন। দীর্ঘসময় শট না খেলায় ছন্দ হারিয়েছেন, এমনটাই মন্তব্য করেন কিংবদন্তি সুনীল গাভাসকর। ধারাভাষ্যেই বলেন, ''বিরাট শুধুই সিঙ্গল নিয়ে যাচ্ছে। এখনও দীনেশ কার্তিক, মহীপালের নামা বাকি। এখন ঝুঁকি না নিলে আর কখন! পাতিদারকে দেখুন, ও ওভারে তিনটি ছয় মারার পর চাইলে সিঙ্গল নিতেই পারত। তা না করে বড় শটেরই চেষ্টা করেছেন। সুযোগ পেলে এটাই করতে হবে।'' বিরাটের শট কানেক্ট না হওয়ায় বলেন, ''কোহলি শট খেলার চেষ্টায় মিস করেছেন। কেউ যদি খোলসে ঢুকে থাকে, সিঙ্গলস নিতে থাকে, হঠাৎ শট খেলা সহজ নয়। কোহলিকে আরও আগেই শট খেলার চেষ্টা করতে হত।''

বড় জয়ে দুইয়ে ম্যানচেস্টার সিটি

লন্ডন, ২৬ এপ্রিলঃ ব্রাইটনকে ব্রাইটনের মাঠে ৪-০ গোলে হারিয়ে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে পয়েন্ট তালিকার দ্বিতীয়স্থানে উঠে এসেছে ম্যানচেস্টার সিটি। ৩৩ ম্যাচে ৭৬ পয়েন্ট দলটির, এক ম্যাচ বেশি খেলা আর্সেনালের পয়েন্ট ৭৭। সর্বশেষ তিনবারের চ্যাম্পিয়নরা অ্যামেক্স স্টেডিয়ামে রাজকীয় ফুটবল খেলেই বড় জয় তুলে নিয়ে শিরোপা জয়ের পথে আরেকটি এগিয়েছে। চোটের কারণে ম্যাচটি খেলেননি আর্লিং হলান্ড। টানা চতুর্থ লিগ শিরোপায় চোখ রাখা সিটি গতকাল প্রথমার্ধেই এগিয়ে যায় ৩-০ গোলে। ১৭

মিনিটে কেভিন ডি ব্রুইনার হেডে এগিয়ে যায় দলটি। সিটির জার্সিতে প্রিমিয়ার লিগে ডি ব্রুইনার এটিই হেড দিয়ে করা প্রথম গোল। ৯ মিনিট পরে ব্যবধানটা দ্বিগুণ করেন ফিল ফোডেন। গোলটি নিয়ে একটু বিতর্ক আছে। ফোডেন পা পিছলে পড়ে গেলেও রেফারি ফাউলের বাঁশি বাজিয়ে ফ্রিকিক দেন। ফোডেনের নেওয়া ফ্রিকিক পাসকাল গ্রসের শরীরে লেগে দিক বদলে গোলরক্ষককে বিভ্রান্ত করে ঢুকে যায় জালে। তবে ৩৪ মিনিটে ফোডেনের করা দ্বিতীয় গোলটি নিয়ে প্রশ্ন তোলার সুযোগই ছিল না। প্রথমার্ধেই ৩-০ গোলে এগিয়ে যাওয়া সিটি চতুর্থ গোলটি পায় ৬২ মিনিটে, গোলটি করেন আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপজয়ী তারকা হুলিয়ান আলভারেজ। এই জয়ের পর শিরোপা দৌড়ে আরেকটু এগিয়ে গেলেও সিটিকোচ পেপ গার্দিওলা মনে করছেন কোনও কিছুই নিশ্চিত হয়নি এখনো। জমজমাট শিরোপা লড়াইয়ের কথা মনে করিয়ে দিয়ে স্প্যানিশ কোচ বললেন পা হড়কানোর কোনোই সুযোগ নেই, ''আমাদের জন্য এটা ভালো ফল, আসলেই ভালো ফল। আমিও আগেও বলেছি, আগে যা করেছি সেগুলো অতীত, এর মানে এই না যে ভবিষ্যতেও একই কাজ করে যেতে পারব আমরা। আমরা জানি ব্যবধানটা খুবই কম। আমাদের প্রতিটি ম্যাচই জিততে হবে। প্রতি ম্যাচই আমাদের আরও কাছে নিয়ে যাবে।'' লিভারপুলের সাম্প্রতিক পথ হারানোর কথা মনে করেই সাবধানী গার্দিওলা বললেন আত্মপ্রসাদে ভোগার কোনোই সুযোগ নেই, ''লিভারপুলের কী হয়েছে, টানা দুটি ম্যাচ হেরেছে। এমনটা হতে পারে আর্সেনালের, এমনটা হতে পারে আমাদেরও। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আমরা এখনো লড়াইয়ে আছি। আর সেখানে আরও অনেক ম্যাচ খেলতে হবে।'' লিগে টানা ১৮ ম্যাচে অপরাজিত সিটি এরপর রবিবার খেলবে নটিংহাম ফরেস্টের বিপক্ষে। ওই দিনই লিগের শীর্ষ দল আর্সেনাল মুখোমুখি হবে টটেনহামের। নর্থ লন্ডন ডার্বিটি হবে টটেনহামের মাঠে।

শেষ মুহূর্তের গোলে জিতল রোমা

প্রায় দুই সপ্তাহ আগে রোমা ও উদিনেসের ম্যাচটি ঠিকঠাক মাঠে গড়ালেও অনাকাঙ্ক্ষিত এক ঘটনায় সেদিন তা শেষ হতে পারেনি। এভান এনডিকা মাঠে অসুস্থ হয়ে পড়লে ১৮ মিনিট বাকি থাকতে ম্যাচটি স্থগিত হয়ে যায়। ওই লড়াইয়ের বাকি অংশই অনুষ্ঠিত হলো বৃহস্পতিবার। যেখানে অন্তিম সময়ে গোল করে রোমাকে জয়ের আনন্দে ভাসালেন ব্রায়ান ক্রিসতান্তে।

রোম, ২৬ এপ্রিলঃ নির্ধারিত সূচিতে গত ১৪ এপ্রিল উদিনেসের মাঠে শুরু হয়েছিল ম্যাচটি। রবের্তো পেরেইরার গোলে প্রথমার্ধে আয়োজকরা এগিয়ে যাওয়ার পর ৬৪তম মিনিটে সমতা টেনেছিলেন রোমেলু লুকাকু। ম্যাচে সমতা ফেরার আট মিনিট পর অসুস্থ হয়ে মাঠে পড়ে যান রোমার ডিফেন্ডার এনডিকা। ওই সময় ম্যাচ স্থগিতের সিদ্ধান্ত রেফারি। ১-১ সমতায় ১২ দিন পর সেখান থেকে পুনরায় মাঠে গড়ায় ম্যাচটি। গোল মিলছিল না। নির্ধারিত ৯০ মিনিটে শেষে যোগ করা সময়ও তখন শেষের পথে, ঠিক সেই সময় হেডে

জয়সূচক গোলটি করেন ইতালিয়ান মিডফিল্ডার ক্রিসতান্তে। ইউরোপের অন্যান্য লিগে, এরকম ঘটনায় কোনও ম্যাচ স্থগিত হলে নতুন করে পুরো ম্যাচই খেলা হয়ে থাকে। গত ডিসেম্বরেই যেমন প্রিমিয়ার লিগে, লুটন টাউন ও বোর্নমাউথের মধ্যে লড়াইয়ে টম লকিয়ার হৃদরোগে আক্রান্ত হলে ম্যাচটি স্থগিত হয়ে যায় এবং গত ১৩ মার্চ পুরো ম্যাচটিই নতুন করে খেলা হয়। কিন্তু সেরি আ উদিনেস-রোমার ম্যাচটি যেখানে স্থগিত হয়েছিল, সেখান থেকে শুরুর সিদ্ধান্ত দেয়। কোত দি ভোয়ার ডিফেন্ডার এনডিকাকে নিয়েও শঙ্কা কেটে গেছে। ঘটনার এক দিন পরই তাকে হাসপাতাল থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়। অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর তাকে খেলা চালিয়ে যাওয়ার অনুমতিও দেওয়া হয়েছে। এই জয়ের পর ৩৩ ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট নিয়ে পঞ্চম স্থানে আছে রোমা। তাদের চেয়ে ৪ পয়েন্ট বেশি নিয়ে চতুর্থ স্থানে বোলোনিয়া। পাঁচ রাউন্ড বাকি থাকতে এরই মধ্যে শিরোপা জয় নিশ্চিত করেছে ইন্টার মিলান। আর ২৮ পয়েন্ট নিয়ে ১৭ নম্বরে আছে উদিনেসে, অবনমন অঞ্চলের দল ফ্রোসিনোনের চেয়ে কেবল গোল ব্যবধানে এগিয়ে আছে তারা।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com